بسم الله الرحمن الرحيم

ইজহারে হক ১ম খন্ড

□ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۔

□ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى أَنْفُسِكُمْ الخ ۔

□ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ ۔

নায়েবে রাসূল ও মুজাদ্দিদে আ'যম হযরত

মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব (রহঃ)

www.islamicharf.org

بسم الله الرحمن الرحيم

ইজহারে হক ১ম খন্ড

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বিশেষতঃ তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা ও কেন্দ্রসমূহে প্রচারক, শিক্ষক, খলীফা এবং শিক্ষার্থী মুরীদান গং সকলের জন্য এই মহামূল্যবান কিতাবখানা মরহুম নায়েবে রাসূল মুজাদ্দিদে আ'যম (রহঃ) কর্তৃক নির্ধারিত বাধ্যতামূলক অন্যতম জরুরী পাঠ্য। চিরস্থায়ী জগত আখেরাতের মহামুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছোট-বড় সর্বপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং লক্ষ লক্ষ পীরানা দরবারসমূহে কিতাবখানা অপরিহার্য মহাজরুরী পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করাও একান্ত প্রয়োজন।

----- প্রকাশক।

নায়েবে রাসূল ও মুজাদ্দিদে আ'যম হযরত

মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

(রহমাতুল্লাহি আলাইহে)

কর্তৃক প্রণীত।

www.islamicharf.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ গ্রহণের পন্থা সম্পর্কে জরুরী অবগতি

প্রিয় পাঠকবৃন্দ ! ইসলাম জগতে অকল্পনীয় মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লিখক মরহুম নায়েবে রাসূল মুজাদ্দিদে আ'জম শাহছূফী আল্লামা হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ)-এর অত্র কিতাব ও তাঁহার অন্যান্য কিতাবসমূহে মূল মাসয়ালা ও মূল শিক্ষা ফুটাইয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য। শাব্দিক তরজমা নহে। তাই বিভিন্ন স্থানে যখন আরবী এবারতসমূহের অর্থ লিখা দেখিবেন, সেখানে বুঝিতে হইবে মূল অর্থ/সারমর্ম/মর্মার্থ/লাজেমী অর্থ ইত্যাদি, শুধু শাব্দিক অর্থ নহে। যথা- ছালাত, যাকাত, ছওম ও হজ্জ ইত্যাদি আরবী শব্দসমূহের আভিধানিক অর্থ এবং শরীয়তের পরিভাষা এক নহে। অর্থ করার সময় লিখক শরীয়তের পরিভাষাই উল্লেখ করিয়াছেন। হাঁ কোনো কোনো জায়গায় শাব্দিক তরজমাও করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা খুব কম জায়গায়ই পরিলক্ষিত হইবে।

প্রকাশক।

ভূমিকা

আল্লাহ্ তায়ালার মাখ্লুকাতের ভিতরে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। এই মানুষের হেদায়াতের জন্য পূর্ব জামানায় পয়গাম্বর বা রাসূল নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানে কোন পয়গাম্বর বা রাসূল নাই। এই জামানায় হেদায়েতের জন্য নায়েবে রাসূল নিযুক্ত আছেন।

বর্তমানে নায়েবে রাসূলদের সঙ্গে অসংখ্য জাল নায়েবে রাসূল মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। পীরের সংখ্যা আর ওয়ায়েজীনদের সংখ্যা এত বেশি বাড়িয়া গিয়াছে যে, আজ মুরীদ হইতে হইলে বা ওয়াজ শুনিতে চাহিলে, ঘর থেকে দূর এলাকায় বাহির হইতে হয় না; ঘরে বা এলাকায় বসিয়াই অসংখ্য পীর ও অসংখ্য ওয়ায়েজীনদের সঙ্গে মোলাকাত পাওয়া যায়।

আগেকার জামানায় পীর হইতে হইলে বহুদিন শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত, এখন আর সেই রূপ শিক্ষা-দীক্ষার দরকার হয় না। বর্তমানে এক 'তায়াজ্জু' তে বড় পীর ছাহেব সাজা যায়।

আগেকার জামানায় হাদী বা ওয়ায়েজ হইতে হইলে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করিয়া পরিপক্ক আলেম হওয়ার দরকার হইত। আজকাল আলেম হওয়ার দরকার হয় না। বর্তমানে পীরের 'সু-নজরে' বা 'বোট নৌকা' সংগ্রহ করিতে পারিলেই বড় মাওলানা ছাহেব সাজিয়া ওয়াজের আসরে ভীড় জমান যায়।

সত্য বলিতে কি, আজ মুসলমান সমাজের শতকরা ৯৮ জন মুসলমানই 'জাল আলেম' 'জাল পীর' বা জাল হাদীদের (জাল বক্তাদের) ধোকাজালে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই আজ সমাজকে ধোকাবাজদের ধোকাজাল হইতে মুক্ত করার জন্য অত্র কিতাবখানা লিখিত হইল। এই কিতাবখানা তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত করা গেল।

- ❑ **প্রথম পরিচ্ছেদে** - কাহারা খাঁটি আলেম আর কাহারা খাঁটি নয়।
- ❑ **২য় পরিচ্ছেদে** - কাহারা খাঁটি পীর আর কাহারা খাঁটি পীর নহে।
- ❑ **৩য় পরিচ্ছেদে** - কাহারা খাঁটি হাদী (ওয়ায়েজ) আর কাহারা খাঁটি হাদী বা ওয়ায়েজ নয় তাহা বিস্তারিতভাবে লিখা হইল।

গ্রন্থকার।

www.islamicharf.org

প্রথম পরিচ্ছেদ

-ঃ আলেম সম্পর্কে বর্ণনা ঃ-

১। প্রশ্ন ঃ- শরীয়তে আলেম কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ- যিনি ফিক্বাহ এবং ইল্‌মে তাছাওউফ এই দুই ইল্‌মের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহাকে শরীয়তে আলেম বলে। **যথা- হজরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রহঃ) ছাহেবের "মাক্‌তুবাতে ইমামে রব্বানী" নামক কিতাবে লিখিত আছে-**

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ ۔ علمیکہ ازانبیاء عَلَيْهِمُ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ باقی ماندہ است دو نوع است ۔ علم احکام و علم اسرار۔ ووارث کسی ہست کہ اورا ہر دو نوع علم سہم بودند ۔ نہ انکہ اورا از ایك نوع نصیب بود ۔ نہ ازنوع دیگر کہ اومنافی وراثت است چہ وراثت را ۔ ازجمیع انواع ترکہ مورث نصیب است ۔ نہ از بعض دون بعض ۔ وانکہ اورا از معین نصیب است داخل غرماست ۔ کہ نصیب او بجنس حق او تعلق گرفتہ است ۔ ہمچنین فرمودہ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عُلَمَاءُ اُمَّتِیْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِیْ اِسْرَائِيْلَ ۔ مراد از عُلَمَاء ورثانند ۔ نہ غُرَمَاء ۔

মূল অর্থ ঃ- হযরত রাসূলে মকবুল (ছঃ) বলিয়াছেন, আলেমগণ পয়গাম্বরগণের উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ আম্বিয়ায় কেরামগণ যে ইল্‌ম পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছেন, উহা দুই ভাগে বিভক্ত। **১ম-ইল্‌মে ফিক্বাহ ২য়-ইল্‌মে** আছরার বা ইলমে তাছাওউফ। যিনি

এতদুভয় ইল্‌মের অধিকারী হইয়াছেন, তিনি প্রকৃত ওয়ারেছ বা সত্বাধিকারী। যিনি মাত্র এক প্রকারের ইল্‌মের অধিকারী হইয়াছেন, তিনি পয়গাম্বরগণের যথার্থ ওয়ারেছ নন।

যেহেতু পরিত্যাক্ত সম্পত্তির যাবতীয় বিভাগ হইতে অংশাধিকারী হওয়াকেই ওয়ারেছ হওয়া বলে। আর যিনি পরিত্যাক্ত সম্পত্তির কোন নির্দিষ্ট অংশ পাইবার অধিকারী হইবেন, তিনি 'গরীম' বা সম্পত্তি বিশেষের আংশিক অধিকারী মাত্র।

হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন- "আমার আলেম উম্মাত বৃন্দ ইস্রাইল বংশীয় পয়গম্বরগণের সাদৃশ্য"।

এই হাদীছের মর্মেও উভয়বিধ ইল্‌মের অধীকারীগণকেই আলেম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। যাহারা কোন এক বিষয় মাত্র লাভ করিয়াছে তাহারা নহে। এই প্রকার অভিমত বাংলা ও ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল মাওলানা মরহুম কারামত আলী ছাহেব (রহঃ) তাহার 'কওলুছছাবেত' নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

> **প্রকাশ থাকে যে-** কুরআন শরীফের সূরায় তওবার ১২২নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে লিখা আছে- **ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন-** যে ব্যক্তি দ্বীনের সমস্ত কিতাব পাঠ করে নিল কিন্তু দ্বীনকে পুরাপুরি বুঝতে পারলো না সে কুরআন ও হাদীছের পরিভাষায় আদৌ আলেম নয়। **প্রকাশক।**

২। প্রশ্ন ঃ- সমাজের একদল আলেম আছেন তাহারা ইল্‌মে তাছাওউফের মুন্‌কের (অস্বীকারকারী), আর এক দল আলেম আছেন তাহারা ইল্‌মে ফিক্বাহের মুন্‌কের, এক্ষণে এই উভয় দল আলেম কি না ?

উত্তর ঃ- উপরোল্লিখিত উভয় দলের কোন দলকে শরীয়তে আলেম বলে না। **যথা-উপরোল্লিখিত মরহুম কারামত আলী ছাহেব (রহঃ) এর 'জখিরায়ে কারামত' নামক কিতাবের ৩য় খন্ডের ৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-**

www.islamicharf.org

لا مذھب لوگون کے عالم وارث انبیاء کے نہین ھین کیونکہ علم احکام کا جو فقہ ھے اس سے ان لو گون کو انکار ھے اسیطرح سے بنگلے کے خارجی لوگ دوداکے گروہ میں کوئی عالم وارث انبیاء کانہیں ھے کیونکہ علم اسرار یعنی تصوف سے ان لو گون کو انکارھے ۔

অর্থ ঃ- লা মাজহাবীদের ভিতরে কোন আলেম ওয়ারেছে আম্বিয়া নাই, কারণ তাহারা ইলমে ফিক্কাহের মুন্‌কের। এইরূপ দুদা ছাহেবদের দলের ভিতরেও কোন আলেম ওয়ারেছে আম্বিয়া নাই, যেহেতু তাহারা তাছাওউফের মুন্‌কের।

> প্রকাশ থাকে যে, পরবর্তী সময় তাঁহারা ইলমে তাছাওউফকে ফরজ ঘোষণা করিয়া কিতাবে প্রকাশ করিয়াছেন। - **প্রকাশক**

৩। প্রশ্ন ঃ- সমাজের যে সমস্ত আলেম ওয়ারেছে আম্বিয়া নহে তাহাদিগকে শরীয়তে আলেম না বলিলে তাহারা কি জাহেল ?

উত্তর ঃ- যাহারা 'ওয়ারেছে আম্বিয়া' নহে তাহারা জাহেল। **যথা-** বাংলা-ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল হযরত মাওলানা মরহুম কারামত আলী (রহঃ) ছাহেবের **'জখিরায়ে কারামত'** নামক **কিতাবের ৩য় খন্ডের পুরান ছাপার ৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-**

جتنے لوگ وارث انبیاء کے نہیں ھیں وہ سب جاھل ھیں ۔

অর্থঃ- যাহারা ওয়ারেছে আম্বিয়া নহে তাহারা সকলেই জাহেল।

৪। প্রশ্ন ঃ- আমাদের দেশে মুন্সী, মৌলভী, হাফেজ ও ক্বারী সকলকেই আলেম বলে, তাহার কারণ কী ?

উত্তর ঃ- আমাদের দেশে মুন্সী, মৌলভী, হাফেজ, ক্বারী গং সকলকেই আলেম বলার একমাত্র কারণ হইল ইল্‌মে হাদীছের অজ্ঞতা। লোক যদি ইল্‌মে হাদীছে অজ্ঞ না থাকিত, তাহা হইলে আলেম ও জাহেলের পার্থক্য করিতে পারিত।

৫। প্রশ্ন ঃ- এদেশের কতক লোকের ধারণা, যাহারা বড় বোট নৌকায় ওয়াজ করিতে বাহির হয়, তাহারাই বড় আলেম। এই ধারণা কিরূপ ?

উত্তর ঃ- বর্ণিত ধারণা ছহীহ্ নহে। যেহেতু যাহারা কুরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ সুচারু রূপে (ফিক্বাহ ও তাছাওউফ সহ) শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহারাই (ইসলাম প্রচারে সক্ষম পর্যায়ের) আলেম। আর যাহারা কুরআন এবং হাদীছের ইল্‌মে অজ্ঞ তাহারা আলেম নহে।

এদেশের লোকেরা বহু দিন যাবৎ বড় বড় আলেম ছাহেবদিগকে বড় বোট নৌকায় সফর করিতে দেখিয়াছেন বলিয়া তাহাদের ধারণা হইয়াছে যে, যাহারা বড় বোট নৌকায় সফর করিতেছেন তাহারাই বড় আলেম। বর্তমানে ৭ম, ৮ম ও ৯ম ক্লাশ পড়া মুন্সীজিরা যেরূপ বড় বোট নৌকার বদৌলতে বড় মাওলানা ছাহেব সাজিয়া অজ্ঞ সমাজকে ধোকা দিতেছে, তাহাতে মনে হয় অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত ধারণা দূরীভূত হইয়া যাইবে। বড় বোট নৌকায় চড়িয়া সফর করিলেই যদি আলেম হয়, তাহা হইলে যে দেশে নৌকার যাতায়াত নাই সে দেশে আলেম হয় কেমন করিয়া ? হিন্দু তহ্‌শীলদার লোকেরা বড় বড় বোট নৌকা ভাড়া করিয়া থাকে, তাহারাও কি বড় আলেম ?

৬। প্রশ্ন ঃ- কতকের ধারণা, যাহারা বড় আওয়াজে মোহিনী সুরে ওয়াজ করিয়া মানুষকে হাসাইতে ও কাঁদাইতে পারে তাহারাই বড় আলেম। এই ধারনা কিরূপ ?

উত্তর ঃ- এই ধারণা একেবারে গলত। যেহেতু অসংখ্য বড় বড় মাওলানা ছাহেব আছেন, যাহারা মোটেই ওয়াজ করিতে পারেন না। আবার এ বাংলাদেশে অসংখ্য বড় বড় বক্তা বা ওয়ায়েজ আছেন, যাহারা কুরআন-হাদীছের ইল্‌মে একেবারে অজ্ঞ।

www.islamicharf.org

❑ **বড় বড় নামধারী এরূপ কতক বক্তা আছে যাহারা** কিতাবের এবারতই পাঠ করিতে জানে না ❑ কয়েকজন মুখার্জি-বানার্জি লকবধারী বক্তা আছে তাহারা লোকদিগকে হাসাইতে হাসাইতে ও কাঁদাইতে কাঁদাইতে পেটে বেদনা তুলিতে পারে অথচ তাহারা কুরআন ও হাদীছের ইল্‌মে একেবারে গন্ডমূর্খ। ❑ কয়েকজন বক্তা আছে, তাহাদের আওয়াজ সিঙ্গা বা মাইকের ফুৎকারের মত বড়। (অর্থাৎ কল্পনাতীত ভীষণ বড় আওয়াজ) ❑ আবার কতেকের মোহিনী সুরে মানুষ এত মুগ্ধ হয় যে, কাওয়ালীদের গানের সূরেও এত মুগ্ধ হয় না।

ইহারা (পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও কুরআন হাদীছের ইল্‌ম অর্জন না করার কারণে) কুরআন কিতাবের আইনে কেহই আলেম নহে।

৭। প্রশ্ন ঃ- কতকের ধারণা যাহারা গদীনশীন পীর বা মশ্‌হুর পীরের আওলাদ তাঁহারা মাদ্রাসায় পড়া-শুনা ও ফিক্বাহ্-তাছাওউফ শিক্ষা না করিলেও বড় আলেম। এই ধারণা ছহীহ্ কি না ?

উত্তর ঃ- এই ধারণা ছহীহ্ নহে। যেহেতু অসংখ্য মশ্‌হুর পীরের (অর্থাৎ তাছাওউফ বিহীন নাকেছ পীরের) আওলাদ আছে বা গদীনশীন নাকেছ পীর আছে যে, তাহারা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা না করার কারণে কিতাবী বিধান মতে আলেমই নহে। পীরজাদা অথবা কোন আমীরের সন্তান হওয়া আলেম হওয়ার জন্য শর্ত নহে। অসংখ্য বড় আলেম আছেন যাহাদের বাবারা আলেম নহেন। বহু নবী রাসূল এরূপ ছিলেন যে, তাহাদের পিতা-মাতাগণ মোসলমানও ছিলেন না।

এ দেশে কতক তাছাওউফ বিহীন নাকেছ পীরজাদা আছেন, যাহারা বাবা-দাদার দোহাই দিয়া সমগ্র বাংলাদেশে সম্মান অর্জন করিতেছেন। তাঁহারা যদি পীরজাদা না হইতেন, তবে তাঁহাদের যে অতি সামান্য আংশিক ইলম তাহাতে নিজ থানায়ও পরিচিত হইতেন না। যিনি নিজ ইল্‌মের জোরে সমাজে পরিচিত হইতে

পারেন নাই এবং কিতাবী শর্ত শরায়েত ও ফিক্বাহ তাছাওউফ ইত্যাদি কিছুই শিক্ষা করেন নাই বরং শুধু মাত্র বাবা-দাদার দোহাই দিয়া চলিতেছেন তিনি প্রকৃত আলেম নহেন।

[**প্রকাশ থাকে যে,** যে সমস্ত পীরজাদাগণ ফিকাহ্-তাছাওউফ ও কিতাবী শর্ত শরায়েত অর্জন করিয়াছেন তাহারা সমাজের জন্য **মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত** ও নুরুন আলা নূর। - **প্রকাশক**]।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

-ঃ তরীক্বতের পীর মোর্শেদ সম্পর্কে বর্ণনা ঃ-

৮। প্রশ্ন ঃ- তরীক্বতের পীরের জন্য কোন শর্ত আছে কি না ?

উত্তর ঃ- তরীক্বতের পীরের জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। **যথা- 'কাওলুল জামীল' কিতাবের ১৩ পৃষ্ঠায় আর নূতন ছাপার ২০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-**

شَرْطُ مَنْ يَأْخُذُ الْبَيْعَةَ اُمُوْرٌ اَحَدُهَا عِلْمُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَا اُرِيْدُ الْمَرْتَبَةَ الْقُصْوٰى بَلْ يَكْفِىْ مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ اَنْ يَكُوْنَ قَدْضَبَطَ تَفْسِيْرَ الْمَدَارِكِ اَوِالْجَلَالَيْنِ اَوْ غَيْرَهُمَا وَ حَقَّقَهُ عَلٰى عَالِمٍ وَعَرَفَ مَعَانِيْهِ وَ تَفْسِيْرَ الْغَرِيْبِ وَاَسْبَابَ النُّزُوْلِ وَالْاِعْرَابِ وَالْقَصَصِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَالِكَ -

وَمِنَ السُّنَّةِ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ ضَبَطَ وَ حَقَّقَ مِثْلَ كِتَابِ الْمَصَابِيْحِ وَعَرَفَ مَعَانِيْهِ وَ شَرْحَ غَرِيْبِهِ وَاِعْرَابَ مُشْكِلِهٖ وَ تَاْوِيْلَ مُعْضَلِهٖ عَلٰى رَاْيِ الْفُقَهَاءِ -

www.islamicharf.org

সংক্ষেপে মূল অর্থ ঃ- তরীক্বতের পীরের জন্য কয়েকটি শর্ত আছে।

যথা- প্রথম শর্ত ঃ- কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান লাভ করা।

কুরআন শরীফে এতটুকু জ্ঞান লাভ করিলে যথেষ্ট হইবে যে, তাফসীরে মাদারেক ও তাফসীরে জালালাইন অথবা এইরূপ কোন তাফসীর আয়ত্ত করিয়া থাকেন এবং একজন শরীয়ত মোতাবেক আলেমের নিকট উহা সুচারু রূপে শিক্ষা করিয়া থাকেন।

হাদীছ শরীফে এতটুকু জ্ঞান লাভ করিলে যথেষ্ট হইবে যে, 'মেশকাতুল মাছাবীহ' গ্রন্থের তুল্য কোন হাদীছ গ্রন্থ সুচারুরূপে শিক্ষা ও আয়ত্ত করিয়া থাকেন।

وَالشَّرْطُ الثَّانِى الْعَدَالَةُ وَالتَّقْوٰى فَيَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ مُجْتَنِبًا عَنِ الْكَبَائِرِ غَيْرَ مُصِرٍّ عَلَى الصَّغَائِرِ ـ

২য় শর্ত ঃ- মোর্শেদের ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মভীরু হওয়া। সুতরাং তাহার পক্ষে মহা মহা গোনাহ হইতে বিরত থাকা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোনাহ পুনঃ পুনঃ না করা ওয়াজিব।

وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ اَنْ يَكُوْنَ زَاهِدًا فِى الدُّنْيَا رَاغِبًا فِى الْاٰخِرَةِ مُوَاظِبًا عَلَى الطَّاعَاتِ الْمُؤَكَّدَةِ وَالْاَذْكَارِ الْمَاثُوْرَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِىْ صِحَاحِ الْاَحَادِيْثِ مُوَاظِبًا عَلٰى تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِاللّٰهِ سُبْحَانَهٗ وَ كَانَ ياد داشت لَهٗ مَلَكَةً رَاسِخَةً ـ

৩য় শর্ত ঃ- তিনি দুনিয়াদার না হন। পরকালের চিন্তায় আকৃষ্ট হন। আবশ্যকীয় এবাদতগুলি ও ছহীহ হাদীছে উল্লেখিত জেকেরগুলি সর্বদা সুসম্পন্ন করিতে থাকেন। সতত (সর্বদা) পবিত্র আল্লাহ্ তায়ালার ধ্যানে হৃদয়কে সংযোজিত রাখেন এবং সর্বদা উক্ত ধ্যান হৃদয়ে পোষন করিতে সুদক্ষ হন।

وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ اَنْ يَكُوْنَ اٰمِرًا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَاهِيًا عَنِ الْمُنْكَرِ مُسْتَقِلًّا بِرَاْئِهٖ لَامعة لَيْسَ لَهٗ رَاْىٌ وَلَا اَمْرٌ ذَا مُرُوَّةٍ وَ عَقْلٍ تَامٍّ لِيَعْتَمِدَ عَلَيْهِ فِىْ كُلِّ مَا يَاْمُرُ بِهٖ وَ يَنْهٰى عَنْهُ وَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ فَمَا ظَنُّكَ لِصَاحِبِ الْبَيْعَةِ ـ

৪র্থ শর্ত ঃ- এই যে, তিনি লোকদিগকে শরীয়তের করণীয় বিষয় পালন করিতে ও নিষিদ্ধ বিষয় হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ প্রদান করেন, স্বাধীনচেতা, স্থির প্রতিজ্ঞ, চরিত্রবান (অর্থাৎ মুহলিকাতের দোষগুলি না থাকা এবং মুনজিয়াতের গুণগুলো থাকা।) ও বিচক্ষণ হন, যেন তাহার প্রত্যেক উপদেশ ও নিষেধের উপর আস্থা স্থাপন করা যায়।

আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন- "উক্ত সাক্ষীগণের কথা গ্রাহ্য হইবে যাহাদিগকে তোমরা পছন্দ কর।" যখন সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে সাক্ষীদিগকে উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক, তখন তরীক্বতের পীরের কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহাই ধারণা করুন।

وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ اَنْ يَكُوْنَ صَحِبَ الْمَشَائِخَ وَ تَاَدَّبَ بِهِمْ دَهْرًا طَوِيْلًا وَ اَخَذَ مِنْهُمُ النُّوْرَ الْبَاطِنَ وَالسَّكِيْنَةَ وَ هٰذَا لِاَنَّ سُنَّةَ اللّٰهِ جَرَتْ بِاَنَّ الرَّجُلَ لَا يُفْلِحُ اِلَّا اِذَا رَاَى الْمُفْلِحِيْنَ كَمَا اَنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَعَلَّمُ اِلَّا بِصُحْبَةِ الْعُلَمَاءِ وَ عَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ غَيْرُ ذَالِكَ مِنَ الصَّنَاعَاتِ ـ

৫ম শর্ত ঃ- তিনি অনেক সময় কামেল পীর-মোর্শেদগণের সঙ্গ লাভ করিয়া চরিত্র গঠন করিয়া থাকেন এবং তাহাদের নিকট

www.islamicharf.org

হইতে বাতেনী ইল্‌ম ও প্রশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। সিদ্ধ গুরুদিগের সঙ্গ লাভ করা এই জন্য তাহার পক্ষে শর্ত করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তায়ালার এরূপ বিধান প্রচলিত আছে যে, মানুষ যতক্ষণ সিদ্ধপীর-মোর্শেদগণের দর্শন লাভ না করে, ততক্ষণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। যেরূপ বিদ্বানগণের সঙ্গলাভ ব্যতীত বিদ্যার্জন করিতে সক্ষম হয় না। এইরূপ অন্যান্য ব্যবসা সম্বন্ধে অনুমান করিতে হইবে।"

❑ 'এরশাদুত্তালেবীন' কিতাবের ২৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে- পীর মোর্শেদ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। যথা-

১। তাফসীর ও হাদীছের বিদ্যা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়া থাকেন।

২। ফিক্বাহের বিদ্যা ভালভাবে শিক্ষা করিয়া থাকেন।

৩। তর্ক শাস্ত্র, নাহু ও ছরফ ইত্যাদি আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া থাকেন।

৪। ইল্‌মে তাছাওউফের কিতাব সমূহ ভাল করিয়া শিক্ষা লাভ করেন।

৫। বিদ্যা সঞ্চয়ের পর ইন্দ্রিয় দমন করিয়া থাকেন।

৬। মোর্শেদের নিকট বাতেনী ইল্‌ম (ইলমে তাছাওউফ) শিক্ষা করিয়া থাকেন।

৭। কামালিয়াতের নূর ও ফয়েজ সম্পূর্ণ রূপে লাভ করিয়া থাকেন। **[ইহার লক্ষণ এই যে, কাহারা কামেল আর কাহারা নাকেছ উহা সমাজকে বুঝাইয়া দিতে পারেন]**

৮। পীরে কামেল তাহাকে মুরীদ করিবার অনুমতি দিয়া থাকেন।

প্রকাশ থাকে যে, উপরোল্লিখিত 'কাওলুল জামিল' ও 'এরশাদুত্তালেবীন' কিতাবে পীরের জন্য যে সমস্ত শর্ত উল্লেখ আছে, যাহার মধ্যে এই শর্তগুলি পাওয়া যাইবে তিনিই কামেল পীর। আর যাহার মধ্যে বর্ণিত শর্তগুলি পাওয়া যায় না সে কামেল পীর নহে।

প্রকাশ থাকে যে, পীর-মোর্শেদ হওয়ার জন্য কুরআনের তাফসীর ও হাদীছের বিদ্যা ভাল করিয়া আয়ত্ত করার যে শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে সেজন্য প্রচলিত মাদ্রাসাসমূহে দাওরা-টাইটেল পাশ করার পরেও আরো বহু পড়াশুনা ও সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ কুরআন-হাদীছের উক্ত দক্ষতা বা যোগ্যতা স্বাভাবিক পর্যায়ের প্রচলিত দাওরা-টাইটেল পাশ করার পরেও অর্জন হয় না।- প্রকাশক

৯। প্রশ্ন ঃ- তরীক্বতের পীরের জন্য ইল্‌ম শর্ত হওয়ার কারণ কী ?

উত্তর ঃ- 'কাওলুল জামীল' কিতাবের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

وَاِنَّمَا شَرَطْنَا الْعِلْمَ لِاَنَّ الْغَرْضَ مِنَ الْبَيْعَةِ اَمْرُهٗ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيُهٗ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاِرْشَادُهٗ اِلٰى تَحْصِيْلِ السَّكِيْنَةِ الْبَاطِنَةِ وَاِزَالَةِ الرَّذَائِلِ وَاِكْتِسَابُ الْحَمَائِدِ ثُمَّ اِمْتِثَالُ الْمُسْتَرْشَدِ بِهٖ فِىْ كُلِّ ذَالِكَ فَمَنْ لَّمْ يَكُنْ عَالِمًا كَيْفَ يَتَصَوَّرُ مِنْهُ هٰذَا ـ (قول الجميل صفحة ١٢)

মূল অর্থ ঃ- ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মোহাদ্দেছীনে কেরামগণের মাথার তাজ বিশ্ববিখ্যাত জবরদস্ত আল্লামা হযরত শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী, (রহঃ) ছাহেব বলেন- মোর্শেদের জন্য ইল্‌ম শর্ত এই জন্য লিখিয়াছি, যেহেতু যিনি পীর হইবেন তিনি মুরীদের পাঁচটি কাজ সমাধা করিয়া দিবেন। **যথা-**

১। শরীয়তের ভিতরে জাহেরী ও বাতেনী যে সমস্ত মাশ্‌রুয়াত কাজ আছে তাহা অবগত করাইয়া দিবেন।

২। জাহেরী ও বাতেনী যে সমস্ত নিষেধীয় কাজ আছে তাহা অবগত করাইয়া দিবেন।

www.islamicharf.org

৩। জেকের, মোরাকাবা ও অজীফা দ্বারা অন্তরকে আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট করিয়া দিবেন।

৪। অন্তরের ভিতরে যে সমস্ত বদ-আখলাক আছে তাহা দূরীভূত করিবার ইল্ম এবং আমল শিখাইয়া দিবেন।

৫। অন্তরের ভিতরে যে সমস্ত নেক আখ্লাক আছে তাহার মাস্য়ালা শিখাইয়া আমলে পরিণত করার পদ্ধতি জানাইয়া দিবেন।

যে পীর ছাহেব আলেম নহেন তাহার দ্বারা উপরোল্লিখিত পঞ্চ কাজ কিছুতেই সমাধা হইতে পারে না।

১০। প্রশ্ন ঃ- যে পীরাণা দরবারে উপরোল্লিখিত পঞ্চ কাজ সমাধা করার কোন বন্দোবস্ত নাই; শুধুমাত্র নফল জিকির, অজীফা ও চক্ষু বন্ধ নফল মোরাকাবা শিক্ষা দান করা হইতেছে সেই দরবার খাঁটি কি না ?

উত্তর ঃ- যে পীরাণা দরবারে উপরোল্লিখিত পঞ্চ কাজ সমাধা করা হয় না, শুধুমাত্র নফল জিকির অজীফা ও চক্ষু বন্ধ নফল মোরাকাবা শিক্ষা দেওয়া হয় সেই দরবার খাঁটি নয়। যেহেতু শুধু নফল জিকির, অজীফায় অন্তরের ইছলাহ হয় না। যদি হইত তাহা হইলে উল্লেখিত পঞ্চ কাজের উল্লেখ করা হইত না। ইল্মের শর্তেরও কোন আবশ্যকতা থাকিত না।

সত্য বলিতে কি, যে দরবারে নেক আখ্লাক ও বদ্ আখ্লাক সম্বন্ধীয় মাস্য়ালার কোন আলোচনা নাই, শুধু মাত্র নফল জিকির, অজীফা করিয়াই থাকে, সেই দরবার হক্কানী হইতে পারে না। **যথা- জগত বিখ্যাত মহামান্য শামী কিতাব ও তা'লীমে মারেফাত সহ অসংখ্য কিতাবে ইল্মে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ লিখিত আছে।**

যে দরবারে ফরজ মাস্য়ালার আলোচনা নাই, সেই দরবার হক্কানী হয় কেমন করিয়া ? উক্ত তা'লীমে মারেফাত কিতাবের

পঞ্চম পৃষ্ঠায় এবং জগতবিখ্যাত এহইয়াউ উলূমিদ্দীন কিতাবের ১ম খন্ডের পুরান ছাপার ২১নং পৃষ্ঠায় লিখিত আছে- মূল অর্থ- যে ব্যক্তি অন্তরের উভয়বিধ গুণাবলী উত্তমরূপে অবগত না হইবে এবং তৎপ্রতি আমল না করিবে সে কেয়ামতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

পাক-ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল জনাব মাওলানা শাহ্ আশ্রাফ আলী থানবী (রহঃ) ছাহেবের 'কছদোছছাবীল' কিতাবের 'ভুল ধারণায়' লিখিত আছে- "জাহেরী বাতেনী ফরজ ও ওয়াজিব ঠিক না করিয়া শুধু মাত্র কতকগুলি নফল অজীফা পড়ায় কোন লাভ নাই।"

বাংলা ও ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল জনাব আল্লামা মাওলানা মরহুম কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) ছাহেবের 'জাদেত্তাকওয়া' নামক কিতাবে লিখিত আছে- "যেরূপ কুয়ার বিল্লি (মরা বিড়াল) দূর না করিয়া ষাইট ডোল (কুপ হইতে পানি উত্তোলন করার উদ্দেশ্যে চামড়ার তৈরী বরতন বা বালতী) পানি তোলার ব্যবস্থা করিলে কুয়া পাক হয় না, তদ্রূপ নফ্ছের তুহারাত হাছিল না করিয়া **শুধু নফল জিকিরে 'নেছবাতে বাতেনী' পয়দা হয় না এবং ইল্মে তাছাওউফ ছাড়া "তাজকিয়ায়ে নফছ" অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি হাছিল হয় না।**

এক্ষণে উপরোল্লিখিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল, যে দরবারে ইল্মে তাছাওউফ শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই, শুধুমাত্র নফল জিক্র, অজীফা করান হয় সেই দরবার খাঁটি নয়।

১১। প্রশ্ন ঃ- যে পীর ছাহেব আলেম নহে কিন্তু তাহাকে কোন পীর ছাহেব খেলাফতী দান করিয়াছেন তাহার কাছে বা'য়াত হওয়া যায় কি না ?

উত্তর ঃ- যে পীর ছাহেব আলেম নহে, তাহার নিকট বা'য়াত হওয়া জায়েজ নয়। **যথা-জনাব মাওলানা মরহুম কারামত আলী**

www.islamicharf.org

জৈনপুরী ছাহেব (রহঃ) তাহার 'জাখিরায়ে কারামত' কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডের ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-

جو شخص دونوں علم کا عالم نہیں اس سے بیعت

کرنا اور اسکو خلافت نامہ دینا درست نہیں ہے ۔

অর্থ ঃ- যে ব্যক্তি দুই ইল্‌মের (ইল্‌মে আহকাম ও আছরারে) আলেম নহে তাহার কাছে বা'য়াত গ্রহণ করা এবং তাহাকে 'খেলাফতনামা' দেওয়া জায়েজ নহে।

যে পীর ছাহেবানরা পীর রাজত্ব বিস্তারের জন্য বে-আলেম লোকদিগকে 'খেলাফত নামা' দান করিতেছে তাহারা হক্কানী পীর নহে।

১২। প্রশ্ন ঃ- যাহারা বে-আলেম পীরের কাছে মুরীদ হইয়াছে তাহারা কি করিবে ?

উত্তর ঃ- জনাব মাওলানা মরহুম মগফূর কারামত আলী ছাহেব (রহঃ) তদ্বীয় **'জখিরায়ে কারামত' কিতাবের ২য় খন্ডের** ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-

جس شخص نے ایسے جاهل سے بیعت کیاهے اسپر

واجب هے که اسکی بیعت سے توبه کرے اور اس شخص سے

کنارہ کرے ۔

অর্থ ঃ- যে ব্যক্তি বে-আলেম পীরের কাছে মুরীদ হইয়াছে তাহার উপর ওয়াজিব যে, সে যেন তাওবা করিয়া **উক্ত পীর ছাড়িয়া দেয় এবং তাহার সহিত সহযোগিতা বর্জন করে।**

১৩। প্রশ্ন ঃ- কতক মুন্সী ছাহেবেরা বলিতেছেন, তাঁহারা পীরের তাওয়াজ্জুতে ফিক্বাহ ও তাছাওউফ উভয় ইল্‌ম হাছিল করিয়াছেন; তাই তাঁহারা মুরীদ করিতেছেন। এক্ষণে পীরের তাওয়াজ্জুতে উভয় ইল্‌ম হাছিল হয় এই ধারণা ছহীহ কি না ? মুন্সী ছাহেবদের দাবিটা কি ?

উত্তর ঃ- জনাব মাওলানা মরহুম কারামত আলী ছাহেব (রহঃ) 'জাদেত্তাকওয়া' কিতাবের ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন- "অধিকাংশ লোকের ধারণা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করার প্রয়োজন নাই, শুধু তাওয়াজ্জুতে হাছিল হয় এই ধারণা একেবারে ভুল। শুধু (চক্ষু বন্ধ) তাওয়াজ্জুতে হাছিল হওয়া তো দূরের কথা ভাল রকম পড়াইয়া ও বুঝাইয়া হাছিল করাইতে পারিলেও তো সৌভাগ্য।"

উপরোক্ত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল প্রচলিত নফল তরীকার জিকির মোরাকাবাহ ও নফল তাওয়াজ্জুতে উভয় ইল্‌ম হাছিল হয় এই ধারণা ভুল। অতএব, মুন্সী ছাহেবদের দাবিটা মিথ্যা। তাহাদের বে-ইল্‌মীর দাগ দূরীভূত না করিয়া মুরীদ বানান একদম না জায়েজ।

১৪। প্রশ্ন ঃ- কতক পীর ছাহেবেরা দাবী করিতেছেন যে, তাঁহারা এক তাওয়াজ্জুতে (অর্থাৎ প্রচলিত নফল জিকির মোরাকাবা ও নফল তাওয়াজ্জুহতে) কামেল বানাইয়া দিতে পারেন এই দাবী ছহীহ্ কি না ?

উত্তর ঃ- একজন লোক যদি ইল্‌মে আহকাম ও ইল্‌মে আছরার এই উভয় ইল্‌মে পরিপক্ক আলেম হন, তবে তাঁহাকে কামেল মোর্শেদ এক তাওয়াজ্জুতে কামেল পীর বানাইতে পারেন; পক্ষান্তরে লোকটি যদি আলেম না হয়, তবে তাহাকে শত সহস্র (প্রচলিত চক্ষুবন্ধ নফল) তাওয়াজ্জু দান করিয়াও কামেল পীর বানাইতে পারেন না। যেহেতু বর্তমান দুনিয়ায় প্রচলিত নফল জিকিরের নফল তাওয়াজ্জুহ দানে ইল্‌ম হাছিল হয় না।ইল্‌ম হাছিল করিতে পড়াশুনা লাগে।

১৫। প্রশ্ন ঃ- হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ ছাহেব (রহঃ) একজন দোকানদারকে এক তাওয়াজ্জুতে কামেল পীর বানাইয়া দিয়াছিলেন তাহা সত্য নয় কি ?

www.islamicharf.org

উত্তর ঃ- হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ ছাহেব (রহঃ) যাহাকে ইত্তেহাদী ফয়েজ দান করিয়াছিলেন, তিনি তিন দিন বেহুশ অবস্থায় থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাহাকে পীর ছাহেব বানাইতে পারেন নাই। আর তিনি জীবনে মাত্র একজনকেই ইত্তেহাদী ফয়েজ দিয়াছিলেন।

বর্তমানে দোকানদার পীর যাহারা আছেন তাহারা বাকচাতুরী দ্বারা অজ্ঞ সমাজের মন আকর্ষণ করিয়া দরবার শরীফে ভীড় জমানোর জন্য ঘন্টায় ঘন্টায় ইত্তেহাদী ফয়েজ দ্বারা শত সহস্র লোককে পীর বানাইয়া দিতেছে। এই শ্রেণীর পীরদের জানিয়া রাখা উচিত, ধোকার দিন চলিয়া গিয়াছে।

১৬। প্রশ্ন ঃ- যে পীর ছাহেব আলেম নহে কিন্তু নেহায়েত পরহেজগার অর্থাৎ লম্বা কোরতা, দাড়ি, ঢিলা-কুলুখ ও পর্দা ইত্যাদি সবই আছে এইরূপ পীরের কাছে মুরীদ হওয়া জায়েজ আছে কি না ?

উত্তর ঃ- যে পীর ছাহেব আলেম নহে, অথচ পীরগিরী করিতেছে, সে পরহেজগার নহে বরং একজন মস্তবড় দাগাবাজ। যদিও তিনি লম্বা কোরতা, লম্বা দাড়ি ইত্যাদি দ্বারা অজ্ঞ সমাজের কাছে মোটা পরহেজগার সাজিয়াছেন।

বাংলা-ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল ও মোজাদ্দিদে দ্বীন জনাব মাওলানা মরহুম কারামত আলী ছাহেব (রহঃ) তাহার 'জখিরায়ে কারামত' কিতাবের ৩য় খন্ডের ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন- "যে ব্যক্তি আলেম না হইয়া ওয়াজ করিতেছে এবং আলেম না হইয়া পীরগীরি করিতেছে এই দুই জনই দাগাবাজ। মুসলমানদের উপর ওয়াজিব তাহারা যেন তওবা করিয়া উভয় দাগাবাজের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন করিয়া দেয়।"

১৭। প্রশ্ন ঃ- একজন পীর ছাহেব ফিক্বাহ এর ইলম জানে কিন্তু ইলমে তাছাওউফে একেবারে অজ্ঞ কিন্তু নেহায়েত পরহেজগার, তাহার কাছে মুরীদ হওয়া যায় কি না ?

উত্তর ঃ- যে পীর ছাহেব ইলম তাছাওউফে অজ্ঞ তাহার কাছে মুরীদ হওয়া জায়েজ নহে। যেহেতু তাছাওউফের ইলম শিক্ষা করা ফরজ, এই ফরজ তরক করিলে ফাছেক শ্রেণীভূক্ত হইতে হয়। **যথা-মাওলানা মরহুম কারামত আলী ছাহেব (রহঃ) তাঁহার 'জাদেত্তাকওয়া' কিতাবের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন- সংক্ষেপে মূল কথা- ইমাম মালেক (রহঃ) কুরআন- হাদিছের দলীলের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন-**

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ -

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি শুধু ফিক্বাহ শিক্ষা করিয়াছে কিন্তু তাছাওউফ শিক্ষা করে নাই, সে ব্যক্তি ফাছেক।"

তা'লীমে মারফাতের ১৭ পৃষ্ঠায় ও জখিরায়ে কারামতের তৃতীয় খন্ডের ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

جو لوگ اپنے تیئں صوفی کہتے ہیں اور علم اسرار سے مطلق واقف نہیں اور لوگوں کو مرید کرتے ہیں وہ لوگ بھی وارث انبیاء کے نہیں ہیں ۔ تو جتنے لوگ وارث انبیاء کے نہیں وہ سب جاہل ہیں اور جاہلون سے کنارہ کرنا واجب ہے ۔

অর্থ ঃ- যে ব্যক্তি নিজকে ছুফী বলিতেছে আর ইলমে তাছাওউফে অজ্ঞ এবং লোকদিগকে মুরীদ বানাইতেছে সে ব্যক্তি ওয়ারেছে আম্বিয়া নহে। অতএব, যে সমস্ত লোকেরা ওয়ারেছে আম্বিয়া নহে তাহারা সকলেই জাহেল। আর জাহেলদের থেকে অর্থাৎ তাছাওউফবিহীন জাহেল পীর গং সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন করা ওয়াজিব।

www.islamicharf.org

১৮। প্রশ্ন ঃ- মূর্খ মুরীদদিগকে খেলাফতী দান করা যদি নাজায়েজ হয়, তাহা হইলে মাওলানা কারামত আলী (রহঃ) ছাহেব হিন্দি পড়া মুন্সীজীদিগকে খেলাফতি দান করিলেন কেমন করিয়া ?

উত্তর ঃ- জনাব মাওলানা কারামত আলী (রহঃ) ছাহেব মুন্সী ছাহেবদিগকে খেলাফতি দান করিয়া পীর ছাহেব বানাইয়া দেন নাই। শুধু "ইলচী" বা "কাছেদ" নিযুক্ত করিয়াছিলেন। **যথা- "জখিরায়ে কারামতের" দ্বিতীয় খন্ডের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-**

یہ مذکور خلیفہ لوگ ہمارے سفیر اور ایلچی ٹھہرے ۔
جولوگ پوری خلافت چاہیں وہ علم احکام اور علم اسرار
اوررتبہ مشیخیت کا جیسا کہ مذکور ہوا حاصل کریں
تاکہ مرید کو اصلۃ خود تعلیم کر سکیں ۔

মূল অর্থ ঃ- আমি (জনাব মাওলানা কারামত আলী ছাহেব (রহঃ) হিন্দী পড়া মুন্সী ছাহেবদিগকে যে খেলাফতি দান করিয়াছি তাহা শুধু ইলচীগিরী এবং কাছেদী। যে ব্যক্তি পূর্ণ খেলাফতী করিতে ইচ্ছা করে সে যেন ইল্মে আহকাম, ইল্মে আছরার ও "রোতবায়ে মাশাইখিয়াত" (পীরের মর্যাদা) হাছিল করে, তাহা হইলে "মোছতাকাল" (স্বতন্ত্র পীর) হইয়া স্বীয় মুরীদদিগকে তা'লীম-তালকীন করিতে পারিবে।

কতক মশহুর পীরের হাজার হাজার খলীফার কথা শুনা যায়, মনে হয় তাহাদের শতকরা ৯৮ জনই "ইলচী" পীর বা "কাছেদ" নিযুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ নির্ধারিত পাঠ্য কিতাবের হুবহু অনুস্মরণে হাদী বা নায়েবে রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক শুধুমাত্র ছবক তা'লীম দিবার এজাজত পাইয়াছিলেন ।

এক্ষণে যাহারা নিজেদের বে-ইলমীর দাগ দূরীভূত না করিয়া অর্থাৎ কাওলুল জামীল ও এরশাদুত্তালেবীন কিতাবে

উল্লেখিত ৫+৮= মোট ১৩ প্রকারের শর্ত অর্জন না করিয়া পীর ছাহেব সাজিয়াছেন তাহারা মস্ত বড় দাগাবাজ। তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন করা ওয়াজিব।

১৯। প্রশ্ন ঃ- কতক লোকের ধারণা, একজন অজ্ঞ লোক বহুদিন পীরের সঙ্গ লাভ করিলে পীর হইতে পারে ; এই ধারণা ছহীহ্ কি না ?

উত্তর ঃ- বহুদিন পীরের সঙ্গ লাভে পীর হইতে পারে এই ধারণা ছহীহ নহে। যেহেতু পীর ছাহেবের খাদেমরা সারা জীবন পীরের খেদমতে থাকে, তাহাতে তাহারা কি পীর ছাহেব হইয়া যাইবে ? তবে কেহ যদি দুই ইলেমের অধিকারী ও কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট কামেল পীর আলেমের সঙ্গে থাকিয়া উভয় ইলম ও অন্যান্য শর্তসমূহ হাছিল করিয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি পীর হইতে পারে। **যথা- জনাব মাওলানা মরহুম কারামত আলী (রহঃ) ছাহেবের জখিরায়ে কারামত কিতাবের ২য় খন্ডের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-**

جس شخص نے درسی کتابیں نہ پڑ ھیں ہو مگر بہت
مدت تک دونوں علم کی متقی علماء کی صحبت میں رہ
کرسارے مسائل سے واقف ہو گیا تو ایسا شخص مرشد
ہو سکتا ہے ۔

অর্থ ঃ- যে ব্যক্তি মাদ্রাসায় নেছাব অনুযায়ী কিতাব পড়ে নাই কিন্তু সে দুই ইলমের মোত্তাকী আলেমের সঙ্গ লাভ করিয়া সমস্ত মাস্‌য়ালাসমূহ (কিতাবী শর্ত শরায়েতসহ) হাছিল করিয়াছে তবে সে ব্যক্তি পীর হইতে পারে। **[প্রকাশ থাকে যে, কাছেদী বা ইলচী পীর হওয়ার জন্য বড় আলেম হওয়া শর্ত নহে, বরং মোস্তাকাল বা স্বাধীন পীর হওয়ার জন্য ৫+৮=১৩ শর্ত অর্জন করা জরুরী। প্রকাশক]**

www.islamicharf.org

প্রকাশ থাকে যে, যেই পীরানা দরবারে উভয় ইলম শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে, সেই দরবারে দীর্ঘ দিন থাকিয়া এই ইলম অর্থাৎ ফিক্বাহ ও তাছাওউফ শিক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারে। আর যে দরবারে ইলম শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই, শুধু প্রচলিত নফল জিকির মোরাকাবা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে সেই দরবারে শত বৎসর থাকিলেও পীর ছাহেব হইতে পারে না।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে কয়টি মশহুর দরবার আছে তাহার কোথাও তাছাওউফের ইলম বা মাসয়ালা সমূহ শিক্ষা দেওয়া হয় না; শুধুমাত্র চিশতিয়া, কাদরিয়া, নকশাবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন তরীকা সমূহের অজীফা ও মোরাকাবা ইত্যাদি করান হয়।

পূর্ব জামানায় পীরানা দরবারে উভয় ইলমই শিক্ষা দেওয়া হইত। **যথা-"জাদুত্তাকওয়া" কিতাবের ১১১পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-** "হযরত পীর মোর্শেদ সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রহঃ) ছাহেব দিবা-রাত্র তাছাওউফের ইলম বা মাসয়ালা শিক্ষা দিতেন।"

২০। প্রশ্ন ঃ- কতকের ধারণা ছৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ছাহেব (রহঃ) আলেম ছিলেন না; এই ধারণা ছহীহ্ কি না ?

উত্তর ঃ- এই ধারণা একেবারেই গলত। তিনি আলেম ছিলেন। **যথা-জখিরায়ে কারামতের ২য় খন্ডের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-**

حضرت مرشد نے سورۃ فاتحة سے لیکر سورۃ والناس
تك كی تفسیر اپنے مرشد مولانا شاہ عبد العزیز محدث
قدس سرہ سے سنا اسمین سارے علوم کی تعلیم ہو گئی
اگر حضرت سید احمد رح صاحب کو علم نہ ہوتا تو
محدث انکو خلافت نہ دتیے ۔

অর্থাৎ ঃ- হযরত ছৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ছাহেব (রহঃ) তাহার পীর জনাব মাওলানা আবদুল আজীজ মোহাদ্দেছে

ছাহেব বা আলেম ছাহেব পৃথিবীতে আছেন কি ? যদি না থাকেন, তবে খাঁটি তওবা করিয়া ধোকাবাজী ছাড়িয়া দিন। জানিবেন ধোকাবাজির দিন চলিয়া গিয়াছে। লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে। এখন সমাজ কিতাবের দোহাই ছাড়া অন্য কোন দোহাই মানিতে বাধ্য নয়।

২৫। প্রশ্ন ঃ- এ দেশে কতক মশহুর পীর আছে, তাহারা বে-আলেম লোকদিগকে খেলাফতী দান করিতেছে, তাহারা কি রকম পীর ?

উত্তর ঃ- বে-আলেম লোক পীর হইতে পারে না। যাহারা মুরীদানের বে-ইলমীর দাগ দূরীভূত না করিয়া পীর রাজ্য বিস্তারের জন্য অবাধে বে-আলেমদিগকে খেলাফতী দান করিয়া দাদা পীর সাজিয়াছে, তাহারা দোকানদার পীর ছাড়া আর কিছুই নহে। এই শ্রেণীর পীরদের বুঝা উচিত এখন এ দেশের লোক এত মূর্খ নয় যে, চক্ষে ধূলি দিয়া যাহা তাহা বুঝাইয়া সমাজে বাহাদুরী নেওয়া যাইবে। বর্তমান সমাজ কিতাবের দোহাই ছাড়া অন্য দোহাই মানিতে রাজী নহে।

২৬। প্রশ্ন ঃ- এ দেশে একদল মশহুর পীর আছে, তাহারা বলে এ দেশের আদি পীরই তাহারা। তাহারা ইলমে তাছাওউফ বলে কিছু আছে বলিয়া স্বীকারই করে না, তাহারা ত্বরীকা বা তাছাওউফ শিক্ষাও দেয় না। নিজেরাও কোন ত্বরীকা বা ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করে নাই। তাহারা নামাজ, রোজা প্রভৃতি জাহেরী আহকাম সম্বন্ধে ওয়াজ করিয়া থাকে। এই পীর ছাহেবানরা কি রকম ?

উত্তর ঃ- এই পীর ছাহেবেরা পীর ছাহেবও নহে, আলেম ছাহেবও নহে। ইহারা শুধু মাত্র ফিক্বার মৌলভী। ইহারা যে লক্ষাধিক মুরীদ বানাইয়াছে এবং এ দেশের আদি পীর, ইহা সবই ধোকা। **কেননা হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন -**

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ

www.islamicharf.org

২২। প্রশ্ন ঃ- কতকের ধারণা যেই দরবারে কাশ্‌ফ, কারামত ও জজবা আছে সেই দরবারই হক্কানী, এই ধারণা কিরূপ ?

উত্তর ঃ- যাহারা শুধু কাশ্‌ফ, কারামত ও জজবা ওয়ালা দরবারকে হক্কানী মনে করে তাহারা ইলমে তাছাওউফে অজ্ঞ। কারণ কাশফ, কারামত ও জজবার সঙ্গে দ্বীনের কোন সংশ্রব নাই। যেহেতু উহা কাফের, মোশ্‌রেক, জোগী ও সন্যাসীদের মধ্যে হইতে পারে। **যথা- ছিরাতে মুস্তাকীম কিতাবের ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-**

جو کشف اور شهود سلوك کے اعمال اور اشغال مین کو شش کرنے کے باعث پیش آتا هے کافر اور مؤمن اور مبتدع اور متبع سنت کی درمیان مشترك هوتا هے ۔

সংক্ষেপে মূল কথা ঃ- প্রচলিত তরীকা সমূহের কার্যাবলী যথারীতি সম্পন্ন করার দরুণ যে কাশ্‌ফ (কোন অদৃশ্য বিষয় বা দূরের কোন বস্তু অন্তর চক্ষে দর্শন করা) এবং মোশাহাদা ইত্যাদি লাভ হইয়া থাকে তাহাতে মোমেন ও কাফের মোশরেকের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। **অর্থাৎ-** চেষ্টা করিলে মোমেন, কাফের, মোশরেক গং সকলেই ইহা লাভ করিতে পারে।

লিখক বলেন - এই মাস্‌য়ালা না জানার দরুণ বহু লোক ভন্ড পীরের ধোকা জালে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞ সমাজ মনে করে, পীর ছাহেব আল্লাহর দরবারে মকবুল না হইলে কারামত ও কাশ্‌ফ আসে কোথা হইতে দাজ্জালের কারামত যে সব দরবেশদের উপর দিয়া হইবে তাহার খবরই তাহারা রাখে না।

২৩। প্রশ্ন ঃ- একজন পীর আলেম নহেন, তাহার দরবারে তরীক্বত বা ইলমে তাছাওউফ শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই; কিন্তু অসংখ্য কারামত আছে। মহিষ, গরু চুরি হইয়া গেলে মান্নত বা নজর দিলে চোরে উহা ফিরাইয়া দিয়া যায়। বিমার ও বালা-মুছীবতে মান্নত করিলে উহা ভাল হইয়া যায়। দিবা-রাত্র মান্নত আসিতেই থাকে, এই দরবারটি কেমন ?

উত্তর ঃ- এই দরবারটি একদম গোমরাহ দরবার। যেহেতু তরীক্বত বা তাছাওউফ শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই। মনে হয় এই পীর ছাহেব চোরের থলিয়াতদার হইতে পারে। বহু চোর মুরীদ আছে তাহারাই চুরি করে, আবার পীরের জন্য মান্নত বা নজর পাইলেই পুনঃ ফেরত দিয়া থাকে।

এই জেলায় নৌকা চোরের পীর আছে। চোরাই নৌকা ফেরৎ পাইতে চাহিলে পীর ছাহেবকে 'নজর' দিতে হয়, 'নজর' আদায়ের সপ্তাহকাল পরে ঘাটে নৌকা পাওয়া যায়। অগ্রিম নজর দিলে তো নৌকা চুরিই হয় না।

২৪। প্রশ্ন ঃ- এ দেশে অসংখ্য বে-আলেম পীর আছে, তাহারা বাড়িতে বিরাট আকারে সভা-সমিতি করে। বহু আলেম ও পীর উক্ত সভায় যোগদান করিয়া থাকে। সকলেই উক্ত বে-আলেম পীরদিগকে পীর ছাহেব বলে সমর্থন করিতেছেন কেন ?

উত্তর ঃ- পীর ও আলেম দুই প্রকার। **যথা-** হক্কানী ও না-হক্কানী, কোন হক্কানী আলেম বে-আলেম পীরকে সমর্থন করিতে পারে না। মনে হয় যাহারা না-হক্কানী তাহারাই সমর্থন করিয়া থাকে। না-হক্কানী পীর বা না-হক্কানী আলেমেরা সমর্থন করিলে কিছু আসে যায় না। বে-আলেম পীর গোমরাহ পীর-ই থাকিয়া যাইবে। যাহারা বে-আলেম পীরদিগকে সমর্থন করিতেছে তাহাদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য বে-আলেম লোকদিগকে খেলাফতি দান করা এবং বে-আলেম পীরের কাছে মুরীদ হওয়া জায়েজ আছে এরূপ কিতাব এখন পর্যন্ত ছাপান হইয়াছে কি ? কেয়ামত পর্যন্ত তালাশ করিতে থাকিলে কিতাবের পাতা নজরে পড়িবে কি ?

যদি ছাপান হইয়া থাকে বা কাহারও নজরে পড়িয়া থাকে তবে মেহেরবানী করে আমাকে দেখাইতে পারেন; এরূপ পীর

www.islamicharf.org

দেহলভী (রহঃ) ছাহেবের নিকট সূরা ফাতেহা হইতে সূরা নাছ পর্যন্ত সমস্ত কুরআন মাজীদের (জরুরী মাসয়ালাসমূহ সহ) তাফসীর শুনিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত ইলম শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। যদি তাহার ইলম না হইত তবে মোহাদ্দেছ ছাহেব (রহঃ) তাহাকে খেলাফতী দান করিতেন না।

প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানে সরকারী ও দেওবন্দী রুলের মাদ্রাসায় যে ধারায় তাফসীর পড়ানো হয় তাহাতে ফিক্বাহ ও তাছাওউফের মাসয়ালা শিক্ষার ফরজ আদায় হয় না। তাই ফিক্বাহের মাসয়ালা শিক্ষার জন্য কুদূরী, শরহে বেকায়া ও হেদায়া ইত্যাদি কিতাব সমূহ পাঠ্য করা হয়েছে। তাই শরীয়াতে জাহেরা বা ফিক্বাহের ইলম অর্জিত হয়। কিন্তু তাছাওউফের ইলম বা মাসয়ালা শিক্ষার জন্য ঐ ধারায় পূর্ণাংগভাবে কোনো কিতাব পাঠ্য করা হয় নাই, তাই তাছাওউফ সম্পর্কীয় বহু ফরজ-ওয়াজিব মাসয়ালা শিক্ষা বাকি থাকে।

২১। প্রশ্ন ঃ- কতকের ধারণা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহঃ) ছাহেব (কিতাবী) আলেম ছিলেন না। এই ধারণা ছহীহ্ কি না ?

উত্তর ঃ- এই ধারণা একেবারেই গলত। তিনি (কিতাবী) আলেম ছিলেন। **যথা- 'জখিরায়ে কারামতের' ২য় খন্ডের ২২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-** হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহঃ) ছাহেব বা'য়াত হওয়ার পূর্বে "মাকামাতে হারিরী" (ফাজিল ক্লাশের পাঠ্য) পড়িয়াছিলেন এবং ইলমে হাদীছ সুচারুরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিশ বৎসর বয়সে যখন ফরিদ উদ্দীন শকরগঞ্জ (রহঃ) ছাহেবের কাছে বা'য়াত গ্রহণ করেন, তখন ছয় পারা কুরআন শরীফ তাজবীদের সঙ্গে পাঠ করেন। আওয়ারিফুল মায়ারেফ ছয়বার (ছয় অধ্যায়) পাঠ করিয়া সনদ প্রাপ্ত হন এবং অন্যান্য বহু কিতাব পাঠ করিয়াছিলেন।

বর্ণিত হাদীছের দ্বারা পরিস্কারভাবে প্রমানিত হয় যে, যাহারা হযরত (ছঃ) এর ওয়ারেছ তাহারাই আলেম।

হযরত (ছঃ) যে ইলম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা (ঈমানের পরে) দুই ভাগে বিভক্ত - **১ম**-ফিক্বাহ, **২য়**-ইলমে তাছাওউফ।

যাহারা উভয় ইলম হাছিল করিয়াছেন তাহারাই আলেম। আর যাহারা মাত্র একভাগ ইলম হাছিল করিয়াছেন, তাহারা আলেম নহে। যেহেতু যিনি ওয়ারেছ হইবেন তিনি সর্ব কেছেমের সম্পত্তির মধ্যেই ওয়ারেছ হইবেন।

বর্ণিত পীর ছাহেবেরা যখন তাছাওউফ স্বীকারই করে না, তখন তাহারা আলেমই নহে। আর যাহারা আলেম নয়, তাহারা পীর হইবে কিরূপে ? সুতরাং তাহাদের পীর দাবীটা ধোকাবাজী ছাড়া কিছুই নহে।

তাহাদের বুঝা উচিত যখন এদেশে কোন আলেম ছিলেন না, তখন তাদের পীর সাজা শোভা পাইলেও এখন আর শোভা পায় না ! ধোকার দিন চলিয়া গিয়াছে।

তাহারা প্রকৃতপক্ষে ফিক্বাহের মৌলভীও নয়, যেহেতু জগত বিখ্যাত শামী কিতাবের ১ম খন্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "ইলমে ক্বলব শিক্ষা করা ফরজে আইন।" ইহা শিক্ষা না করিলে হিসাব-অন্তে দোজখে যাইতে হইবে। তাহারা যদি ফিক্বাহের মৌলভী হইত তাহা হইলে **মহামান্য শামী কিতাবের** বিরুদ্ধে চলিতে পারিত না।

এদের মত কতক মাওলানা ছাহেবানরাও ইল্‌মে ক্বলবকে এখন পর্যন্ত ফরজ স্বীকার করে না, তাহারাও প্রকৃতপক্ষে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের আলেম নহে। ইনিরা মক্তব ও মাদ্রাসা বিভাগ পরিচালনা করিতে পারেন, কিন্তু ইনিদের পক্ষে পীরানা বিভাগ এবং প্রচার

www.islamicharf.org

বিভাগ পরিচালনা করিতে যাওয়া হাস্যজনক কাজ বৈ আর কিছুই নহে। ইনিরা দলীল পাওয়ার পরেও ইচ্ছাকৃতভাবে হাস্যজনক কাজ করিয়া গোমরাহ হইতেছে তাহা বিশেষ আক্ষেপের বিষয় নহে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হইল এদের কারণে সমাজের লক্ষ লক্ষ লোক গোমরাহ হইয়া যাইতেছে।

২৭। প্রশ্ন ঃ- কতকের ধারণা পীর বংশ ছাড়া পীর হইতে পারে না, এই ধারণা কিরূপ ?

উত্তর ঃ- পীর বংশ ছাড়া পীর হইতে পারে না, এই ধারণা একেবারে গলত ও ভিত্তিহীন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন শ্রেষ্ঠতম পীর। তিনিদের কাহারও বাবা পীর ছিলেন না। এমন কি মুসলমানও ছিলেন না। পীর হওয়ার জন্য পীর বংশ শর্ত নহে।

কাওলুল জামীল কিতাবে পীর হওয়ার জন্য যে পাঁচটি শর্ত লিখিত আছে- তাহা যদি পীরজাদাদের মধ্যে না থাকে তবে পীরজাদারাও পীর নহেন, আর এই শর্তগুলি যাহার মধ্যে আছে তিনি যদি মুসলেম জাদাও না হন তবুও তিনি পীর।

[তবে প্রকাশ থাকে যে, পীরজাদাগণ যদি উপরোক্ত পাঁচটি শর্ত অর্জন করেন এবং কিতাবী বিধান মোতাবেক দ্বীন প্রচার ও তা'লীম প্রদান করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা সাধনা করেন তাহা হইলে উক্ত অবস্থায় তাঁহারা সমাজের জন্য মস্তবড় নেয়ামত ও নূরুন আলা নূর। প্রকাশক।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

-ঃ দ্বীন প্রচারক ও ওয়াজ নছীহত সম্পর্কে বর্ণনা ঃ-

২৮। প্রশ্ন ঃ- ওয়ায়েজীনদের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক ?

উত্তর ঃ- "কাওলুল জামীল কিতাবের ১০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

فَاَمَّا الْمُذَكِّرُ فَلَا بُدَّ اَنْ يَكُوْنَ مُكَلَّفًا عَدْلًا كَمَا اِشْتَرَطَ
فِىْ رَاوِى الْحَدِيْثِ وَالشَّاهِدِ وَلَابُدَّلَهُ اَنْ يَكُوْنَ ....
مُحَدِّثًا مُفَسِّرًا عَالِمًا بِجُمْلَةٍ كَافِيَةٍ مِنْ اَخْبَارِ السَّلَفِ
الصَّالِحِيْنَ وَ سِيَرِهِمْ -

মূল কথা ঃ- যিনি ওয়ায়েজ হইবেন তিনি মুসলমান, সাবালেগ জ্ঞানবান ও মোত্তাকী হওয়া একান্ত আবশ্যক। যেহেতু অমুসলমান, বালক, পাগল ও ফাছেকদের ওয়াজ করিবার অধিকার নাই।

এবং তাহার হাদীছ ও কুরআন তত্ত্ববিদ আলেম হওয়া আবশ্যক। আর তাঁহার ছাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনদের ইতিহাস ও চরিত্রাবলী সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা দরকার।

২৯। প্রশ্ন ঃ- ওয়ায়েজিনদের হাদীছ তত্ত্ববিদ আলেম হওয়া শর্তের অর্থ কি ? বাংলা ভাষায় বহু ওয়াজের কিতাব বাহির হইয়াছে উহা পড়িয়া লইলে হইবে কি না ?

উত্তর ঃ- সু-প্রসিদ্ধ কাওলুল জামীল কিতাবের ১০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

نَعْنِىْ بِالْمُحَدِّثِ الْمُشْتَغِلَ بِكُتُبِ الْحَدِيْثِ بِاَنْ يَكُوْنَ
قَرَأَلَفْظَهَا وَفَهِمَ مَعْنَاهَا وَ عَرَفَ صِحَّتَهَا وَسَقَمَهَا -

www.islamicharf.org

মূল কথা ঃ- হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ ছাহেব (রহঃ) বলেন, "আমি মোহাদ্দেছের মতলব নিয়াছি যে, যিনি ওয়ায়েজ হইবেন তিনি মোহাক্কেক আলেমের কাছে মহামান্য হাদীছ গ্রন্থসমূহ যথা-বোখারী শরীফ, মুছলিম শরীফ, গং ছয় খন্ড হাদীছ গ্রন্থের 'আলফাজ' পাঠ করিয়া উহার অর্থ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে এবং হাদীছে ছহীহ, জঈফ, তাবীল ও তাৎবীক সম্বন্ধে অবগত হইয়া সনদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

উপরোক্ত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল, বাংলা ভাষায় ওয়াজের কিতাবগুলি পাঠ করিলেই ওয়ায়েজ হওয়া যায় না।

৩০। প্রশ্ন ঃ- কুরআন তত্তবিদ আলেম হওয়ার অর্থ কি ? বাংলা ভাষায় ও ইংরেজী ভাষায় কুরআনের যে 'তাফসীর' বাহির হইয়াছে উহা পাঠ করিলে হইবে কি না ?

উত্তর ঃ- বর্ণিত 'কাওলুল জামীল' কিতাবে আছে-

وَكَذَالِكَ بِالْمُفَسِّرِ الْمُشْتَغِلَ بِشَرْحِ غَرِيْبِ كِتَابِ اللّٰهِ وَ
تَوْجِيْهِ مُشْكِلِهِ وَبِمَارُوِىَ عَنِ السَّلَفِ فِى تَفْسِيْرِهِ -

মূল অর্থ ঃ- কুরআন তত্ত্ববিদ আলেম হওয়ার অর্থ কুরআন মাজীদের জটিল জটিল আয়াতগুলির প্রকৃত অর্থ কি তাহা মোহাক্কেক আলেমের কাছে শিক্ষা করিয়া লওয়া এবং কোন আয়াত নাছেখ আর কোন আয়াত মানছুখ (রহিত) এবং আয়াতসমূহের তাবীল-তৎবীক ইত্যাদি সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা এবং 'ছলফে সালেহীনেরা' কি তাফসীর করিয়াছেন তাহার জ্ঞান লাভ করা।

উপরোক্ত বিবরণে পরিস্কার বুঝা যায় কতকে যে বাংলা বা ইংরেজীতে দুই একখানা তাফসীর পাঠ করিয়া ধারণা করে যে, তাহারা মোফাছ্ছের হইয়া গিয়াছেন ইহা তাহাদের একেবারে ভুল ও অজ্ঞতা মাত্র।

প্রকাশ থাকে যে, আমভাবে তাবলীগ বা আমভাবে ওয়াজ করার জন্য কাওলুল জামীল কিতাবে যে সমস্ত শর্ত সমূহের উল্লেখ আছে তাহা হাছিল করার জন্য টাইটেল-দাওরা পাশ করার পরেও বহু চেষ্টা সাধনা এবং হাদী বা নায়েবে রাসূলের পরামর্শ মোতাবেক বহু কিতাব অধ্যায়ন করিতে হয়। কারণ শুধু প্রচলিত ধারায় টাইটেল-দাওরা পাশ করিলেই উক্ত কিতাবী যোগ্যতা অর্জন হয় না। কাজেই সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত জরুরী। অন্যথায় উপরোক্ত যোগ্যতা অর্জন ব্যতীত এবং জামানার হাদী নায়েবে রাসূলের নির্দেশ ও কারিকুলামের বাহিরে নিজ মতে স্বাধীন বা স্বতন্ত্রভাবে আম মাহফিলে আম ওয়াজ করিলে যে কোন সময় ধারণাতীত ভুলের কারণে বক্তা-শ্রোতা উভয়েরই পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে কাছেদী বা ইলচী হিসাবে বাড়ানো কমানো ব্যতীত নির্ধারিত পাঠ্য কিতাবের হুবহু অনুস্মরণে এবং মোহাক্কেক আলেম হাদীর নির্দেশ মোতাবেক ওয়াজের ধারায় কিতাব পাঠ করিলে বা মুখস্থ ছবক আলোচনা করিলে আল্লাহর রহমাতে ভুলের সম্ভাবনা থাকিবে না। আর ইহার জন্য বড় আলেম হওয়াও শর্ত নহে। **প্রকাশক।**

দ্বীন প্রচারকগণের তাছাওউফ অর্জন ও আলেম হওয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা

৩১। প্রশ্ন ঃ- যিনি ওয়ায়েজ হইবেন তাঁহার ইলমে তাছাওউফে অধিকার থাকা শর্ত কি না ?

উত্তর ঃ- যিনি ওয়ায়েজ হইবেন তাঁহার ইলমে তাছাওউফে অধিকার থাকা চাই, যেহেতু যে ব্যক্তি শুধু ফিক্বাহ শিক্ষা করিয়াছে তাছাওউফ শিক্ষা করে নাই, সে ব্যক্তি আলেমই নহে। যে আলেম নহে তাহার ওয়াজ করিবার অধিকারই নাই। ইহার বিস্তারিত বিবরণ অত্র কিতাবের প্রথম ভাগে লিখিত হইয়াছে।

www.islamicharf.org

৩২। প্রশ্ন ঃ- যে সমস্ত ওয়ায়েজ আলেম নহে, তাহাদের ওয়াজ শুনা জায়েজ কি না ? দলীল প্রমাণসহ জানিতে বাসনা।

উত্তর ঃ- যে সমস্ত ওয়ায়েজ আলেম নহে, তাহাদের ওয়াজ শুনা জায়েজ নয়। যথা-জনাব মাওলানা মরহুম কারামত আলী (রহঃ) ছাহেব তদ্বীয় জখিরায়ে কারামত কিতাবের ৩য় খন্ডের পুরান ছাপার ৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন- অতি সংক্ষেপে মূল কথাঃ- এই জামানায় সমস্ত ফাছাদ বা গোমরাহী দূরীভূত করার (এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ) এ'লাজ হইয়াছে ওয়াজ শুনা এবং ওয়াজ শুনান। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, হজরত (ছঃ) যাহাদেরকে আলেম বলিয়াছেন তাহাদের ছাড়া অন্য কাহারও ওয়াজ শুনিবেন না।

যে আলেম ছাহেব ইলমে আহকাম ও ইল্‌মে আছরার এই দুই প্রকার ইল্‌ম শিক্ষা করিয়াছেন তিনিই হইয়াছেন আলেম। আর যাহারা শুধু এক প্রকারের ইল্‌ম শিক্ষা করিয়াছেন তাহারা আলেম নহে। তাহাদের ওয়াজ শুনিলে পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে, কাজেই তাহাদের ওয়াজ শুনিবেন না। যেমন- হাদীছে আছে-

فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَاَضَلُّوا

অর্থাৎ- ইলম ছাড়াই যখন যাহা মনে আসে ফত্‌ওয়া দিতে থাকিবে। তাহাতে নিজেরাও গোমরাহ হইবে ও অন্যান্যদেরকেও গোমরাহ করিবে। এই হাদীছে পরিস্কারভাবে প্রমানীত হইল যে, আলেম না হইয়া ওয়াজ করিলে ওয়ায়েজ এবং শ্রোতা উভয়ই পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।

৩৩। প্রশ্ন ঃ- যে সমস্ত ওয়ায়েজ আলেম নহে কিন্তু নেহায়েত পরহেজগার অর্থাৎ লম্বা কোর্তা, দাড়ী, টিলাকুলুখ ইত্যাদি সবই আছে তাহাদের ওয়াজ শুনা জায়েজ কি না ?

উত্তর ঃ- যে সমস্ত ওয়ায়েজ আলেম নহে তাহাদের ওয়াজ শুনা জায়েজ নহে। যদিও সে লম্বা কোর্তা, দাড়ি ইত্যাদি দ্বারা অজ্ঞ সমাজের কাছে পরহেজগার সাজিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সে বড় পরহেজগার নহে বরং মস্ত বড় দাগাবাজ। তাহার সহিত সহযোগিতা বর্জন করা উচিত।

বাংলা ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল মুজাদ্দিদে দ্বীন হযরত মাওলানা মরহুম কারামত আলী (রহঃ) ছাহেব তাঁহার 'জখিরায়ে কারামতের' তৃতীয় খন্ডের পুরান ছাপার ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন- মূল কথা- বাংলাদেশে দুই দল লোক দাগাবাজ। একদল যাহারা আলেম না হইয়া পীরগিরী করিতেছে, আর একদল যাহারা আলেম না হইয়া ওয়াজ করিতেছে। এই উভয় দলের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন করা ওয়াজিব।

'কাওলুল জামীল' কিতাবের ১০৪ পৃষ্ঠায় আরও লিখা আছে ঃ-

وَمِنْهَا اَنْ لاَّ يَصْحَبَ جُهَّالَ الصُّوفِيَّةِ وَلاَ جُهَّالَ الْمُتَعَبِّدِيْنَ

মূল কথা ঃ- হযরত শাহ্ অলিউল্লাহ (রহঃ) ছাহেব অছিয়ত করিয়াছেন যে, কেহ যেন জাহেল ছূফী ও জাহেল আবেদের ছোহবত এখতিয়ার না করে।

জখিরায় কারামত কিতাবের ৩য় খন্ডের পুরান ছাপার ৭১ পৃষ্ঠায় আছে -

اور جاهلوں سے کنارہ کرنا واجب هے فرمایا الله تعالی

نے سورۃ اعراف میں واعرض عن الجاهلین اور کنارہ کر

جاهلوں سے -

মূল অর্থ ঃ- পীরে কামেল জনাব মাওলানা মরহুম কারামত আলী জৈনপুরী (রহঃ) বলেন- যে সমস্ত পীর, ধর্মীয় আমীর ও বক্তাগণ শরীয়ত মোতাবেক আলেম নহেন তাহাদিগকে ধর্মীয় গুরু হিসেবে গ্রহণ করা নাজায়েজ।

www.islamicharf.org

কারণ উক্ত বে-আলেম জাহেলদের থেকে দূরে সরিয়া থাকা ওয়াজিব। যথা- কুরআন শরীফের সূরা আ'রাফে আল্লাহ তায়ালা আদেশ করিয়াছেন, "অ'রিদ আনিল জাহেলীন" মূল কথা- জাহেল পীর, জাহেল আমীর, জাহেল বক্তা গং হইতে দূরে থাক।

৩৪। প্রশ্ন ঃ- একজন মুন্সী ছাহেব মাত্র অষ্টম অথবা ৯ম ক্লাশ পড়া সমাধা করিয়াছে। সে একজন বড় ওয়ায়েজ এবং বড় মাওলানা ছাহেব সাজিয়াছে। সে এখন বড় বোট নৌকায় যাতায়াত করে। সে একজন পীর ছাহেবও সাজিয়াছে। সে বলে পীরের দোয়ায় তাহার এসব তরক্কী দেখা দিয়াছে। সে আরও বলে তাহার পীর ছাহেব তাহাকে মাওলানা খেতাব দিয়াছেন। কতকে বলিয়া থাকেন জনগণ কর্তৃক মাওলানা খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে এই মাওলানা ছাহেবের ওয়াজ শুনা জায়েজ কি না ?

উত্তর ঃ- এই মাওলানা ছাহেব একজন মস্ত বড় ধোকাবাজ। তাহার কাহিনীগুলি অমূলক। সে পীরের প্রচলিত চক্ষু বন্ধ তাওয়াজ্জুতে একজন দরবেশ লোক হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার মূর্খতা দূর হয় নাই। সে একজন মূর্খ দরবেশই রহিয়া গিয়াছে। পীর ছাহেবেরা দোয়া ফুকিয়া মাওলানা ছাহেব বানাইতে পারিলে, নিজ ছেলেদিগকে ১৬ বৎসর মাদ্রাসায় পড়াইয়া হয়রান করিতেন না। দোয়া ফুকিয়াই মাওলানা বানাইয়া দিতেন। ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনেরা কেহই মুন্সী ছাহেব থাকিতেন না, সকলেই মাওলানা হইয়া যাইতেন।

পীর ছাহেবদের বাড়ীতে টাইটেল মাদ্রাসা খোলার কোন আবশ্যকতাই থাকিত না। ডবল ফুক দিয়াই মাওলানা বানাইয়া দিতেন। পীর ছাহেব একজন মুন্সী মুরীদকে দোয়া দিয়া মাওলানা বানাইয়া দিলেন, আর তাহার হাজার হাজার খলিফারা আজীবন মুন্সী ছাহেবই রহিলেন কেন ? তাহারা কি মাওলানা খেতাব নিতে অরুচী প্রকাশ করিয়া ছিলেন ?

সত্য বলিতে কি কোনও হক্কানী পীর ছাহেব কোনও মুন্সী মুরীদকে মাওলানা খেতাব দিতে পারেন না। তবে মুন্সীজী পীর ছাহেবের উপর মিথ্যা তোহমত দিতেছে।

আর কতকে বলে যে পীর ছাহেব মাওলানা খেতাব দেন নাই, জনগণ কর্তৃক মাওলানা খেতাব লাভ করিয়াছে। ইহাও একটা মস্ত বড় ধোকা। যেহেতু হরিচরণ বাবু ডাকিলে একজন হিন্দু,আর আবদুর রহমান বলিলে একজন মুসলমান বুঝা যায়; অনুরূপ মাওলানা ছাহেব ডাকিলে একজন দাওরা বা টাইটেল ধারী অথবা কুরআন-হাদীছ তত্ত্ববিদ আলেম বুঝা যায়। এক্ষণে একজন হিন্দুর নাম আবদুর রহমান রাখা, আর একজন মুসলমানের নাম হরিচরণ বাবু রাখা যেরূপ ধোকা, একজন মুন্সী ছাহেবের খেতাব মাওলানা ছাহেব দেওয়াও তদ্রুপ ধোকা বা মিথ্যা প্রবঞ্চনা।

মুন্সী ছাহেব পীর ছাহেব কর্তৃক বা জনগণ কর্তৃক মাওলানা খেতাব প্রাপ্ত হইয়া মহা গৌরবে মত্ত হইয়াছেন। তাহার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, সে কুরআন শরীফ এবং হাদীছ শরীফ খুলিয়া এবারত পাঠ করিয়া অর্থ বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছেন কি না ? যদি না হইয়া থাকেন তবে তাহার মিছাল বা উদাহরণ যেরূপ পিতা-মাতা স্বীয় সন্তানকে আদর করিয়া 'চাঁদ' ডাকিয়া থাকেন। তিনিও তদ্রুপ জ্যোতি বিহীন আদরের চাঁদ সাজিয়াছেন।

যাহা হউক আমরা জানিতে চাই যে, যাহারা জনগণ কর্তৃক মাওলানা খেতাব নিয়াছেন, তাহারা কাহারো মুরীদ কিংবা কোন আত্মীয় স্বজন কি না ? যদি ভক্ত দল বা আত্মীয় স্বজন হইতে বিধান ও যোগ্যতা অর্জন ব্যতীত উক্ত খেতাব পাইয়া থাকেন, তবে তাহাদের খেতাবের কোন মূল্য নাই।

www.islamicharf.org

বিশেষ কি লিখা যায়, মুনসী ছাহেবদের বুঝা উচিত ধোকাবাজির দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন খোদার ফজলে প্রায় প্রত্যেক ইউনিয়নে ২/৪ জন দাওরা বা টাইটেল ধারী মাওলানা ছাহেব তৈয়ার হইয়াছেন। এখন আর মুন্সী ছাহেবদের মাওলানা ছাহেব সাজিয়া হাসির পাত্র হওয়া শোভা পায় না।

আমি আশা করি, এই শ্রেণীর মুনসী ছাহেবেরা আমার কিতাব খানা পাঠ করিয়া খাঁটি তাওবা করিয়া সত্য খেতাব নিতে তৈয়ার হইবেন এবং প্রচার বিভাগ আল্লাহর ওয়াস্তে ছাড়িয়া দিবেন।

মুন্সী ছাহেবদের প্রচার বিভাগে থাকা অনাধিকার চর্চা। মুন্সী ছাহেবদের যদি সত্যই ওয়ায়েজ হইতে ইচ্ছা থাকে তবে তাহারা কিছু দিন মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা করিতে থাকিবেন। যখন কুরআন ও হাদীছ তত্ত্ববিধ আলেম হইবেন এবং কিতাবী শর্তসমূহ অর্জন করিবেন তখন তাহারা অবাধে ওয়াজ করিতে থাকিবেন।

আমাদের কাছে আশ্চর্য বোধ হয় যে, যাহারা ইল্ম শিখিয়া আলেম হইতে রাজী নয়, তাহাদের ইল্ম বিতরণ করার জন্য পাগল হওয়া হাস্যজনক কাজ নয় কি ?

ওয়াজ মাহফিলে হাসানো ও কাঁদানোর জন্য পরিকল্পিত চেষ্টা করা সম্পর্কে বর্ণনা

৩৫। প্রশ্ন ঃ- কতক ওয়ায়েজ আছে তাহারা বাংলা ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, কিন্তু কুরআন-হাদীছের ইল্মে অজ্ঞ। তাহারা সমাজকে হাসাইতে হাসাইতে পেটে বেদনা ধরাইতে পারে, আবার কাঁদাইতে কাঁদাইতে অস্থির করিয়া ফেলিতে পারে, এরূপ ওয়ায়েজদের ওয়াজ শুনা জায়েজ আছে কি না ?

উত্তর ঃ- যাহারা ইল্মে কুরআন ও ইল্মে হাদীছে অজ্ঞ তাহারা বাংলা ভাষায় বা রাজ ভাষায় মহা পন্ডিত হইলেও তাহাদের ওয়াজ শুনা জায়েজ নহে, যেহেতু তাহারা জাহেল বক্তা। কথায় বলেঃ দোয়াতের মুখে কালী, চুলার মুখে ছালি। যে চুলায় অগ্নি প্রজ্বলিত হয়নি, সে চুলার মুখে কোথা হইতে আসিবে ছালি ? যে বক্তারা পেটের ভিতরে দ্বীনি ইলম ভর্তিই করে নাই, তাহাদের মুখে কোথা হইতে আসিবে ইলেমের বাণী ?

ওয়াজের আসল মাকছুদ কি তাহার খবর যদি জাহেল বক্তারা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে লোকদিগকে হাসাইতে ও কাঁদাইতে এত সাধ্য সাধনা করিতেন না। জাহেল বক্তাদের ওয়াজ শুনিতে শুনিতে শ্রোতাদের আকায়েদ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বর্তমানে কতক শ্রোতা আছে, তাহারা বলে, যাহার ওয়াজে কান্না আসে না, তাহার ওয়াজ শুনিয়া লাভ কি ? আবার কতকে সুর শুনার জন্য উন্মাদ। ওয়াজের আসল মাক্ছূদ কি তাহা না জানার দরুনই এই গোমরাহী আসিয়াছে।

ওয়াজের মাকছূদ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা

৩৬। প্রশ্ন ঃ- শ্রোতাদের কতকে ওয়াজ মাহফিলে যায় বক্তার রং-ঢং দেখিতে, কতকে যায় সুর শুনিয়া অন্তর প্রফুল্লিত করিতে, কতকে যায় ছওয়াব হাছিল করিতে, এক্ষণে ওয়াজের আসল মাক্ছূদ কি ?

উত্তর ঃ- ওয়াজের আসল মাক্ছূদ প্রত্যেক শ্রোতার রুহানী বিমার অর্থাৎ ধর্মীয় বিমার সম্বন্ধে এবং তাহার এ'লাজ সম্বন্ধে অবগত হওয়া। বক্তার রং ঢং বা সুর ইত্যাদি কিছুই আসল মাক্ছূদ নয়, এমন কি ছওয়াব হাছিল করাও আসল মকছূদ নয়। যেহেতু শুধু ছওয়াব হাছিলের জন্য বহু কাজ আছে, বাড়ী বসিয়াই করিতে পারে। ওয়াজের মাহফিলে যাওয়ার দরকার হয় না।

www.islamicharf.org

জেস্‌মানী রোগীরা যেরূপ ডাক্তার খানায় গিয়া বসিয়া থাকে নিজের রোগ এবং তাহার এ'লাজ জানার জন্য, ডাক্তার ছাহেবের রং ঢং বা বলার কায়দা ইত্যাদির দিকে রোগীরা কেহই লক্ষ্য করে না। তদ্রুপ ওয়াজের শ্রোতাদের ওয়াজের মাহফিলে গিয়া নীরবে বসিয়া থাকিতে হয়। একমাত্র ধর্মীয় বিমার কি আছে এবং তাহার এ'লাজ কি জানিবার জন্য। বক্তার রং ঢং সূর ইত্যাদির দিকে আদৌ লক্ষ্য করিতে হয় না।

ইহাতে আম সমাজ, আলেম সমাজের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যেহেতু ধর্মীয় বিমার সকলের মধ্যে কিছু না কিছু আছেই। এমনকি পীর ছাহেবদেরও নিরবে বসিয়া শুনিতে হয় যে, তাহার পীরানা দরবার পরিচালনার মধ্যে কি দোষ ত্রুটি হইয়া যাইতেছে। আক্ষেপ! এই আসল মাকছূদ হইতে 'আম' সমাজ তো গাফেল আছেই; বর্তমান দুনিয়ার (অধিকাংশ) আলেম সমাজও গাফেল রহিয়াছে।

বর্তমানে সমাজের আকায়েদ (অর্থাৎ ওয়াজ সম্পর্কে অন্তরের ধারণা বা বিশ্বাস) এরূপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, এই ওয়াজের আসল মাক্‌ছূদ বর্ণনা করার কোন ওয়ায়েজের অধিকারই নাই। যেহেতু প্রায় সভাতেই সভাপতি ছাহেব বলিয়া দেন, সাবধান বক্তা ছাহেবেরা, কাহারও কোন দোষ বর্ণনা করিবেন না। কি বলা যায় সভাপতি ছাহেবও আসল মাকছূদ হইতে বে খবর।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- প্রকাশক]

নবী রাসূলগণের জামানায় বর্তমান ফেত্‌না ফাছাদের যুগের মত আসমানী কিতাব প্রচারের মাহফিল বা জলছায় আলাদা কোনো সভাপতি থাকিত না বরং নবী রাসূলগণ নিজেরাই আম ওয়াজ মাহফিলে সভাপতির কাজ ও আম ওয়াজ নছীহাতের কাজ এই উভয় কাজই করিতেন। **অর্থাৎ-** নবী রাসূলগণের জামানায়

দ্বীন প্রচারের জলছা বা মাহফিলে তিনিরা থাকিতেন আল্লাহর পক্ষের হাদী বা শিক্ষক হিসাবে আর অন্যান্য সকল ঈমানদার ব্যক্তিগণই থাকিতেন শিক্ষার্থী হিসাবে। কাজেই ওয়ারেছে আম্বিয়া বা নায়েবে রাসূলদের জামানায়ও নায়েবে রাসূলগণই দ্বীন প্রচারের মাহফিলে সভাপতি ও ওয়াজ নছীহাত এই উভয় দায়ীত্বই পালন করিবেন। ইহাই সঠিক ও সুন্দরপন্থা। জামানার হাদী বা নায়েবে রাসূলের আসমানী কিতাব প্রচার ও তা'লীমের মাহফিলে অন্য কোনো লোককে নায়েবে রাসূলের নির্দেশ ব্যতীত নিজস্ব মতে ওয়ায়েজ হিসাবে দাওয়াত দেওয়া এবং অন্য যে কোনো লোককে ওয়াজ মাহফিলের সভাপতি বানানো চরম ভুল ও চরম বেয়াদবী। – প্রকাশক

ওয়াজ মাহফিলে ওয়ায়েজের অক্ষমতা ও মূর্খতা ইত্যাদি প্রকাশ ও মানুষের মন প্রফুল্লিত করার চেষ্টা এবং সঠিক ওয়াজে মানুষের হাল অবস্থা কিরূপ হয় ইত্যাদি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা।

৩৭। প্রশ্ন ঃ- বর্তমানে কতক ওয়ায়েজীনকে দেখা যায়, তাহারা ওয়াজ করিতে দাঁড়াইয়া প্রথমতঃ বলে, আমি নগণ্য, জঘন্য, নালায়েক, আমি যে আপনাদের সম্মুখে দুই একটি কথা বলে আপনাদের মন প্রফুল্লিত করিতে পারিব, সেই ইল্‌ম আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে দান করেন নাই। আমি জাহেল মানুষ, আমি গুনাহ্‌গার মানুষ, তবে কি শুধু আপনাদের দোয়া নিতে দাঁড়াইয়াছি। ইহাতে বর্তমান সমাজ মনে করে মাওলানা ছাহেব বড় পরহেজগার ও নেহায়েত কামেল মানুষ। এক্ষণে এই উক্তিগুলি কিরূপ ? এই শ্রেণীর ওয়ায়েজদের ওয়াজ শুনা কি রকম ?

উত্তর ঃ- সাওয়ালে বর্ণিত ওয়ায়েজ ছাহেব আলেম, কামেল বা পরহেজগার কিছুই নহে, বোধ হয় একজন জাহেল বক্তা।

www.islamicharf.org

তাহার প্রত্যেকটি কথা মূল্যহীন বা মিথ্যা প্রবঞ্চনা। তাহার ধর্ম জ্ঞান বা নৈতিক জ্ঞান কোনটাই নাই। সে যে বলেন, নগন্য, জগণ্য, নালায়েক, জাহেল মানুষ, ইহা যদি সত্য হয় তবে তো সে ঠিকই জাহেল বক্তা। আর যদি মিথ্যা হয়, তবেতো সে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক।

আর যদি কেহ বলে তিনি নিজকে ছোট ধারণা করিয়া কামেল সাজিয়াছেন, তবে তাহা ভন্ডামী ; যেহেতু তাহার আসন উপযুক্ত না দেখিলে বসিতেই রাজী না। আর কেহ যদি বলে হুজুর ! আপনি যখন জাহেল মানুষ, তখন আপনি ওয়াজ বন্ধ করিয়া কিছুদিন পড়াশুনা করিতে যান বা আমরা জাহেল মানুষের ওয়াজ শুনিতে রাজী না। তাহা হইলে দেখিবে যে, তাহার চক্ষুদ্বয় কি রকম লালবর্ণ হয় এবং খাদেমেরা কি রকম আক্রমণ করে।

আর সে যে বলে, সমাজের মন প্রফুল্লিত করিবার ইল্‌ম আল্লাহ্ তায়ালা দান করেন নাই। এই কথাটায় প্রমাণ করে যে, সে জাহেল বক্তা। যেহেতু, এরূপ কথা বলে জারী-গানের বয়াতীরা। তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে একমাত্র মানুষের মন প্রফুল্লিত করা। ওয়াজের মাকছুদ প্রফুল্লিত করা নয়, ওয়াজের মূল মাকছূদ একমাত্র সমাজের ধর্মীয় বিমার বর্ণনা করা এবং তাহার এ'লাজ বাতাইয়া দেওয়া। ইহা মানুষের নফছের বিরোধী কথা, ইহাতে সাধারণত মানুষ প্রফুল্লিত হয় না বরং অধিকাংশ লোক বেজার হয়।

যখন আলেম সমাজের দোষত্রুটি বর্ণনা করা হয়, তখন তাহারা কি খুশী হয় ? সুদ খোরের সুদের বর্ণনার সময় তাহাদের চক্ষুদ্বয় কি লাল বর্ণ হয় না ? ঘুষ খোরের ঘুষের বর্ণনার সময় তাহারা কি সভায় থাকিতে চায় ? পর্দার বিধান অমান্যকারীদের পর্দাহীনতা বা বেপর্দেগীর বর্ণনার সময় তাহারা কি অসন্তুষ্ট হয় না ?

ইল্‌ম তাছাওউফ বিহীন নাকেছ পীর ছাহেবদের যখন দোষত্রুটির বয়ান হয়, তখন তাহাদের চেহারার দিকে কি চাওয়া যায় ? হযরত (ছঃ) যখন আরববাসীদের দোষ পুতুল পূঁজার বয়ান করিয়াছিলেন, তখন তাহারা কি প্রফুল্লিত হইয়াছিল ? কুরআন মাজীদের সূরায়ে বাকারাতে আছে -

اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ -

মূলকথা ঃ- আল্লাহ্ তায়ালা বনি ইসরাইলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, 'তোমাদের নিকট আমার রাসূল যখন এরূপ বিষয় নিয়া উপস্থিত হইয়াছেন যাহা তোমাদের নফছের (মনের) বিরোধী, তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ। (অর্থাৎ অহংকার করত- রাসূলের বাণী এনকার (অস্বীকার) করিয়াছ। অনন্তর তোমরা একদল রাসূলকে মিথ্যাবাদী ঘোষণা করিয়াছ এবং আর একদলকে তো কতলই করিয়া ফেলিতে।

বর্ণিত আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায়, প্রকৃত ওয়াজে মানুষ সাধারণতঃ আনন্দিত হয় না, বরং বেজার হয়, এমন কি কতকে প্রাণের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

সাওয়ালে বর্ণিত মাওলানা যদি ইলমে কুরআনে অজ্ঞ না থাকিতেন তবে প্রফুল্লিত করার কথাটা বলিতেন না।

উক্ত মাওলানার যদি নৈতিক জ্ঞান থাকিত, তবে সে যে একজন ওয়ায়েজ বা বিশ্বের ধর্ম শিক্ষক এবং শ্রোতারা তাহার ছাত্রবিশেষ। সে শিক্ষক হইয়া ছাত্রের নিকট (বানাওট ও ধোকা প্রবঞ্চনামূলক) বিনয়-নম্রতা, অযোগ্যতা, মূর্খতা ও অক্ষমতা ইত্যাদি দেখাইতে রাজী হইতেন না। যাহা হউক এই শ্রেণীর জাহেল বক্তাদের ওয়াজ শুনা জায়েজ হইতে পারে না।

www.islamicharf.org

ওয়াজ মাহফিলে গীবত করা সম্পর্কে বিশেষ জরুরী বর্ণনা

৩৮। প্রশ্ন ঃ- একজন ওয়ায়েজ ওয়াজ মাহফিলে দাঁড়াইয়া বলেন- আমি কাহারও গীবত করা ভালবাসি না। আমি সব দরবারকে ভাল জানি, গীবত করা ছাফ হারাম। আমি কাহারো আয়েব বর্ণনা করি না, আমি নিজকে মহা গুনাহগার মনে করি। লোকে ধারণা করে, ইনি দরবেশ লোক, এক্ষণে এই ওয়ায়েজ ছাহেব কি রকম ?

উত্তর ঃ- সাওয়ালে বর্ণিত ওয়ায়েজ ছাহেব আলেমও নহে, দরবেশও নহে, কতগুলি ভন্ডামী কথা বলিয়া মূর্খ সমাজে দরবেশ বা কামেল সাজিয়াছে। কারণ তাহার কাহিনীগুলি অমূলক। যেহেতু গীবত করা হারাম, গীবত করা জায়েজ, গীবত করা ওয়াজিব।

ছয় দল লোকের গীবত করা ওয়াজিব। তন্মধ্যে একদল হইল গোমরাহ পীর বা গোমরাহ আলেম, এদের গীবত করা ওয়াজিব। গীবত না করিলে ওয়াজিব তরকের গুনাহ হয়। সে যদি জাহেল বক্তা না হইত তবে তাহার মুখে 'কাহারো গীবত করা ভালবাসি না' কথাটা বলিতে পারিত না। 'আমি সব দরবারকে ভাল জানি' কথাটাও বলিতে পারিত না। এইরূপ ভন্ডদের ওয়াজ শ্রবণে মানুষ ভুলে পতিত হয়, কাজেই ইহাদের ওয়াজ শুনা জায়েজ নহে।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- প্রকাশক]

প্রকাশ থাকে যে, গীবত করা হারাম, জায়েজ বা মোবাহ এবং ক্ষেত্রবিশেষে ওয়াজিব এই সম্পর্কে বিশেষ বর্ণনা আছে- শামী কিতাব ৫ম খন্ডের ৩৬১ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম শরীফ ২য় খন্ডের হাশিয়া পুরান ছাপার ৩৩০/৩২৮ পৃষ্ঠায়, **আরো উক্ত ব্যাপারে বর্ণনা আছে-** আবু দাউদ শরীফের ২য় খন্ডের পুরান ছাপার ৩১৩ পৃষ্ঠার ৫নং হাশিয়া এবং শরীয়াত কিতাবের ৭৪নং পৃষ্ঠায়। -প্রকাশক।

৩৯। প্রশ্ন ঃ- বে-আলেম বক্তা বা ওয়ায়েজদের ওয়াজ শুনিলে মানুষ যদি পথভ্রষ্ট হয়, তবে কতক পীর ছাহেবদের মাহফিলে বে-আলেম বক্তারা ওয়াজ করার এজাজত পায় কেমন করিয়া ?

উত্তর ঃ- কতক পীর আছে তাহারা হক্কানী নহে। বোধহয় তাহাদের গুণ-গরিমা বর্ণনা করানোর জন্য একদল বে-আলেম বক্তাদিগকে ক্যানভাছার স্বরূপ রাখিয়া দিয়াছে। নচেৎ কোন হক্কানী পীরের দরবারে আমভাবে ওয়াজ নছীহত করার জন্য বে-আলেম বক্তাদের স্থানই নাই। যেহেতু উহা কিতাবের খেলাফ। অপরদিকে হক্কানী পীরেরা বে-আলেম বক্তাদিগকে স্থান দিবেন কোন্ অভাবে ? তাহাদের দরবারে কি আলেম বক্তাদের অভাব আছে ?

[বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- প্রকাশক]

তবে হাঁ যাহারা কিতাবী শর্ত অর্জন করে নাই, তাহারা বাড়ানো-কমানো ব্যতিত পাঠ্য কিতাবের হুবহু অনুস্মরণে হাদীর নির্দেশ মোতাবেক ছবক আলোচনা করিতে পারে। ইহাতে কোনও দোষ নাই। **- প্রকাশক**

৪০। প্রশ্ন ঃ- একজন মশহুর পীরের মুরীদ একজন ওয়ায়েজের ওয়াজ শুনিয়া বলেন যে, এই মাওলানা ছাহেবের ওয়াজ শুনা জায়েজ নহে, যেহেতু আমাদের হক্কানী দরবারের খেলাফ। এক্ষণে এই মাওলানা ছাহেবের ওয়াজ শুনা জায়েজ কি না ?

উত্তর ঃ- কাহারও ওয়াজ যদি কোন পীরানা দরবারের খেলাফ হয়, তবে দেখিতে হইবে, কোন্ গ্রহণযোগ্য কিতাবের খেলাফ হয় কি না ? যদি কোন গ্রহণযোগ্য কিতাবের খেলাফ না হয়, তবে তাহার ওয়াজের কোন দোষ নাই। দোষ হইয়াছে উক্ত নাকেছ পীরানা দরবারের। কাজেই দরবার শরীফখানা কিতাবের মোয়াফেক করিয়া লওয়া উচিত।

www.islamicharf.org

কোন দরবারের নমুনায় কিতাব তৈয়ার হয় না। কিতাবের নমুনায় দরবার তৈয়ার হয়। যে দরবার শরীফ কিতাবের খেলাফ সেই দরবারকে হক্কানী দরবার বলা উচিত নহে।

আম ওয়াজ সম্পর্কে বিশেষ জরুরী বর্ণনা ঃ- [প্রকাশক]

❑ **আবু দাউদ শরীফের দ্বিতীয় খন্ডের পুরান ছাপার ১৬০নং পৃষ্ঠায় আছে -**

لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ

অর্থাৎ- রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) অনেক সময়ই বর্ণনা করিতেন যে, আম ওয়াজ নছীহাত শুধুমাত্র তিন পর্যায়ের লোকেরাই করিয়া থাকে।

❑ **১নং-** ধর্মীয় বাদশাহ (অর্থাৎ রাসূল বা নায়েবে রাসূল) অথবা

❑ **২নং-** ধর্মীয় বাদশাহ যাহাকে নির্দেশ করেন সেই নির্দেশীত ব্যক্তি। অথবা

❑ **৩নং-** অহংকারী ব্যক্তি।

উক্ত হাদীছের মুলকথা হইল এক নং ও দুই নং এ উল্লেখিত ব্যক্তিগণ হকের উপরে আছেন। আর তিন নাম্বারে উল্লেখিত ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূল বা নায়েবে রাসূল যাহাদেরকে আম ওয়াজ করার জন্য নির্দেশ করেন নাই, সেই সব ওয়াজকারীগণ সম্পূর্ণ অন্যায়ের উপরে আছে এবং তাঁহারা কুরআন-হাদীছের আইনে অহংকারী। আর অহংকারীদের জন্য রহিয়াছে চিরস্থায়ী জগত আখেরাতে দোজখের কঠিন শাস্তি।

অতএব আম ওয়াজের শর্তসমূহ অর্জন না করিয়া এবং যুগের হাদী বা নায়েবে রাসূলের নির্দেশ ব্যতীত নিজ ইচ্ছামতে কাহারো আম ওয়াজ বা পীর মোর্শেদীর কাজে লিপ্ত হইয়া দোজখের উপযোগী হওয়া কিছুতেই উচিত নহে।

উক্ত আবু দাউদ শরীফের পুরান ছাপার ১৬০নং পৃষ্ঠায় (ইল্‌মের অধ্যায়ে) আরবী হাশিয়াতে লিখা আছে -

وَالْخُطْبَةُ مِنْ وَظِيفَةِ الْإِمَامِ فَإِنْ شَاءَ خَطَبَ بِنَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ نَصَبَ نَائِبًا يَخْطُبُ عَنْهُ. وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ بِإِمَامٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ إِذَا تَصَدّٰى لِلْخُطْبَةِ فَهُوَ مِمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ فِى هٰذَا الْمَحَلِّ تَكَبُّرًا وَرِيَاسَةً.

وَقِيلَ بَلِ الْقُصَّاصُ وَالْوُعَّاظُ لَا يَنْبَغِى لَهُمَا الْوَعْظُ وَالْقَصَصُ إِلَّا بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَإِلَّا لَدَخَلَا فِى الْمُتَكَبِّرِ ..... فَلْيَرْتَدِعْ.

অর্থাৎঃ- আম ভাবে ওয়াজ করা যুগের হাদী বা নায়েবে রাসূলের জন্য (আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের মাধ্যমে) নির্ধারিত কার্য।

অতএব, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে নিজেই আমি মাহফিলে ওয়াজ করিবেন, আর যদি উক্ত নায়েবে রাসূল ইচ্ছা করেন তবে নিজের পক্ষ থেকে খলীফা বা প্রতিনিধি কায়েম করিবেন। উক্ত নির্দেশ প্রাপ্ত খলীফা নায়েবে রাসূলের পক্ষ থেকে নায়েবে রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক নায়েবে রাসূলের বক্তব্য বা নায়েবে রাসূলের ওয়াজসমূহ আম মাহফিলে কাছেদী হিসাবে সুন্দরভাবে প্রচার করিবেন।

কিন্তু যেই ব্যক্তি ধর্মীয় বাদশাহ্ বা নায়েবে রাসূলও নহে এবং নায়েবে রাসূলের পক্ষ থেকে পাঠানো খলীফা বা প্রতিনিধিও নহে– এইরূপ পর্যায়ের কোনও ব্যক্তি যখন আমভাবে ওয়াজ করার জন্য নিজ মতে আগ্রহী হইয়া আম ওয়াজ শুরু করিবে তখন উক্ত ব্যক্তি নিজেকে আম ওয়াজে অহংকারী হিসাবে এবং নেতা হওয়ার খাহেশে প্রতিষ্ঠা করিল বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

www.islamicharf.org

আরও (কুরআন, হাদীছের দলীলের মাধ্যমে) বলা হইয়াছে যে, আম ভাবে ওয়াজ নছীহতকারীদের জন্য ধর্মীয় বাদশাহ-নায়েবে রাসূলের পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমভাবে ওয়াজ করা ও কুরআন, হাদীছের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে আম ভাবে নছীহত করা উচিৎ নহে (অর্থাৎ জায়েজ নহে) (কারণ) ধর্মীয় বাদশাহ নায়েবে রাসূলের পক্ষ থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত না হইয়া নিজ ইচ্ছা মতে ওয়াজ করিলে অথবা কুরআন-হাদীছের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে আম ভাবে ওয়াজ করিলে অবশ্যই তাকাব্বরকারী বা অহংকারকারী হিসাবে সাব্যস্ত হইবে।

অতএব, কিতাবী শর্তসমূহ অর্জন ও যুগের হাদী বা নায়েবে রাসূলের নির্দেশপ্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত নিজ ইচ্ছামতে আম ভাবে ওয়াজ করা থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে আরও জানা গেল যে, পবিত্র কুরআন প্রচার ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষার মাহফিলে হাদী বা নায়েবে রাসূল যদি নিজে না আসিয়া অন্য কাহাকেও প্রেরণ করেন, আর উক্ত পাঠানো ব্যক্তি নায়েবে রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক কিতাবী ধারায় নায়েবে রাসূলের বক্তব্য বা শিক্ষাসমূহ মাহফিলে কাছেদী হিসাবে প্রচার করেন, তবে উহা নায়েবে রাসূলেরই ওয়াজ বা তা'লীম হিসাবে গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য।

কোনও মাহফিলে নায়েবে রসূল নিজে না আসিয়া অন্য কাহাকেও প্রেরণ করিলে নায়েবে রাসূল কেন আসিলেন না ? মাহফিলের তারিখ প্রদান করিয়া কেন ওয়াদা রক্ষা করিলেন না ? এই জাতীয় কথা বলা বা মন্তব্য করা চরম অন্যায় ও চরম বেয়াদবী এবং হাদীছের খেলাফ।

কারণ হাদীছের দলীলের মাধ্যমে আবু দাউদ শরীফে ইল্ম অধ্যায়ে ১৬০নং পৃষ্ঠায় পরিষ্কার লিখা আছে- ধর্মীয় নেতা 'হাদী' **ইচ্ছা করিলে নিজেই ওয়াজ করিবেন আর যদি 'হাদী' ইচ্ছা** করেন তবে তিনি খলীফা কায়েম করিবেন। উক্ত খলীফা 'হাদী'র পক্ষ থেকে 'হাদী'র কারিকুলাম ও নির্দেশ মোতাবেক নির্দিষ্টকৃত কিতাবের হুবহু ধারায় ওয়াজ পেশ করিবেন। অথবা উক্ত নির্দিষ্টকৃত কিতাবখানা আম ভাবে ওয়াজের ধারায় পাঠ করিবেন।

কাজেই যাহারা পিছনে অন্যায়ভাবে দোষারোপ করিয়া মন্তব্য করিয়াছে তাহাদের খালেছভাবে তাওবাহ করা অপরিহার্য মহাজরুরী।

তবে হাদী বা নায়েবে রাসূলের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ও পাঠানো খলীফাগণকে অবশ্য অবশ্যই বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে যে, 'হাদী'র নির্দেশের বাহিরে ও নির্ধারিত কিতাবের ধারা বাদ দিয়া নিজ ব্যক্তিগত ইচ্ছা মোতাবেক যেন কখনই ওয়াজ ও তা'লীম না করা হয়।

কারণ আম ওয়াজের শর্তসমূহ অর্জন না করিয়া এবং হাদী বা নায়েবে রাসূলের নির্দেশ ও কারিকুলাম বাদ দিয়া নিজ ইচ্ছামতে ব্যাখ্যা বা ওয়াজ-তা'লীম করিলে গোমরাহ হওয়ার, এমনকি ঈমান বরবাদ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কুরআন শরীফে সূরায় হুজুরাতের মধ্যে আছে- মূলকথা- আল্লাহর রাসূল (ছঃ)-এর (আর রাসূল (ছঃ)-এর অবর্তমানে নায়েবে রাসূলের) নির্দেশ বা অনুমতি ব্যতিত নিজ মতে অগ্রগামী হইয়া দ্বীনী ব্যাপারে কোনো কাজ করিলে অথবা বেয়াদবীমূলকভাবে কথা বলিলে জীবনের সমস্ত আমল বন্দেগী ধ্বংস হইয়া যাইবে।

www.islamicharf.org

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থানের ঠিকানা

মাওলানা শাহ্ মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ

[কামিল হাদীছ ও কামিল তাফছির, উর্দূ ভাষায় ডিপ্লোমা ও মরহুম নায়েবে রাসূল মুজাদ্দিদে আ'যম হযরত মাওলানা মোঃ হাতেম আলী (রহঃ) এর নিকট থেকে তাছাওউফ শিক্ষাপ্রাপ্ত খলীফা।]

ডাকঘরঃ দুধল মাদ্রাসা, বরিশাল।

মোবাইল : ০১৭১১৩০৫৮৯৩

মাওলানা শাহ্ মোঃ আবদুশ শাকুর

[চার গ্রুপে টাইটেল- (কামিল হাদীছ, কামিল ফিক্বাহ, কামিল তাফছীর ও কামিল আরবী আদব বিভাগ) এবং মরহুম নায়েবে রাসূল মুজাদ্দিদে আ'যম হযরত মাওলানা মোঃ হাতেম আলী (রহঃ) এর নিকট থেকে তাছাওউফ শিক্ষাপ্রাপ্ত খলীফা। দুধল মাদ্রাসা, বরিশাল।

বর্তমান ঠিকানা : মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসা

ডাকঘর : দামপাড়া, থানা : নিকলী, জেলা : কিশোরগঞ্জ।

মোবাইল : ০১৭১২-১৫৮৪৯৬

৫ম প্রকাশ - ফেব্রুয়ারী - ২০১৩ ইংরেজি।

পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বিশ্ব অভিযানকল্পে প্রতিটি কিতাবের বিনিময় বা মূল্য স্বরূপ দ্বীনি সাহায্য - ১৫/- টাকা

সাহায্যকারীদের জন্য বিশেষ দোয়া

অত্র কিতাবখানা ছাপানোর ব্যাপারে ছোট-বড় সকল পর্যায়ের সাহায্যকারী ও তাঁহাদের পিতা-মাতা গং পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়-স্বজন, বিশেষতঃ কিতাবখানার মহামান্য লিখক মরহুম নায়েবে রাসূল (রহঃ) সহ হযরত আদম (আঃ) হইতে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের সাহায্যকারী জিন্দা-মুর্দা সকল মুসলমানের জন্য এই কিতাবখানাকে দো-জাহানের মহামুক্তি ও বেহেশত উদ্যানে আল্লাহর দীদার লাভের শ্রেষ্ঠ অছীলা হিসাবে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কবুল করুন। আমীন॥

প্রকাশক

إِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ

মূল অর্থ ঃ- নিশ্চয় এই ইলেমই হইয়াছে দ্বীন, কাজেই তোমরা কাহার কাছে দ্বীন শিক্ষা করিতেছ তাহাকে তদন্ত (অনুসন্ধান) করিয়া দেখ, সে কামেল না নাকেছ।

পীর

কামেল (খাঁটী)

ফিক্বাহ ও তাছাওউফ তত্ত্ববিদ এবং কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট

নায়েবে রাসূল

(অনুসরণ করিলে) বেহেশ্ত

নাকেছ (জাল)

ইলমে কলব (ইলমে-তাছাওউফ বিহীন)

(কামেল সাজিলে) নায়েবে শয়তান

(অনুসরণ করিলে) দোযখ

❑ আলেমগণ আম্বিয়ায়ে কেরামগণের উত্তরাধিকারী - [আল হাদীছ]

❑ আলেমগণই শ্রেষ্ঠ, আলেমগণই নিকৃষ্ট। [অর্থাৎ আলেম সমাজ প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ভাল ও মন্দ। প্রমাণে- আল-হাদীছ]

❑ যেই ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল যে, সে তাহার যুগের ইমামের [নায়েবে রাসূলের] পরিচয় লাভ করে নাই, সে যেন জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করিল। [আল-হাদীছ]

❑ যাহার পীর নাই [অর্থাৎ আল্লাহকে পাওয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বিশেষতঃ তাছাওউফ হাছিলের উদ্দেশ্যে কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট কামেল মোর্শেদ/কামেল শিক্ষক গ্রহণ করিতে রাজি নহে] শয়তানই তাহার পীর। প্রমাণে - তাফসীরে রুহুল বয়ান ১ম খন্ড ২৩৬ পৃষ্ঠা ও রেছালায়ে মক্কীয়া।

❑ আল্লাহ্ তা'য়ালা যাকে গোমরাহ করেন, কখিনকালেও তাহার জন্য কোন খাঁটি হাদী (মোর্শেদ) মিলিবে না। প্রমাণে - সূরায়ে কাহাফ।

www.islamicharf.org

এজহারে হক

২য় খন্ড

- جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا *
- كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ الخ
- وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ *

লেখক

নায়েবে রাসূল, মুজাদ্দিদে আ'জম ও পীরে কামেল
আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ)

www.islamicharf.org

প্রকাশকঃ
মুহাম্মদ জাকির হোসেন
গ্রামঃ কলাগাছিয়া
পোঃ উত্তর-পূর্ব কলাগাছিয়া
আমতলী-বরগুনা।
ও
মুহাম্মদ আল-আমীন
গ্রামঃ শোলাকান্দি
পোঃ গৌরিপুর বাজার
দাউদকান্দি-কুমিল্লা।

মুদ্রণকালঃ ২০০১ ইং

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন সারা বিশ্বে প্রচারকল্পে প্রতিটি কিতাবের বিনিময় বা মূল্য স্বরূপ দ্বীনি সাহায্য-২০.০০ টাকা মাত্র।

দুধল পীর সাহেবের দরবারের বাৎসরিক মাহফিল প্রতি বৎসর ৭, ৮ ও ৯ই ফাল্গুন এবং ২১, ২২ ও ২৩ শে কার্তিক।

جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ ,اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا-

সত্য আসিয়াছে মিথ্যা লুকাইয়াছে অবশ্য মিথ্যা লুকাইয়া যায়। (আল কুরআন)

এজহারে হক ২য় খন্ড

বা

"হেদায়াতুল মোছলেমীন" পুস্তিকার প্রতিবাদ

প্রতিবাদক

ফুরফুরা শরীফের হজরত পীর মাওলানা শাহ্ সূফী হাজী মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক (রহঃ) সাহেবের সুযোগ্য খলিফা, বরিশাল জিলার দুধল নিবাসী পীরে কামেল, হাদীয়ে জামান, মুহিয়ে সুন্নাহ, কামেউল বিদয়াত, আলহাজ্জ হজরত মাওলানা শাহ্ সূফী মোহাম্মদ হাতেম আলী সাহেব (রহঃ)।

www.islamicharf.org

ভূমিকা

বিগত ১৪, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ বাংলা পটুয়াখালীর "খানকায়ে নেছারিয়ায়" শর্ষিণা শরীফের আলহাজ্জ হজরত মাওলানা শাহ্ সূফী আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট তা'লীমী জলসা অনুষ্ঠিত হয়। যাহার সম্পূর্ণ রিপোর্ট "হেদায়াতুল মোছলেমীন" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি উক্ত রিপোর্ট বহিখানা আগাগোড়া পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, প্রায় বক্তার বক্তৃতার ভিতরই হিংসামূলক, বিদ্বেষমূলক ও ভ্রান্তিমূলক এমন সব কাহিনী রহিয়াছে যাহার অনুস্মরণ করিলে লোক চিরতরে গোমরাহ্ হইয়া যাইবে। আমি দেখিলাম, যদি উক্ত বইখানা শর্ষিণার আসন্ন অগ্রহায়ণ মাহফিলে বিপুল জনসমুদ্রে প্রচার ও প্রসার লাভ করে তাহা হইলে প্রচুর অর্থোন্নতি হইতে পারে কিন্তু উহাতে এরূপ মারাত্মক ক্ষতি হইবে যাহাতে শর্ষিণার উজ্জ্বলিত পীর দরবারকে কলুষিত ও কলঙ্কিত করিয়া তুলিবে। শর্ষিণার মরহুম পীর সাহেবের আজীবন সাধনার অর্জিত সুযশ ও সুনামকে অতল তলে ডুবাইয়া দিবে এবং তিনি যে এলমে তাছাওউফ শিক্ষার ফরজিয়াতের ফতোয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহাকে অবমানিত করিবে। ফলে শর্ষিণার দরবারে যে ফুরফুরা শরীফের মাছলকের দাবীদার তাহা মিথ্যায় পরিণত হইবে। ইত্যাদি কারণে আমি উক্ত বইখানার প্রচার বন্ধ রাখার জন্য বর্তমান গদীনশীন পীর সাহেবের কাছে একখানা পত্র প্রেরণ করি। কিন্তু পীর সাহেবের দরবারে আমার সেই আরজ পত্র মঞ্জুর হয় নাই। তাই বইখানা অবাধে বিক্রিত হইয়া বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন জিলায় প্রচার হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কর্তব্যের খাতিরে জনসমাজকে গোমরাহীর হাত হইতে উদ্ধার করার মানসে উহার প্রতিবাদ পুস্তক ছাপাইতে বাধ্য হইলাম। যাহা "এজহারে হক্ ২য় খন্ড" নামে নামকরণ করা হইল। জনসাধারণ ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিলে শ্রম স্বার্থক মনে করিব।

গ্রন্থকার

সকলের অবগতির জন্য উপরোল্লেখিত পত্রের অবিকল নকল কপি নিম্নে দেওয়া গেল।

শর্ষিণার গদীনশীন পীর মাওঃ শাহ্ আবু জাফর মোঃ সালেহ সাহেবের নিকট প্রেরিত পত্রের নকলঃ

১১-৮-৬৪ বাংলা

আস্সালামু আলাইকুম,

বাদ আরজ, জনাব পীর সাহেব! আপনার পটুয়াখালীর জলসার তা'লীমী রিপোর্ট "হেদায়াতুল মোছলেমীন" নামক কিতাবখানা পাঠ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। কারণ এই কিতাবখানা ফুরফুরা শরীফএবং মরহুম পীর সাহেব কেবলার মাছলকের খেলাফ হইয়াছে। মরহুম পীর সাহেব যে এলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ লিখিয়া ফতোয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহারও অবমাননা করা হইয়াছে এবং উক্ত এলমে

তাছাওউফ শিক্ষার পথ চিরতরে বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শর্ষিণার দরবার শরীফ যে বর্তমানে এলমে তাছাওউফে অজ্ঞ তাহা স্বীকারোক্তি করা হইয়াছে। চরিত্রবান হওয়ার উপায় শিক্ষা দিতে গিয়া চরিত্রহীনতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। হিংসার কুঠার দ্বারা শত্রুর পায় বার বার আঘাত হানা হইয়াছে। কিন্তু সব আঘাতগুলি নিজেদের পায়ে নিপতিত হইয়াছে। অবশ্য কিতাবখানা বিক্রয় করে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভবান হইতে পারেন কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকার সম্মান পজিশন চিরতরে নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং আমার বিনতী আরজ উক্ত কিতাবখানা বিক্রয় করা বন্ধ রাখিয়া দিতে মর্জি ফরমাইবেন। পীর সাহেব যদি আমার আরজ পত্র মঞ্জুর না করিয়া অবাধে কিতাব বিক্রয় হইয়া সমস্ত বাংলাদেশে প্রচার হইয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই জানিবেন ইহার প্রতিবাদ পুস্তক বাহির হইবে। আমি আপনার দরবারের দোষ-ত্রুটি আপনাকে জানাইয়া দিলাম, তাহাতে আমার উপর বেজার না হয়েন এবং আমাকে শত্রু ধারণা না করেন। মনে রাখিবেন যাহারা আপনার আয়েব থাকা অবস্থায় ও আয়েব না ধরিয়া শুধুমাত্র ছানা সিফাত বর্ণনা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা আপনার প্রকৃত বন্ধু নহে। দোয়ায়ে খায়ের করিতে মর্জি ফরমাইবেন। ইতি

স্বাক্ষর---------

আহকার মোহাম্মদ হাতেম আলী

গ্রামঃ দুধল

পোঃ গোমা, দুধল, বরিশাল।

www.islamicharf.org

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد و اله و اصحابه اجمعين ـ

"হেদায়াতুল মোছলেমীন" কিতাবের ভূমিকাতে লিখিত আছে

"পটুয়াখালী নিবাসী বাসিন্দাগণের নিকট শুনা গিয়াছে যে, তাহারা তাহাদের জীবনে পটুয়াখালীতে এরূপ আলেম ওলামা, খলিফা, মোয়াল্লিম ও সুফী দরবেশের বিরাট সমাবেশ আর কখনও দেখে নাই।"

প্রতিবাদ

ভূমিকা লিখক সাহেবের বিবরণীতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, পটুয়াখালীতে ইহার পূর্বে যে সমস্ত মাহ্‌ফিল ও জলসা হইয়া গিয়াছে উহাতে যে সমস্ত আলেম ওলামা জমা হইয়াছিলেন তাহারা ইনিদের মত এত বড় আলেম ছিলেন না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, জৈনপুরী হজরত মাওলানা আবদুর রব সাহেব, মাওলানা হোসেন আহম্মদ সাহেব এবং চব্বিশ পরগোনার বঙ্গ বিখ্যাত আলেম মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেবও এই পটুয়ালীতে মাহফিল করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের সাথে যে সমস্ত বড় বড় আলেম উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সবই কি ক্ষুদ্র আলেম ছিলেন? আবার শর্ষিণার মরহুম পীর মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমদ (রহঃ) সাহেবও এই পটুয়াখালীতে মাহফিল করিয়া গিয়াছেন তিনিও কি পটুয়াখালী বাসিন্দাদের নজরে পরেন নাই?

ভূমিকা লিখক সাহেব যে পটুয়াখালীর বাসিন্দাগণের মুখের বাণী শুনিয়া ভূমিকা লিখিয়াছেন সে বাসিন্দা কাহারা? শর্ষিণার বর্তমান গদীনশীন পীর সাহেবের ভক্তদল কি না? বোধহয় বর্তমান পীর সাহেবের "জোগাড়িয়া" দল ছাড়া আর কেহ নয়। ভূমিকা লিখক সাহেব, পীর সাহেবের জলসার ছানা সিফাত বর্ণনা করিবেন ভাল কথা, সে জন্য বিগত সমগ্র জলসার পজিশন নষ্ট করিয়া কেন? আমরা জিজ্ঞাসা করি পটুয়াখালী তা'লীমী জলসার সমস্ত আলেমদিগকে এক পাল্লায় উঠাইয়া অপর পাল্লায় মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেবকে রাখিলে তাঁহার সমান ভার হইবে কি?

এই পটুয়াখালীতে মরহুম পীর মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমদ (রহঃ) সাহেবের মাহফিলে যে সমস্ত আলেম উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহারা ছাড়া নতুন আলেমের দল বর্তমান গদীনশীন পীর সাহেব সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কি? যদি পারিয়া থাকেন তবে তাহারা কাহারা? আর যদি না পারিয়া থাকেন তবে ভূমিকা লিখক সাহেবের দাবীটা ধোকা ছাড়া আর কিছু হইবে কি? ভূমিকা লিখক সাহেব পাঙ্গাশিয়ার মরহুম পীর মাওলানা হাতেম সাহেবের পুত্রদ্বয়কে যে মাওলানা "খেতাব" দিয়াছেন তাহারা কি সত্য মাওলানা? আমরা শুনিতে পাই একজন এ বৎসর উলা জমাতে উঠিয়াছেন অপরজন বোধহয় হাপ্তম সেন্টার পাশ করিতেও সক্ষম হন নাই; তাহারা মাওলানা খেতাবপ্রাপ্ত হইলেন কেমন করিয়া? এই খেতাব দিয়াছেন কাহারা? গদীনশীন পীর সাহেব যে, আপনার লিখার তাসদীক করিয়াছেন তাহা কি ফুফাতো ভগ্নির ছেলে ধারণায়? এইরূপ আত্মীয় পোষণ নীতি অবলম্বন করিলে কি পীর পজিশনের অস্তিত্ব নষ্ট হয় না?

যাহা হউক জলসার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য দূর দরাজ হইতে যে সকল মুন্সী সাহেবানরা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের খেতাব ডবল মাওলানা দিতে পারেন, কিন্তু পটুয়াখালীর হামছায়া গ্রামের মুন্সী সাহেবদের খেতাব দিবেন কেন? এ দেশে বহু ভন্ড হাজী আছে তাহারা হাজী সাহেব সাজিলেও বাড়ির কাছে নয়। ভূমিকা লিখক সাহেব কি তাহাদের জ্ঞানটুকুও রাখে না?

ভূমিকা লিখক সাহেব, আপনি পটুয়াখালীকে যেরূপ অজ্ঞ ঠিক করিয়াছেন সেরূপ অজ্ঞ নহে, এখন তাহাদের চক্ষু ফুটিয়াছে। তবে তাহারা আলেম ওলামাদের আদব রক্ষা করিয়া চলিতে চাহে, আপনি যেরূপ ভন্ডামী কথা লিখিয়াছেন তাহাতে বোধহয় তাহাদের আদব বেশী দিন টিকিবে না। আমি পটুয়াখালীর বাসিন্দাগণকে তদন্ত করিয়া দেখিতে বলি, পাঙ্গাশিয়ার মাওলানা সাহেবের পুত্রদ্বয় সত্য মাওলানা কি না? যদি সত্য না হয় তবে বর্তমান গদীনশীন পীর সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি আপনাদের চক্ষে ধূলি দিয়া মাওলানা খেতাব দিয়াছেন কেন?

কতকের ধারণা, পীরজাদা, পীরের আত্মীয়স্বজন বা খলিফা হইলে মাওলানা খেতাব পাইতে পারে। আমরা বলি, ইহা কি হিন্দুদের ধারণা নয়? তাহাদের মতে জাত ঠাকুরের ছেলেরা আনপড়া মূর্খ হইলেও ঠাকুর উপাধি পাইতে পারে। বর্তমান গদীনশীন পীর সাহেব কি হিন্দুয়ানী কায়দায়ও কামালিয়াত হাসিল করিয়াছেন?

www.islamicharf.org

উক্ত কিতাবের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

"দোয়া পত্র"

"দোয়াবর মাওলানা তৈয়বুর রহমান মিয়া পটুয়াখালী তা'লীমী জলসার রিপোর্ট রাখিয়া দ্বীনদার মুসলমানগণের একটি ভাল খেদমত করিলেন বলিয়া আমি মনে করি। আমার ওয়াজ নসীহত ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের মূল্যবান বয়ানসমূহ উহাতে স্থান পাইয়াছে। আমি দোয়া করি, আল্লাহ পাক সংগ্রাহককে দ্বীন দুনিয়ার ফালাহ দান করেন ও পাঠকগণকে ইহার প্রতি আমল করিবার তৌফিক এনায়েত করেন।" ইতি

স্বাক্ষর

شاه ابو جعفر محمد صالح

(পীর সাহেব শর্ষিণা)

প্রতিবাদ

পীর সাহেব তাঁহার দোয়াপত্রে নিজের দলটাকে ওলামায়ে কেরাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। জৈনপুরী মাওলানা, মরহুম কেরামত আলী সাহেবের "জখিরায়ে কেরামত" নামক কিতাবের তৃতীয় খন্ডের ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে- **'এই বাংলাদেশে দুই দল লোক দাগাবাজ আছে, একদল যাহারা আলেম না হইয়া পীরগিরী করিতেছে। আর একদল যাহারা আলেম শ্রেণী ভুক্ত না হইয়া ওয়াজ করিয়া বেড়াইতেছে এবং তিনি আরো লিখিয়াছেন শরীয়তে আলেম বলে যাহার এলমে ফিক্বাহ ও এলমে তাছাওউফ এই উভয়বিধ এলেম হাসিল হইয়াছে। যাহার এক এলেম হাসিল হইয়াছে সে আলেম নহে বরং জাহেল।**

উপরোক্ত বিবরণে পরিষ্কার বুঝা যায়, পটুয়াখালী জলসায় একজন আলেমও উপস্থিত ছিলেন না। যদিও কতকে টাইটেলধারী মাওলানা খেতাব লাভ করিয়া থাকেন। যেহেতু তাহারা এলমে তাছাওউফে অজ্ঞ। এলমে তাছাওউফ শিক্ষা করিতে পড়াশুনা লাগে, তাহারা যেহেতু পড়াশুনা

করিতে স্বীকারই করেন না, সুতরাং তাহারা এলমে তাছাওউফে মূর্খই রহিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে পীর সাহেবের তাছাওউফ বিহীন দলটাকে ওলামায়ে কেরাম দাবী করা নিছক ভুল ও গলত হইয়াছে এবং মাওলানা কেরামত আলী সাহেবের কিতাবের খেলাফ হইয়াছে। ইহাতে ফুরফুরা শরীফের মাছুলকেরও খেলাফ করা হইয়াছে যথা- মরহুম পীর হজরত মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমদ সাহেবের "রদ্দেবদ্‌ওয়ান" কিতাবের ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, মরহুম পীর মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমদ সাহেব বলেন- ফুরফুরার হজরত পীর কেবলা সাহেবের নিকট আমরা আরজ করিয়াছিলাম, হুজুর মারেফাতের কিতাব লিখিয়া রাখিলে ভাল হইত। হজরত পীর সাহেব কেবলা বলিয়াছেন- আমার মারেফাতের কিতাব লিখার আবশ্যক নাই। আমার দাদা পীরের পীর ভাই হজরত মাওলানা শাহ্ কেরামত আলী মরহুম মাগফুর সাহেব যে সকল কিতাব লিখিয়া রাখিয়াছেন উহাই আপনাদের জন্য উত্তম। ঐ কিতাবের অনুযায়ী মারেফাতী করিবেন। উহাই আমার কিতাব জানিবেন।

উপরোক্ত বিবরণে পরিষ্কার বুঝা গেল, গদীনশীন পীর সাহেবের তাছাওউফ বিহীন মাওলানা সাহেবদিগকে ওলামায়ে কেরাম বলিয়া ঘোষণা করা ফুরফুরা শরীফের মাছলকের ও খেলাফ হইয়াছে।

'তা'লীমে মারেফাত" কিতাবের ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী সাহেবের 'মাক্‌তুবাতে ইমাম রব্বানী' নামক কিতাবে লিখিত আছে-

العلماء ورثة الانبياء علميكه از انبياء عليهم الصلوات والتسليمت باقى مانده است دو نوع است علم احكام و علم اسرار و وارث كسى هست كه اورا هر دونوع علم سهم بود نه انكه اورا از ايک نوع نصيب بود نه از نوع ديگر كه او منافى و ارثت است چه وارث را از جميع انواع ترك مورث نصيب است نه از بعض دون بعض و انكه اورا از معين نصيب است داخل غرماء است كه نصيب ـ و لجنس حق تعلق گرفة است همچنين فرموده عليه واله الصلوة والسلام "علماء امتى كانبياء بنى

www.islamicharf.org

اسرائیل ' مراد از علماء وارثاء نيد نه عزماء ـ

মূল অর্থঃ হজরত রাসূলে মকবুল (সঃ) বলিয়াছেন– "আলেমগণ পয়গাম্বরগণের উত্তরাধিকারী" অর্থাৎ– আম্বিয়াগণ যে এলেম পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছেন তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম এলমে আহকাম বা বাহ্যিক জ্ঞান, ২য় এলমে আছরার বা তত্ত্বজ্ঞান। যিনি এতদুভয় এলেমের অধিকারী হইয়াছেন তিনি প্রকৃত ওয়ারেছ বা সত্ত্বাধিকারী। যিনি মাত্র এক প্রকার এলেমের অধিকারী হইয়াছেন তিনি পয়গাম্বরগণের যথার্থ ওয়ারেছ নন। যেহেতু পরিত্যক্ত সম্পত্তির যাবতীয় বিভাগ হইতে অংশাধিকারী হওয়াকেই ওয়ারেছ বলে। আর যিনি পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন নির্দিষ্ট অংশ পাইবার অধিকারী হইবেন, তিনি গরীম বা সম্পত্তি বিশেষের আংশিক অধিকারী মাত্র। হজরত (সঃ) বলিয়াছেন- "আমার আলেম উম্মতবৃন্দ ইস্রাইল বংশীয় পয়গাম্বরগণের সদৃশ। এই হাদীসের মর্মেও উভয়বিধ এলেমের অধিকারীগণকেই আলেম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। যাহারা কোন একটি বিষয় মাত্র লাভ করিয়াছেন, তাহারা আলেম নহেন। এই রূপ অভিমত মাওলানা মরহুম কেরামত আলী সাহেবও তাঁহার "কওলুচ্ছাবিত" কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

উপরোক্ত বিবরণে পরিষ্কার বুঝা গেল, গদীনশীন পীর সাহেবের তাছাওউফ বিহীন আলেমদিগকে "ওলামায়ে কেরাম" দাবী করাটা মোজাদ্দেদে আলফেছানী (রহঃ) সাহেবের 'মাকতুবাত শরীফের' খেলাফ হইয়াছে এবং মরহুম পীর মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমদ সাহেবের "তা'লীমে মারেফাত" কিতাবেরও খেলাফ হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য, পটুয়াখালী জলসার রিপোর্ট কিতাবের উপর আমল করিলে অন্তরের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইবে না অন্তর ছিয়াহি ও কলুষতায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে?

গদীনশীন পীর সাহেব পীর রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রাণপন চেষ্টা করিবেন ভাল কথা কিন্তু অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া কেন? যাহা হউক, তিনি যাহাদিগকে ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, তাহাদের ভিতরে পাংগাশিয়ার

মরহুম মাওলানা হাতেম সাহেবের পুত্রদ্বয় আছে না? যদি থাকে তবে এইরূপ শিক্ষিত তালাবা যাহারা আছেন তাহাদিগকে ওলামায়ে কেরাম বা মাওলানা খেতাব দিতে রাজী আছেন কি না? যদি না থাকেন তবে তাহাদের অপরাধ কি? যে সমস্ত পীর সাহেবেরা নিজেদের আওলাদ, ঘনিষ্ট আত্মীয় বা ভক্ত মুরীদ ছাড়া অন্য কাহাকে মূল্যবান খেতাব দান করিতে রাজী নয় তাহাদের দরবারে আক্কেল ওয়ালা বেগানা ছেলেরা ভীর জমাইতে রাজী থাকিবেন কি?

মৌঃ ক্বারী কাজেম আলী সাহেবের ওয়াজ (১৩ পৃষ্ঠা)

"মোটকথা, এল্‌মে জাহের ও এল্‌মে বাতেন এই উভয়বিধ এলেম অর্জন করাই ফরজ। এলমে জাহের শিক্ষা করার জন্য যেমন জামাত বিভাগ আছে, এলমে বাতেন শিক্ষার ব্যাপারেও তদ্রূপ বিভিন্ন লতিফার ছবক আছে। এই ছবকগুলির নিয়তসমূহ যেন বিজলীর তারের মত। মুরীদের ক্বলব নিয়তের তার দ্বারা পীরের ক্বলবের সঙ্গে সংযোজিত। আবার পীরের ক্বলব হুজুর (সঃ) এর ক্বলবের অছীলায় আল্লাহর গঞ্জে রহমতের সঙ্গে সংমিলিত। তাই আল্লাহর গঞ্জে রহমত হইতে ফয়েজে নূরানীর প্রবাহ হুজুর (সঃ) এর মধ্যস্ততায় পীরানু ক্রমিক মুরীদের ক্বলবে আসিয়া পতিত হয়।"

প্রতিবাদ

বক্তা সাহেব এলমে তাছাওউফ শিক্ষার যে পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়াছেন তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় এই বক্তা সাহেব কান্ড জ্ঞানহীন বক্তা। তাহার ধর্মজ্ঞান বা নীতিজ্ঞান কোনটাই নাই। এমনকি বাংলা ভাষার সঙ্গেও কোন সংশ্রব নাই। যেহেতু লতিফার ছবকে নিয়ত করার পরে অন্তরে যে হালত আসিতে থাকে তাহা বে-এখ্‌তিয়ারী জিনিষ। এই বে-এখ্‌তিয়ারী জিনিষকে অর্জন করা ফরজ লিখা এবং মুরীদের নিয়তের তারের ভিতর দিয়া গঞ্জে রহমত হইতে যাহা কিছু মুরীদের ক্বলবে আসে তাহাকে এলমে তাছাওউফ বলা আর ইহাকে অর্জন করা ফরজ লিখাতে স্বপ্রমাণ হয় যে, এই বক্তা সাহেবের সঙ্গে এলমে তাছাওউফের স্বপ্নেও সাক্ষাত হয় নাই।

www.islamicharf.org

আর যাহারা নীরবে বসিয়া শুনিয়াছেন বা লোক্‌মা দেন নাই, তাহাদের সঙ্গেও এলমে তাছাওউফের মোলাকাত হয় নাই বলিব। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি প্রিয়ার মোহর যুক্ত প্রেম পত্রখানা প্রাপ্ত হওয়ার আশায় টেলিগ্রাফ অফিসে বসিয়া থাকে তাহার সমতুল্য কান্ডজ্ঞান শূন্য মানুষ যেমন জগতে আর নাই তদ্রূপ যে বক্তা সাহেব নিয়তের তারের সাহায্যে এলেম হাসিল করিতে শিক্ষা দান করে তাহার মত কান্ড জ্ঞানহীন বক্তা আর দ্বিতীয়টি আছে বলে মনে হয় না। সত্য বলিতে কি, এইরূপ জঘন্য বক্তাদের বক্তৃতায় যাহারা কর্ণপাত করিতেছে তাহাদের নসীবেও এলমে তাছাওউফ নাই।

প্রিয় পাঠকদের জানিয়া রাখা উচিৎ, যেরূপ টেলিগ্রাফের তারের ভিতর দিয়া পোষ্টকার্ড, ইনভেলাপ ও মানিঅর্ডার ফরম আসিতে পারে না, তদ্রূপ নিয়তের তারের ভিতর দিয়া গঞ্জে রহমতের গোলা হইতে এলমে তাছাওউফ কলব শরীফে হাজির হইতে পারে না। ইহা হাসিল করিতে কর্ণের ছিদ্রের সহিত পীরের জিহ্বার তার লাগাইতে হয়। অর্থাৎ পীর সাহেবের জিহ্বা শরীফ দ্বারা এলমে তাছাওউফের মাছয়ালা পাঠ করিতে হয় এবং মুরীদগণের কান পাতিয়া শুনিতে হয় যেরূপ অন্তর ইন্দ্রিয় দ্বারা খানাপিনা ভক্ষণ করিতে পারেনা তদ্রূপ অন্তর ইন্দ্রিয় দ্বারা এলমে তাছাওউফ হাসিল করিতে পারে না।

এলমে তাছাওউফ হাসিল করিতে জিহ্বা ও কান লাগে অর্থাৎ পড়াশুনা করিতে হয়, ভাত যেরূপ দেলে দেলে খাওয়ার দাবীটা মিথ্যা তদ্রূপ উক্ত বক্তা পাইপ বা তার লাগাইয়া এলমে তাছাওউফ শিক্ষার দাবীটাও মিথ্যা প্রবঞ্চনা।

২৮ নং পৃষ্ঠায় মুফ্‌তী সাহেবের ভাষণে লিখিত আছে

"মরহুম পীর সাহেব কেবলা যখন হুগলীতে পড়িতেন তখন তাঁহার সমপাঠীদের সঙ্গে অনেক বাহাছ তর্ক হইত, ইহাতে হুজুরের সমপাঠীগণ হুজুরের সঙ্গে পারিয়া উঠিত না। তাই তাহারা মরহুম পীর সাহেবকে "খুনী বরিশালের মানুষ" বলিয়া তিরস্কার ও উপহাস করিত। তাহাদের

এবম্বিধ শ্লেষ বাক্যে মরহুম পীর সাহেব কেবলার অন্তর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করিয়া বলিতেন হে আল্লাহ তুমি এই বরিশালের 'খুনী' নাম ঘুচাইয়া দাও। তিনি পরবর্তী জীবনে যখন হেদায়েত তাবলীগের কাজ আরম্ভ করিলেন তখন "বরিশালের খুনী" নাম ঘুচাইবার জন্য স্থানে স্থানে বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিলেন। আল্লাহর রহমতে হুজুরের এই কোশেষ কার্যকরী হওয়ায় এখন আর "বরিশালের খুনী" নাম নাই"।

প্রতিবাদ

মুফ্‌তী সাহেব শর্ষিণা দরবারের উজিরে আ'জম এবং এলমে তাছাওউফ শিক্ষার হেড মোদার্‌রেছ। তাঁহার প্রতিটি কথার মূল্য খুব বেশী এক্ষণে তাঁহার ভাষণে মরহুম পীর সাহেব কেবলার কুৎসা গাহিলেন না গুণ কীর্তণ করিলেন তাহা আমাদের বুঝে আসে না। মরহুম পীর সাহেব হামেশা তর্কযুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন। যখন যখনই তিনি জয়ী হইতেন তখন তখনই তাঁহাকে 'বরিশালী খুনী' দেশের ছেলে বলে তিরস্কার করা হইত। তিনি বরিশালের দুঃখে কাঁদিতেন, মোনাজাত করিতেন, "হে আল্লাহ তুমি বরিশালের খুনী নাম ঘুচাইয়া দাও।" ইহা কি পীর সাহেবের ছানা সিফাত বর্ণনা করা হইল, না তাঁহাকে একটা বে-আক্কেল বব্বর সাজানো হইল? বাহাছের বিপক্ষীয় দলেরা তাঁহাকে খুনী দেশের ছেলে ডাকিত তাহাতে তিনি লা-জওয়াব হইয়া কাঁদা আরম্ভ করিতেন মোনাজাত করিতেন, ইহা কি মরহুম পীর সাহেবের ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাব নয়? আমাদের বিশ্ব নবী কি খুনী দেশের ছেলে ছিলেন না? হজরত মুছা (আঃ) এর দেশে কি নব্বই হাজার ছেলে খুন হয় নাই? হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দেশে কি খুনের সংখ্যা কম ছিল? খুন না হয় এমন দেশ পৃথিবীতে আছে কি? আমাদের বঙ্গ বিখ্যাত মাওলানা মুহম্মদ রুহুল আমীন সাহেব ছিলেন দেখি বড় তর্কী। তিনি সব জায়গায় জয়ী হইতেন। তাঁহাকে তো কেহ খুনী দেশের ছেলে বলে তিরস্কার করিত না। তাঁহার দেশ চব্বিশ পরগোনা কি খুন হইতে পবিত্রতা লাভ করিয়াছিল? বরিশাল জিলা ছাড়া সব জিলাই কি খুন হইতে পাক রহিয়াছে? যদি পাক না থাকিয়া থাকে তবে শুধু

www.islamicharf.org

বরিশালকে "খুনী দেশ" বলে আখ্যা দেওয়া হয় কেমন করিয়া? এত বড় মোটা কথাগুলি যাঁহার মুখে আসেনা তিনি তর্কযুদ্ধে গিয়া তর্কী সাজিয়া ছিলেন কি জন্য? যাহা হউক, আমি স্বীকার করি সব দেশে খুন হইতে পবিত্রতা লাভ করিয়াছে একমাত্র বরিশালই খুনী দেশ, তাহাতেই বা তর্কী সাহেবের চক্ষে পানি আসিবে কেন? মোনাজাত ধরিয়া কাঁদিবেন কেন? সৌদী রাজত্বের পূর্বে দেখি কত শত লোক মক্কার পবিত্র ভূমিতে খুন হইয়া যাইত তাহাতে কি মক্কার দেশটা জঘন্য হইয়া গিয়াছে? দেশের খুন ডাকাতি হেদায়েতের অভাবে হইত কি? যদি তাহাই হয়, তবে 'শরীফের জামানায়' কি কেহ হাদী ছিলেন না? 'সউদের জামানায় দেখি চুরি ডাকাতি ও খুনের কেস খুজিয়া পাওয়া যায় না। বেশি কি লিখা যায়, দেশের চুরি, ডাকাতি, খুন কাহাদের শাসনে বন্ধ হয়, আলেমদের হেদায়েতে না রাজ শাসনে, তাহার জ্ঞানটুকু পর্যন্ত যাহার নাই, তাহার লকব শরীফ "মুফতী" সাহেব হওয়া ঠিক হইতে পারে কি?

মুফ্তী সাহেব তাহার ভাষণে বলিয়াছেন পরবর্তী জীবনে যখন "হেদায়েতে তাবলীগের" কাজ আরম্ভ করিলেন তখন "বরিশালের খুনী" নাম ঘুচাইবার জন্য স্থানে স্থানে বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিলেন। আল্লাহর রহমতে হুজুরের কোশেষ কার্যকরী হওয়ায় এখন আর "বরিশালের খুনী" নাম নাই। মুফ্তী সাহেবের ভাষণে বুঝা যায়, মাদ্রাসা স্থাপনের পর আর বরিশালে খুন কেসের মোকাদ্দমার দরখাস্ত পরে নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি ঢাহা মিথ্যা প্রবঞ্চনা নয়? পোনা বালিয়ার খুন, লোন্দার খুন ও রায়টের খুনগুলি কি মাদ্রাসা স্থাপনের পূর্বে হইয়াছিল? শর্ষিণা মাদ্রাসা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কি স্বরূপকাঠির নদীটা 'হেরেম শরীফে' পরিণত হইয়া গিয়াছিল? পীর সাহেবের মাদ্রাসা প্রাঙ্গনের চুরি, ছোট শাহ্ সাহেবের কামড়া চুরি, বড় শাহ্ সাহেবের 'দোতলা' চুরি, এ সবই কি মাদ্রাসা স্থাপনের আগেকার ইতিহাস?

শরীফ দরবারের "মুফতী" সাজতে পারলে কি মিথ্যা প্রবঞ্চনার কথায় কোন আয়েব নাই? মরহুম পীর সাহেব যে খুনী নাম ঘুচাইবার জন্য মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি মুফ্তী সাহেবের কানে কানে

বলিয়া গিয়াছেন, না বৃদ্ধ বয়সের কাশ্ফের দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন ইহাই আমাদের জিজ্ঞাসা? আমরা জানি পীর সাহেব কখনও খুনী নাম ঘুচাইবার জন্য মাদ্রাসা স্থাপন করেন নাই বরং তিনি একমাত্র ধর্মীয় অজ্ঞতা দূরীভূত করিবার জন্য এবং ইসলাম বিস্তারের জন্য মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তিনি কার্যকারীও হইয়াছেন। ইহাই হইল সত্য প্রচার। মুফ্তী সাহেবের কয়েক ছত্র ভাষণের মধ্যে যখন এত শতে শতে মিথ্যা প্রবঞ্চনা এখন এলমে তাছাওউফের হেড মোদাররেছী করিতে গিয়া কি করিয়া ফেলিতেছেন তাহাই চিন্তার বিষয়!

হেদায়েতুল মোছলেমীনের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে

"অতঃপর জলসার কার্য আরম্ভ হইলে পীর সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, আলেম ও পীর মাশায়েখগণ হেদায়েত তাবলীগের জন্য এত তাক্লীফ করেন কিন্তু কেন আশানুরূপ হেদায়েত হয় না বলিতে পারেন কি? ইহার উত্তরে মাওলানা আবুল কাসেম সাহেব বলেন, আমাদের মধ্যে হেদায়েতের তাছীর প্রকাশ না হওয়ার দুইটি কারণ আমি দেখিতেছি- প্রথমটি এই যে, মরহুম পীর সাহেব কেবলা আমাদিগকে এক সর্বাঙ্গ সুন্দর তরীকার হেদায়েত করিয়া গিয়াছেন আমরা সেই তরীকা অনুসারে চলিতেছি। এমন সময় স্থানে স্থানে বিভিন্ন মত পোষণকারী বেদয়াতী লোক বাহির হইয়া নানা রং ঢং সহকারে আমাদের নিরীহ জনসাধারণের অনেককে বিপথে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে।"

প্রতিবাদ

মাওলানা আবুল কাসেম সাহেবের ভাষণে বুঝা যায় একমাত্র শর্ষিণার দল দ্বারা হেদায়েত হইলে সব লোক হেদায়েত হইয়া যাইত কারণ তাঁহারা খাঁটি দল, এক্ষণে বাজে মার্কা বেদ্আতি দল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ণ হেদায়েতের আশা করা যায় না। সুতরাং এই অখাঁটি দলকে বিতাড়িত করার জন্যই এই পটুয়াখালীর তা'লীমী জলসা এবং তাহার রিপোর্ট এই "হেদায়াতুল মোছলেমীন" কিতাবের বহুল প্রচার।

মাওলানা কাসেম সাহেবের এই কথার সাথে আমরা একমত যে,

www.islamicharf.org

সর্বাঙ্গ সুন্দর খাঁটি দল দ্বারা হেদায়েত হইলেই মঙ্গল। তবে তিনি যে শর্ষিণার দলকে খাঁটি বলিয়াছেন আর অপর দলকে বেদয়াতী বিভিন্ন মত পোষণকারী অখাঁটি আখ্যা দিয়াছেন ইহা তাহার অন্ধবিশ্বাস। বর্তমান মুসলমান সমাজ অন্ধবিশ্বাসে রাজী নয়। খাঁটি ও অখাঁটি সিদ্ধান্ত করার জন্য কিতাব চাই। জনাব মাওলানা মরহুম কেরামত আলী সাহেব তাঁহার **"জখিরায়ে কেরামত" ৩য় খন্ডের ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–**

جو لوگ اپنے تئین صوفی کہتے هیں اور اسرار سے مطلق واقف نہیں اور لوگوں کو مرید کرتے هیں وہ لوگ بھی وارث انبیاء کا نہین تو جتنے لوگ وارث انبیاء کے نہیں وہ سب جاهل هیں-

মূল অর্থঃ "যে ব্যক্তি নিজকে সূফী বলিতেছে আর সে এলমে তাছাওউফ জানে না আর মুরীদ করিতেছে, সে ব্যক্তিও নায়েবে রাসূল নহে। আর যাহারা নায়েবে রাসূল নয় তাহারা জাহেল।"

উপরোক্ত বিবরণে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মাওলানা আবুল কাসেম সাহেব যে শর্ষিণার দলকে সর্বাঙ্গ সুন্দর দাবী করিতেছে তাহা তাহার অন্ধ বিশ্বাস বা ধোকাবাজী। যেহেতু শর্ষিণার সর্বাঙ্গ এখন পর্যন্ত তৈয়ারই হয় নাই। যে দরবার শরীফে এখন পর্যন্ত এলমে তাছাওউফ কি জিনিস তাহার খবরই নাই, সেই দরবারের সর্বাঙ্গ তৈয়ার হইল কেমন করিয়া? যেই দরবারের সর্বাঙ্গ তৈয়ারই হয় নাই তার সর্বাঙ্গ সুন্দর হওয়ার দাবীটা ধোকাবাজী ছাড়া আর কি হইতে পারে?

এ কথা ধ্রুব সত্য যে, শর্ষিণার মরহুম পীর সাহেব শর্ষিণার দরবারের সর্বাঙ্গ সুন্দর তৈয়ার করার জন্য এলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজে আইন বলিয়া ফতোয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং এলমে তাছাওউফ কি জিনিস তাহা বিস্তারিতভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। এই ফতোয়াখানা আজ বহু বৎসর যাবত তা'লীমে মারেফাতের সঙ্গে সংযোগ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আপনারা যদি উক্ত ফতোয়াখানার উপর আমল করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাদের সর্বাঙ্গ সুন্দরই হইত। মনে হয়, আপনাদের সর্বাঙ্গ সুন্দর দেখিলে বিভিন্ন মত পোষণকারী দল বাহিরই হইত না।

আপনাদের আমল তো দূরের কথা, আপনারা যদি উক্ত ফতোয়াখানা পাঠ করিয়া দেখিতেন তাহা হইলেও আপনারা এতদূর পথভ্রষ্ট হইতেন না এবং আপনাদের ভ্রান্ত মত বা গোমরাহী পটুয়াখালী তা'লীমী জলসার রিপোর্ট পুস্তকে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। সত্য বলিতে কি, আপনারা নিজদিগকে যতই সর্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকুন না কেন মরহুম পীর সাহেবের উক্ত ফতোয়ার উপর আমল না করা পর্যন্ত অঙ্গহীন জঘন্য সুরতেই থাকিবেন। অবশ্য আপনারা মনে করেন মরহুম পীর সাহেবের আপনারাই ভক্ত ও বন্ধুদল। প্রকৃতপক্ষে আপনারা তাঁহার অভক্ত ও শত্রুদল।

পীর সাহেব সারা জীবন রিয়াজাত করিয়া শর্ষিণার যাহা কিছু দরকার হাসিল করিয়াছিলেন, আপনারা তাহা চিরতরে বিসর্জন দিবার পথে চলিয়াছেন। আপনাদের সর্বাঙ্গ সুন্দর হইতে হইলে তাছাওউফের অভিজ্ঞ আলেমের কাছে হাঁটু ভাঙ্গিয়া অবনত মস্তকে বা-আদব বসিতে হইবে। আপনারা বড় দরবারের পজিশন নষ্ট করিতে পারিবেন কি? যদি না পারেন তবে আপনাদের নসীবে এলমে তাছাওউফও নাই, সর্বাঙ্গ সুন্দর হওয়ার যোগাড়ও নাই। সারা জীবন পীর পীর করিয়াই কবর শরীফে রওয়ানা হইবেন।

পীর সাহেবের উত্তরে মাওলানা নূর হোসেন সাহেব বলেন

"দেশ হেদায়েত না হওয়ার কারণ আমার মনে হয় আলেমগণের পারস্পারিক হিংসা ও অনৈক্যের কারণেই হেদায়েতে তাবলীগ তেমন ফলপ্রসু হইতেছে না।"

প্রতিবাদ

মাওলানা নূর হোসেন সাহেবের সাথে আমাদের দ্বিমত নাই। আলেমগণের পারস্পারিক হিংসা ও অনৈক্যের কারণেই যে, হেদায়েত ফলপ্রসু হইতেছে না তাহা একেবারে সত্য। তবে তিনি যে, শর্ষিণাকে হিংসা শূন্য স্থির করিয়াছেন আর শর্ষিণা ছাড়া অপর দল যত আছে, সকলকে হিংসুক ধারণা করিয়াছেন, ইহা তাহার এলমে তাছাওফে

www.islamicharf.org

অজ্ঞতা বা অন্ধ বিশ্বাস। বর্তমানে বাংলাদেশে শর্ষিণার ধ্বংসের কামনা করে এরূপ দল আছে বলে মনে হয় না। বরং শর্ষিণাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর দেখিতে চাহে এরূপ দল খোদা চাহে বহুতই আছে। আর শর্ষিণার দরবারের সকল সূফীরাই যে শর্ষিণা ছাড়া কোন দলকে এ বাংলাদেশে রাখিতে চায় না, সব দলকেই ধ্বংস করে হিটলারী রাজত্ব কায়েম করিতে চায়, তাহা "হেদায়েতুল মোছলেমীন" কিতাবের প্রত্যেক বক্তার বক্তৃতার ভিতর দিয়াই স্বপ্রমাণিত হইয়াছে। কাজেই হিংসুক থাকিলে শর্ষিণার দলই আছে। অবশ্য হিংসার আগুন যাহা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা খুব কম। তাহাদের ছিনার ভিতর যাহা আছে তাহা খুব বেশি, আস্তে আস্তে নূরানী কায়দায় প্রকাশ হইতে পারে।

আলেমদের অনৈক্যের দরুন হেদায়েত অচল তাহা ঠিক হইলেও হইতে পারে, তবে অনৈক্যের জন্য দোষী শর্ষিণার বিরোধী দল নয়, যেহেতু বিরোধী দল ফুরফুরার মাছলাক যে জৈনপুরী মাওলানা কেরামত আলী সাহেবের কিতাবসমূহ তাহা ভাল করে জানে এবং অক্ষরে অক্ষরে আমল করিয়া যাইতেছে। আর শর্ষিণার "নূরানী দল" যে দাবী করিতেছে তাহারাই ফুরফুরার ও মরহুম পীর সাহেবের মাছলাকের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা তাহাদের মিথ্যা দাবী। এই মিথ্যা দাবী যত দিন পর্যন্ত কায়েম থাকিবে ততদিন আলেমদের একতার আশা করা যায় না।

পীর সাহেবের উত্তরে মুফতী সাহেব তাহার ভাষণে বলেন

"মরহুম পীর কেবলা সাহেবের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহের কতক মাদ্রাসা হুজুরের তরীকা ছাড়িয়া দিয়া সুন্নতের খেলাফ চলিতেছে। পড়িয়াছে বটে কিন্তু ঐ সকল মাদ্রাসা হইতে কতক আলেম আলেমদের অনেকেই এমন বাহির হইয়াছে যাহারা কোরআন হাদীস তাই এই সমস্ত প্রকৃত আমল তাদের মধ্যে নাই। এই সমস্ত আবার হেদায়েতে তাবলীগে বাহির হইয়াছে; লোকের হেদায়েত কার্যকরী হইতেছে না।"

প্রতিবাদ

মুফতি সাহেবের ভাষণের সারমর্ম হইল, শর্ষিণা ছাড়া যত হাদী, আলেম আছেন তাঁহারা কিতাব পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু আমল নাই। বে-আমলী আলেমের হেদায়েতে যে, দেশ হেদায়েত হয়না তাহাতে আমাদের দ্বিমত নাই তবে তিনি যে শর্ষিণা মার্কা আলেমদিগকে বা-আমল আর শর্ষিণা ছাড়া যত আছে তাহাদিগকে বে-আমলী স্থির করিয়াছেন তাহা মুফতি সাহেবের বৃদ্ধ বয়সের ভ্রান্ত মত বা মিথ্যা প্রবঞ্চনা। যদি তিনি দাবী করেন ভ্রান্ত মত নয় তবে তিনির নিকট অনুরোধ জানানো যাইতেছে যে, তিনি বিরোধী দলের ভিতরে মরহুম পীর সাহেবের বা ফুরফুরা শরীফের কি কি খেলাফ আছে তাহার লিষ্ট পাঠাইয়া দিতে রাজী হউন। একবার তাহার কাছেও গদীনশীন পীর সাহেবের কাছে লিষ্ট তলব করা হইয়াছিল কিন্তু লিষ্ট দিতে রাজী হয়েন নাই। যাহারা বিপক্ষের কাছে লিষ্ট দিতে রাজী নয়, তাহাদের মিথ্যা প্রবঞ্চনায় কি লাভ হয় তাহা আমাদের বুঝে আসে না। যাহা হউক শর্ষিণা যে মরহুম পীর সাহেবের খেলাফ তাহার লিষ্ট ১নং দেওয়া গেল-

আপনারা যে নিয়তের তার লাগাইয়া এলমে তাছাওউফ হাসিল করিতেছেন তাহাতে মরহুম পীর সাহেবের ফতোয়ার অবমাননা ও খেলাফ করা হইতেছে। মরহুম পীর সাহেব যে, এলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ লিখিয়াছেন তাহার উপর আপনাদের আমল নাই; সুতরাং আপনারা বে-আমলী ওলামার দল। মরহুম পীর সাহেব তা'লীমে মারেফাতে লিখিয়াছেন, "যে ব্যক্তি এলমে তাছাওউফ জানে না সে ব্যক্তি ফাছেক, কাজেই আপনারা ফাছেক শ্রেণীভুক্ত। যতদিন পর্যন্ত আপনারা এলমে তাছাওউফ শিক্ষা করিয়া উহার উপর আমল না করিবেন ততদিন আপনারা যতই বোট, লঞ্চ বোঝাই করিয়া ওয়াজ করিবেন না কেন পূর্ণ হেদায়েতের আশা নাই।

www.islamicharf.org

পটুয়াখালী তা'লীমী জলসার রিপোর্ট

"হেদায়াতুল মোছলেমীন" কিতাবের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখা আছে

"পীর সাহেব সভার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাছাওউফ শিক্ষা করা কি? সকলে জওয়াব দিলেন ফরজ। হুজুর বলিলেন জাহেরী আমলসমূহ ঠিকমত আদায় করিবার জন্য জাহেরী এলেম শিক্ষা করা যেমন– ফরজ, ঠিক তেমনি অন্তরের কুরিপু সমূহ দূর করিয়া সু–স্বভাব অর্জন করার জন্য এলমে তাছাওউফও শিক্ষা করা ফরজ।"

৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন

"ওলামায়ে কেরাম আল্লাহর রহমতে জাহেরী এলেম অর্জন করিয়াছেন, এখন বাতেনী এলেম অর্জনের জন্য রীতিমত তরীকা মশ্‌ক করুন।"

প্রতিবাদ

পীর সাহেব এলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা যে ফরজ বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, তিনি একজন এলমে তাছাওউফে অভিজ্ঞ আলেম। আর এলমে তাছাওউফ শিক্ষা করার যে পদ্ধতি বাতাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এলমে তাছাওউফ কি জিনিস তিনি তাহার খোঁজ খবরই রাখেননা। যিনি এলমে তাছাওউফ কি জিনিস তাহার এখন পর্যন্ত খোঁজ করিয়াই উঠিতে পারেন নাই তিনি যে এলমে তাছাওউফে কত বড় মূর্খ রহিয়াছেন তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম দরবার শরীফ শর্ষিণা। এই দরবারের "শাহানশাহ" যিনি, তিনিই যখন এলমে তাছাওউফে অজ্ঞ, তখন এই দরবারের খলিফাদের অবস্থা কি? খলিফাদের যখনই এই অবস্থা তখন সাধারণ মুরীদানের কি অবস্থা! কথায় বলে, "যে গরু গাভীনই হয়নি, তার ওলানে দুধের ভার হয় কেমন করে? যে ওলানে দুধ তৈয়ারই হয়নি, সেই ওলানের তলে হাতুয়া পাতিয়া দোহন করিতে থাকিলে লাভটা কি?"

সত্য বলিতে কি, আজ শর্ষিণার খলিফার দল এবং তাহাদের দলপতি

গদীনশীন পীর সাহেব এত বড় অশিক্ষিত বোকার দল সাজিয়াছেন যে, তাহারা সকলেই নিয়তের তার বা পাইপ লাগাইয়া বসিয়া আছেন এলমে তাছাওউফ হাসিলের জন্য। খোদার গঞ্জে রহমত হইতে এলমে তাছাওউফ আসিতে থাকিবে তাহাদের কলব শরীফে, সেই আশায় কেয়ামত পর্যন্ত বসিয়া থাকিতে পারিবেন কিন্তু এলমে তাছাওউফে গন্ডমূর্খই থাকিয়া যাইবেন। তবে তরীকাত পন্থিরা বলিতে পারেন; মোরাকাবায় বসিয়া থাকিলে অন্তরে খোদার ভয় আসে, মহব্বত আসে, হরকত হয়, শরীরে মৃগী রোগীর ন্যায় কম্পন হয়, জজবা হয়, কাশ্‌ফ হয়, চীৎকার দেওয়া যায়, নূর দেখা যায়, ইহা কি এলমে তাছাওউফ নয়? আমি বলিতেছি, ইহার একটিও এলমে তাছাওউফ নয়। ইহাকে এলমে তাছাওউফ ধারণা করা মূর্খতা বৈ আর কিছুই নয়। এই মূর্খতা দূরীভূত না করিয়া যাহারা পীর সাহেব সাজিয়া সারা বাংলাদেশের দীক্ষাগুরু উপাধি লাভ করিয়া দরবার শরীফে লাখ লাখ মানুষের ভীর জমাইয়াছেন, তাহারা পরহেজগার নহেন বরং মস্তবড় ধোকাবাজ। আজ বাংলাদেশের প্রত্যেক জিলা, মহাকুমা, থানা, ইউনিয়ন হইতে লক্ষ লক্ষ লোক ছুটছে পঙ্গপালের মত শর্ষিণা দরবার শরীফের দিকে এলমে তাছাওউফ শিক্ষার জন্য। এক্ষণে শর্ষিণার এলমে তাছাওউফ কলেজের প্রিন্সিপাল গদীনশীন পীর সাহেব এলমে তাসাওউফ কি জিনিস এখন পর্যন্ত তাহার খোঁজই পান নাই। এখন লাখ লাখ মুরীদানের দশা কি?

এক্ষণে আমি পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি যখন এলমে তাসাওউফ কি জিনিস তাহার খবরই রাখেন না, তখন মুরীদদিগকে এলমে তাছাওউফ শিক্ষার ফরজ কাজটা কি দিয়া সমাধা করিতেছেন? আবার খেলাফতী দান করিয়া হাজার হাজার লোকের দাদা পীর সাজিয়াছেন কোন কায়দায়? শাদী করার পূর্বেই কি দাদাজী সাজা যায়? বা নাতীর মুখ দর্শন করা যায়? চিন্তা করিয়া দেখুন যে জিনিসটার জন্য বাংলাদেশের নিরীহ মুসলমান সমাজ স্টীমার, লঞ্চ বোঝাই করে ছুটছে আপনার দরবার শরীফের দিকে, অসংখ্য টাকা ব্যয় করে, আপনি সেই জিনিসটার এখন পর্যন্ত খবর রাখেন না। আপনার জবান মোবারক খুলিয়া

www.islamicharf.org

কি বলা উচিত নয় যে, ভাই সাহেবানরা আপনারা নেক গুমান করে যে জিনিসটার জন্য আমার কাছে এসেছেন সেই জিনিসটা আমার কাছে নাই সেই জিনিসটা আমার ওয়ালেদ সাহেব (রহঃ) ছিনার ভিতরে নিয়া কবর শরীফে শায়িত আছেন। আপনারা দেখুন, অন্য কোন স্থানে সেই জিনিসটা আছে কি না? যেখানে থাকে সেখানে আল্লাহর ওয়াস্তে চলে যান। এই হক কথাটা প্রচার করিয়া আপনি আপনার বেহেশতের পথটা পরিষ্কার করিতে পারিবেন কি? যদি না পারেন তবে আপনার পেটখানার ভিতরে যত বড় যকৃত প্লীহার বিমার আছে অন্য কাহারও পেটে অত বড় সাইজের প্লীহা আছে কি? এই প্লীহা দূরীভূত না করিয়া পীর সাহেব সাজা ঠিক হইয়াছে কি?

পীর সাহেবের ওয়াজ (৮৭ পৃষ্ঠা)

"আমি আপনাদিগকে হুশিয়ার করিয়া দিতেছি, পার্থিব রোগ হিসাবে বিবর্দ্ধিত প্লীহা হইতে নিষ্কৃতির জন্য আপনারা যেমন ঔষধ ব্যবহার করেন, কলবের এই নফ্‌ছে আম্মারা রূপ প্লীহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যও আপনাদিগকে ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। নফছে আম্মারাকে পরাজিত করিবার ঔষধ ব্যবহার না করিলে ঈমান লইয়া কবরে যাওয়া মুশকিল। নফছে আম্মারার প্রকাশ রূপ কি? হেরেছ, তামা, বোখল, হারাম, গীবত, কেজব, হাছাদ, কেবর, রিয়া, কিনা ও ওজব রূপে নফছে আম্মারা প্রকাশ পায় ঐ কুরিপুসমূহ মানুষের নেক আমলকে বরবাদ করে এবং বদ আমলে "আমলনামা" পূর্ণ করিয়া দেয়। কলবেরএই কুরিপুসমূহ দূর করিতে না পারিলে, উহা আপনার এবাদত বন্দেগীকে বরবাদ করিয়া দিবে। কূপের মধ্যে ইঁদুর পড়িয়া মরিলে ঐ কূপ পবিত্র করিবার জন্য এক নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি উঠাইয়া ফেলিতে হয়। কিন্তু ঐ ইঁদুর কূপ হইতে না উঠাইয়া আজীবন পানিই উত্তোলন করিতে থাকিলেও কূপ পাক হইবে না। ঠিক তদ্রূপ কুরিপুসমূহ দূর না করিয়া হাজার জেকের করিলেও আপনার কলব পাক হইবে না। কলবের প্লীহা রোগের ঔষধ হইল জেকের, এই জেকের এর দ্বারা আস্তে আস্তে কলবের মরিচাগুলি দূর হইয়া যায়।"

প্রতিবাদ

জনাব হজরত পীর সাহেব আপনার ভাষণে পরিষ্কারভাবে দাবী করিয়াছেন যে, জেসমানী (শারীরিক) বিমারের জন্য যেরূপ ঔষধ সেবন করিতে হয়, তদ্রূপ কলবী বিমারের জন্যও ঔষধ সেবন করিতে হইবে। অন্যথায় ঈমান লইয়া কবরে যাওয়াই মুশকিল। ঐ কলবী রোগ হইয়াছে নফ্‌ছে আম্মারা। যাহার প্রকাশরূপ অন্তরে কুরিপুসমূহ। উক্ত কুরিপুসমূহ দূরীভূত করিতে না পারিলে উহাতে এবাদত বন্দেগী বরবাদ হইয়া যাইবে। মোট কথা, আপনার মূল্যবান নসীহত হইল অন্তরের প্লীহা বা কুরিপুসমূহ দূর করিতে না পারিলে ঈমান নষ্ট হওয়া ও এবাদত বরবাদ যাওয়ার ভয় প্রদর্শন করা। জনাব, এই প্রকারের নসীহত শুনিয়াই তো লাখ লাখ লোক আপনার দরবারে মুরীদ হইয়াছে। তাহারা সকলেই কলবী বিমারের রোগী। আর আপনি তাহাদের পীর সাহেব বা কলবী বিমারের ডাক্তার সাহেব।

জনাব পীর সাহেব আমরা যদি জিজ্ঞাসা করি জেসমানী রোগের ডাক্তার, ডাক্তারী এলেম শিক্ষা না করিয়া হইতে পারে কি? তদুত্তরে নিশ্চয়ই বলিবেন হইতে পারে না। এক্ষণে আবার জিজ্ঞাসা করি, হুজুর কলবী রোগের ডাক্তার যে ব্যক্তি এলমে তাছাওউফ জানেন না সে হইতে পারে নাকি? তদুত্তরে কি বলিতে পারিবেন? হইতে পারে, কখনো না। নিশ্চয়ই বলিতে হইবে হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি হজরত যখন এলমে তাছাওউফ কি জিনিস এখন পর্যন্ত খোঁজই পান নাই। তবে আপনি কলবী রোগের ডাক্তার বা পীর সাহেব সাজিয়া কলবী রোগের ব্যবস্থাপত্র দিতেছেন কেমন করিয়া? জনাব, আপনার ব্যবস্তাপত্রের উদাহরণ দ্বারা লিখিতেছেন "যেরূপ কুয়ার ইঁদুর দূরীভূত না করিয়া ৬০ ডোল পানি তোলার ব্যবস্থা করিলে কূয়া পাক হয় না, তদ্রূপ অন্তরের কুরিপুসমূহ দূর না করিয়া হাজার জেকের করিলেও কলব পাক হইবে না।" এই ব্যবস্থাপত্রে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল, কলবের কুরিপুসমূহ দূরীভূত করার জন্য জেকের এলাজ নয়, জেকেরে কলব পাক হয় না। পর ছত্রে লিখিয়াছেন "কলবের প্লীহা রোগের ঔষধ হইল জেকের। এই

www.islamicharf.org

জেকের দ্বারা আস্তে আস্তে কৃলবের মরিচাগুলি দূর হইয়া যায়।"

জনাব আপনি পীর মানুষ, নেশার অভ্যাস আছে কি? না আন-পড়া মানুষ পন্ডিতি কথা বলিতে চাহিলে "আবল তাবল বকে তদ্রূপ হইলেন? সত্য বলিতে কি, যেরূপ আনপড়া ডাক্তারের হাতে "জেসমানী রোগী" পরিলে জেসমানী রোগের আরোগ্য হওয়ার আশা থাকে না, বরং রোগী মারা যাওয়ার ভয় থাকে, তদ্রূপ তাছাওউফ বিহীন পীরের হাতে পরিলেও মুরীদের কৃলবের এসলাহ হওয়ার আশা করা যায় না। হুজুরের নিকট আমার আরজ, আপনি কিছু দিনের জন্য অর্থাৎ এলমে তাছাওউফের ফরজে কেফায়া দরজা হাসিল করিতে যতদিন লাগে ততদিনের জন্য আপনার ডাক্তারখানা বা এলমে তাছাওউফের কলেজখানা বন্ধ রাখিয়া দেন। যখন পড়া ডাক্তার হইবেন তখণ পীরগিরী করিবেন। তবে মুরীদানের নিকট ওয়াদা নিতে পারেন যে, তাহারা যেন অন্য কোথাও না যায়। আর তাহারা যাইবেও না।

"হেদায়াতুল মোছলেমীনের" ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে

"আমি আল্লাহর শোকরিয়া হিসেবে বলিতেছি, আমি আমার ওয়ালেদ সাহেব কেব্‌লা (রহঃ) কে ছেরাতুল মোস্তাকীমের উপর পাইয়াছি, এবিষয় আমার একটি খাব শুনুন- "একবার আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি নামাজ পড়িবার জন্য বায়তুল্লাহ শরীফে ঢুকিয়াছি। দরজা দিয়া ঢুকিতেই কতগুলি সবুজ মোছাল্লা দেখিতে পাইলাম। উহার মধ্যে আমি যেখানায় দাঁড়াইলাম সেইখানার রং বেশ উজ্জল ছিল। এ ছাড়া বাকী মোছাল্লাগুলির রং প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। এই খাব দ্বারা আমার প্রত্যয় হইল যে, আমি ঠিক মাছ্‌লকের উপরই আছি।"

প্রতিবাদ

পীর সাহেবের খাব দেখা এবং তাহার তাবীর দ্বারা মুরীদানরা ভাল রকম বুঝিয়াছে যে, বর্তমানে শর্ষিণার দরবার শরীফ খাঁটি, আর বাকী সব দরবারগুলি খাঁটি নয়। যদি খাঁটি হইত তবে রং জ্বলিয়া গিয়াছে কেন? মনে হয়, পীর সাহেবের খাব বর্ণনার পর লাখী দরবারখানা অন্ততঃ দেড় লাখীতে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ আরও দুই চারটি খাব দেখিয়া মতলবী তাবীর করিতে পারিলে আড়াই লাখী, পাঁচ লাখী হইতে বড় বেশি দেরী হইবে না। রং উঠিয়া যাওয়ার দরবারগুলির মুরীদানরা যখন শর্ষিণার দিকে দৌড় আরম্ভ করিবে তখন বোধহয় পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলি 'একোয়ার' আইনে বেদখল হইয়া যাইবে। এখন কথা হইল রং উঠা দরবারের পীর সাহেবেরা যখন খাব দেখা আরম্ভ করিবে আর মতলবী ব্যাখ্যা শুরু হইয়া যাইবে তখন রং দেখা দরবার শরীফ টিকাইয়া রাখিতে পারে কি না ইহাতে সন্দেহ আছে।

সত্য কথা বলিতে কি, পীর সাহেব যদি তাছাওউফের এলেমে অজ্ঞ না থাকিতেন তবে খাবের এইরূপ তাবীর করিয়া অজ্ঞতার পরিচয় দিতেন না। পীর সাহেবের খাবের তাবীর হইল, বর্তমানে পীর সাহেবদের যতটা দরবার আছে তন্মধ্যে শর্ষিণার দরবার 'চকমকে উজ্জ্বল' অর্থাৎ জাঁকজমকপূর্ণ। পীর সাহেব বোট নৌকায় আরামে বসা থাকেন, লঞ্চে বোট টানিয়া নেয় দরবারে সব সময় মৌলভী সাহেবদের ভীর জমান থাকে, মূর্খ সমাজের ভীর সরাইয়া পীর সাহেবের পায়খানা, পেশাব, খাওয়া দাওয়া এবং চলাফিরা কষ্টকর। বাড়ির ঘাটে হাজার হাজার নৌকা লাগান থাকে, বাৎসরিক সভায় যখন দোকানদার ও পাবলিক দল দরবার শরীফের দিকে ছুটে তখন খাল জুড়িয়া শর্ষিণার গৌরব কীর্তন হইতে থাকে। ইহাই বোধ হয় সবুজ রং-এর তাবীর ; আর যতখানা দরবার আছে তাহা এত জাঁকজমকপূর্ণ নয়। এক্ষণে পীর সাহেবের মতলবী তাবীর হইল, তাহার দরবার খাঁটি আর বাকীগুলি অখাঁটি। এক্ষণে খাঁটি-অখাঁটি সিদ্ধান্ত করার জন্য যে খাব দলীল নয়, তাহা হইতে পীর সাহেব বে-খবর।

তাছাওউফের কিতাবে লিখা আছে খাব একটি ভাল হালত বটে, কিন্তু ইহার ভিতরে সাংঘাতিক ধোকা আছে খাবের মাছয়ালা না জানিলে পথভ্রষ্ট হইয়া যাওয়ার ভয় আছে। খাবের দ্বারা কোন মাছয়ালা সাব্যস্ত হয় না। পীর সাহেব তাঁহার খাব দ্বারা মাছয়ালা সিদ্ধান্ত করিলেন ইহা তাঁহার তাছাওউফের এলেমের অজ্ঞতা। খাঁটি-অখাঁটি ঠিক করার জন্য দলীল

www.islamicharf.org

মৌজুদ আছে। মাওলানা মরহুম কেরামত আলী সাহেবের 'জখিরায়ে কেরামত' কিতাবের তৃতীয় খন্ডে লিখিত আছে– বাংলাদেশে দুই দল লোক দাগাবাজ, একদল হইল যাহারা দুই এলেমের আলেম না হইয়া পীরগিরী করিতেছে। এই দলীল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় পীর সাহেব যখন এলমে তাছাওউফে অজ্ঞ সুতরাং তিনি একজন 'দাগাবাজ' লোক। এক্ষণে খাবের দ্বারা কামালিয়াত প্রকাশ করা ভন্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়। এক দেশে চারজন পীর আছে সকলেই যদি উক্ত পীর সাহেবের মত একই খাব দেখেন তবে একটা তুমুল যুদ্ধের যোগাড় হইবে কি না? বিশেষ কি লিখা যায় যাহাদের শরায়ী দলীলের অযোগাড় আছে তাঁহারাই মুরীদ রাজ্য ঠিক রাখার জন্য খাবের পর খাব দেখিতে থাকে।

পীর সাহেবের ওয়াজ (৬০ পৃষ্ঠা)

"যাহা হউক, কোন হিংসুকের হিংসামূলক কথায় আপনারা মনক্ষুণ্ন বা উদ্দমহীন হইবেন না। আপনি নিজের জীবনে সুন্নাত তরীকা আমল করিয়া চলিবেন ও ইসলামের খেদমতে আত্মোৎসর্গ করিবেন। লোক মৌচাকের দিকেই আনাগোনা করে, বোলতার বাসার দিকে কেহ যায় না। যে পুকুরে পানি আছে, মানুষ সে পুকুরেই যায়, পক্ষান্তরে যে পুকুরে পানি না থাকে সেখানে কেহই যায় না। আলোহীন বা অন্ধকার বাড়িতে যেরূপ পেঁচা বাস করে, নূরহীন ক্বলবে তদ্রূপ কুরিপুসমূহ বাস করে।"

প্রতিবাদ

জনাব, আপনার মনক্ষুণ্ন ও উদ্দমহীন মুরীদদিগকে যে নসীহতপূর্ণ কথা শুনাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, আপনি আপনার দরবারকে হিংসা শূন্য দরবার ঠিক করিয়াছেন। আর অপর দরবারগুলিকে হিংসাপূর্ণ দরবার। নিজের দরবারকে সুন্নাতি দরবার আর অপরগুলিকে অ-সুন্নাতি দরবার, আপনার দরবারকে মৌচাকের বাসা, আর অপর দরবারকে বোলতার বাসা স্থির করিয়াছেন। আপনাদের দরবারের পুকুরগুলিতে ভরপুর পানি, আর অপর দরবারের পুকুরগুলি পানিশূন্য দেখিতেছেন। আপনার দরবারকে আলো ওয়ালা দরবার, আর অপরগুলিকে আলোশূন্য

দরবার স্থির করিয়াছেন। আপনার ক্বলব শরীফ উজ্জল, কাজেই পেঁচার বাসা নাই, আর যত পীর এদেশে আছে, কাহারও ক্বলব উজ্জ্বল নয়, সব আলোহীন ক্বলব, কাজেই পেঁচার বাসা।

জনাব পীর সাহেব, এ বাংলাদেশে সর্ব সাধারণের ধারণা, পীরাণা দরবার শরীফ বলতে শর্ষিণা বুঝা যায়। বিমার হইলে, মোকাদ্দমায় পরলে, বালা-মুসীবত দেখলে, মান্নত করিতে চাহিলে শর্ষিণায়ই মান্নত করে। গাছপালা, তরুলতায় বালা-মুসীবত দূর করার ইচ্ছা করিলে, বা বরকত লাগানোর মনস্থ করিলে মান্নত শর্ষিণায়ই করিয়া থাকে। মুরীদ হওয়ার ইচ্ছা থাকিলে শর্ষিণার দিকেই ছুটে।

সর্বসাধারণের চক্ষে শর্ষিণার স্থান ছাড়া কোথাও পীরাণা দরবার আছে বলে তাহারা জানেই না। আজ আপনার আড়াইলাখী দরবার ; এদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই চারিটি দরবার যাহা আছে, তাহারাও তাহাদের দরবার শরীফ বন্ধ করে আপনার দরবার শরীফের দিকে ছুটে আপনার ফয়েজ হাসিলের জন্য। এক কথায় সমগ্র বাংলাদেশের পীর সাহেবেরা আপনার কাছে করজোড়ে নত আছে। সকলের মুখেই আজ শর্ষিণার জয়গান হইতেছে। এমতাবস্থায়, আপনার মুখে তাঁহাদিগকে হিংসুক, বোলতার বাসা, পানিহীন পুকুর, আলোহীন পেঁচার বাসা বলে গালি বর্ষণ করায় মকসুদ কি? আপনি জার্মানের হিটলারী তরীকা অবলম্বন করিলেন কেন?

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দরবারগুলি দেখিয়া আপনার জ্বালানী-পোড়ানী উঠছে কেন? আপনার বৃহৎ দরবার শরীফ দেখিয়া তো কাহারো জ্বালানী, পোড়ানী উঠে নাই। এক্ষণে হিংসুক তাহারা না আপনি? তাহাদের পেটের ভিতর হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলিতেছে? না আপনার পেটের ভিতর হিংসার অগ্নিকুন্ড লেলিহান রূপে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে? আপনার মুখে যেরূপ হিংসার আগুন ফাতফাত করিতেছে অপর কাহারও মুখে তো সেরূপ ফাত ফাত করিতেছে না। আজ শর্ষিণা দরবারের ছানা সিফাত না করে এমন পীর এ বাংলাদেশে আছে কি? আপনি ক্ষুদ্র বাতিগুলি নিভাইতে চাহেন কেন? আপনার ডে-লাইট বাতিটা তো কোন পীর নিভাইতে চাহে না। বরং আপনার আশ্রয়ে তাহারা আমানে থাকিতে চায়। আপনি আমান

www.islamicharf.org

দিবেন না ভাল কথা, দলবলসহ ক্ষুদ্র বাতিগুলির উপর ঝাপাইয়া পড়িয়াছেন কোন মাকসুদে? আপনার পেটখানার ভিতরে হিংসার আগুন যে এত মস্ত বড় বোঝাই, তাহা আপনার পটুয়াখালী তা'লীমী জলসার রিপোর্ট পুস্তকখানা পাঠ না করিলে বুঝিতাম না। বইখানা আমাদের খুব ভ্রম দূর করিয়াছে। আমরা জানিতাম, হিংসার আগুন হইতে কেহ আমান না পাইলেও আমাদের শর্ষিণা আমান আছে। এখন দেখি শর্ষিণার আগুনের তেজ সর্ব গুণে বেশি। আর হইবে না কেন? বড় খড়ের পালায় আগুন ধরিলে জগত উজ্জ্বল হইয়া যায়। জানিবেন-

"আপনাকে বড় বলে, বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।"

আপনারা সকলেই যে, আত্মপ্রশংসায় বড় হইয়াছেন ইহা আপনাদের মূর্খতা। আপনি যদি এলমে তাছাওউফে মূর্খ না হইতেন, তাহা হইলে খাঁটি পীর, জাল পীর, হিংসুক পীর ও হিংসা শূন্য পীরের সিফাত বর্ণনা করিয়া মুরীদদিগকে শুনাইয়া দিতেন। তাহাতে তাহারা খাঁটি-অখাঁটি, ভালমন্দ বুঝিতে পারিত। আপনি তাহা না করিয়া নিজকে খাঁটি বলিয়া মার্কা মারিয়াছেন। ইহাতে আপনার মূর্খতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে লাভ করিয়াছেন, মূর্খের দলের ভীর জমাইতে পারিয়াছেন আর যাহারা এলমে তাছাওউফের আলোতে আলোকিত হইয়াছেন, তাহারা আপনাকে ধিক্কার দিয়া দূরে সরিয়াছেন।

পীর সাহেবের ওয়াজ (৬০-৬১ পৃঃ)

'হক্কানী অলীয়ে কামেলের সম্মুখে নফ্ছানিয়াতপূর্ণ আলেমের কি দশা হয় তাহার একটি কাহিনী শুনুন- একদা একজন শরীয়তে পাবন্দ আবেদ এক আলেমের দরবারে উপস্থিত হইয়া বিরাট কুতুবখানা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এগুলি কি? (این همه چیست) আলেম সাহেব নিরীহ আবেদের দিকে বক্র দৃষ্টি হানিয়া উপহাস সহকারে উত্তর করিলেন- "এ সমস্ত কি জিনিস তাহা তুমি বুঝিবে না।" (این همه چیست که تو ندانی) অহঙ্কারী আলেমের দর্পপূর্ণ কথায় আল্লাহর অলীর মনে ব্যাথা লাগিল।

তিনি কিছু দূর চলিয়া যাইতেই আলেম সাহেবের কুতুবখানায় আগুন লাগিয়া গেল এবং সমস্ত কিতাব পুড়িয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। এতদ্দর্শনে আলেম সাহেব শোকাতুর হইয়া আবেদ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- এ কি হইল? দরবেশ সাহেব প্রত্যুত্তরে বলিলেন, এ সকল আপনি বুঝিবেন না। (این همه چیست که ندانی) আলেম সাহেব লজ্জিত হইলেন এবং দরবেশ সাহেবের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন- "এখন আমি কি উপায়ে আমার কিতাবগুলি ফিরিয়া পাইতে পারি?" দরবেশ সাহেব স্মিত হাস্যে বলিলেন- আপনি ভস্ম কিতাবগুলি পুকুরে ভিজাইয়া রাখুন।" আলেম সাহেব তাহাই করিলেন, দেখিলেন ভস্মগুলি পূর্ববৎ কিতাবের আকার ধারণ করিয়াছে। তখন তিনি উহা উঠাইয়া নিয়া কুতুবখানায় রাখিয়া দিলেন। এই কাহিনী দ্বারা আপনারা নফ্ছ পোরস্ত আলেম ও শরীয়তের পাবন্দ অলীয়ে কামেলের পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন।"

প্রতিবাদ

জনাব পীর সাহেব, আপনি হক্কানী অলীয়ে কামেলের সিফাত এবং নফ্ছ পোরস্ত আলেমের সিফাত বর্ণনা না করিয়া একটি কেরামত কাহিনী শুনাইলেন। তাহাতে পরিষ্কার বুঝা গেল, যাহারা অলীয়ে কামেলের সঙ্গে বেআদবী করিবে তাহারাই নফ্ছ পোরস্ত আলেম। আর যাহারা নফ্ছ পোরস্ত আলেমের কুতুবখানা পুড়িয়া ছাই ভস্ম করিয়া পুকুরে ভিজাইয়া পুনঃ তৈয়ার করিয়া দিতে পারিবেন তাহারাই অলীয়ে কামেল।

জনাব, এ বাংলাদেশের ভিতর যত অলীয়ে কামেল আছে, তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অলীয়ে কামেল তো আপনি বলে আমাদের ধারণা। আপনার সঙ্গে যে সমস্ত নফ্ছ পোরস্ত আলেমেরা বে-আদবী করিতেছেন, তাঁহাদের কুতুবখানা পুড়িয়া ছাই ভস্ম করিয়া পুকুরে ভিজাইয়া পুনঃ কিতাবগুলি আলমারীতে রাখিতে পারিয়াছেন কি? বা সামনে পারিবেন কি? যাহারা আপনাদিগকে 'খুরুমবাদ্‌শাহ্‌,' ভন্ডের দল, আরও কত কিছু বলিয়া বকা দিয়াছিল তাহাদের একখানা কিতাবের পাতা পুড়িয়া ছাই ভস্ম করিতে

www.islamicharf.org

পারিয়াছেন কি? যদি না পারিয়া থাকেন তবে আপনি তো অলীয়ে কামেল সাজিতে পারিলেন না। যখন আপনি অলীয়ে কামেল টিকিলেন না, তখন এ বাংলাদেশে অলীয়ে কামেল তো নাই। এক্ষণে নফ্ছ পোরস্ত আলেম ঠিক করার উপায় কি?

জনাব, আপনার ভাষণ দ্বারা অসংখ্য অলীয়ে কামেলের বেলায়েত অস্বীকার করিয়াছেন, এমনকি আপনার ওয়ালেদ সাহেবের 'বেলায়েত' ও এনকার করিয়াছেন। যেহেতু তিনিকে যাহারা গালি বর্ষণ করিয়াছিল তাহাদের কিতাবের পাতা পুড়িয়া ছাই করিতে পারেন নাই। যদি অলীদের সাথে বেআদবী করিলে কিতাব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত, তবে বি.ডি. হাবিবুল্লার 'ব্ল্যাক মার্কেট" কিতাবের প্রতিবাদ রদ্দে দুরমুজ শরীয়তী মুগুর বাহির হইত না; যেহেতু "ব্ল্যাক মার্কেট", দুরমুজ, ছাপানের সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত।

সত্য বলিতে কি, কেরামত বর্ণনা দ্বারা অলীয়ে কামেল স্থির করা পীর সাহেবের মূর্খতা বৈ আর কিছুই নহে। কেরামত দ্বারা অলীয়ে কামেল সাব্যস্থ হইলে কানা দাজ্জালই হইবে বড় অলী। আপনি এলমে তাছাওউফে মূর্খ না হইলে এইরূপ আজগুবী কাহিনী বর্ণনা করিয়া মূর্খ মুরীদের মন প্রফুল্লিত করিতে পারিতেন না।

জানিবেন অলীয়ে কামেল হওয়ার জন্য কেরামত শর্ত নহে। যাহারা শর্ত স্থির করিয়াছে তাহারা নিছক মূর্খ। জীবনে একটি কেরামত বাহির না হইলেও সে কামেল অলী হইতে পারে। নফ্ছ পোরস্ত আলেম ঠিক করিতে হইলে কিতাব পোড়াপুড়ির দরকার হয় না। সিফাত দ্বারা যাহারা অলীয়ে কামেল স্থির হইয়াছেন, তাহাদের বিরোধী দল যাহারা, তাহারাই নফ্ছ পোরস্ত আলেম।

এখন শুনুন, অলীয়ে কামেল বা মোর্শেদে কামেল কাহারা? যাহাদের মধ্যে 'কাওলুল জামীল' কিতাবে লিখিত পঞ্চ সিফাত আছে, তাহারাই মোর্শেদে কামেল বা অলীয়ে কামেল। আর যাহাদের মধ্যে উক্ত পঞ্চ সিফাত পাওয়া যায় না কিন্তু মোর্শেদী গদী দখল করিয়া বসিয়া আছেন বা

যাহারা দুই এল্মের আলেম না হইয়া 'ওয়ায়েজ' সাজিয়াছেন তাহারাই নফ্ছ পোরস্ত আলেম। হুজুর যখন এখন পর্যন্ত এলমে তাছাওউফের খোঁজই করিয়া উঠিতে পারেন নাই, অথচ পীরানা গদী দখল করিয়া বসিয়াছেন এবং বড় ওয়ায়েজ সাজিয়াছেন সুতরাং আপনিই তো নফ্ছ পোরস্ত আলেম।

এইরূপ যাহারা দুই এলেমের আলেম না হইয়া পীরগিরী করিতেছে বা ওয়ায়েজ সাজিয়া ওয়াজ করিয়া বেড়াইতেছে তাহারাও নফ্ছ পোরস্ত আলেম। জনাব পীর সাহেব, কাহারা খাঁটি আলেম কাহারা খাঁটি নয়, আর কাহারা খাঁটি পীর আর কাহারা খাঁটি পীর নয়, কাহারা খাঁটি হাদী আর কাহারা খাঁটি হাদী নয়, তাহা সমাজকে অবগত করানোর জন্য "এজহারে হক" প্রথম খন্ড ছাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মেহেরবানী করিয়া আমার কিতাবখানা নিজে পাঠ করিয়া দেখিবেন এবং মুরীদ মোতাকেদদিগকে পাঠ করার অনুমতি দান করিবেন।

পীর সাহেবের ওয়াজ (৫৯ পৃষ্ঠা)

"পীর হওয়ার জন্য টাইটেল পাশ বা দাওরা পাশ হওয়া শর্ত নহে।"

প্রতিবাদ

পীর সাহেব যে, পীর হওয়ার জন্য টাইটেল বা দাওরা পাশ হওয়া শর্ত নহে বলিয়াছেন তাহা ঠিকই। কারণ পীর হওয়ার জন্য যেরূপ কোরআন হাদীস তত্ত্ববিধ আলেম হওয়ার দরকার, বর্তমান টাইটেল বা দাওরা পাশে সেইরূপ এলেম হাসিল হয় না। কাজেই শুধু টাইটেল বা দাওরা পাশ হইলেই হইবে না। দেখিতে হইবে প্রকৃতপক্ষে কোরআন-হাদীস তত্ত্ববিধ আলেম হইয়াছে কি না? এক্ষণে যাহারা কোরআন-হাদীসে তত্ত্ববিধ আলেম না হইয়া পীরগিরী করিতেছে, তাহারা জাল পীর। আর যাহারা মুরীদের বে-এলমীর দাগ দূরীভূত না করিয়া অবাধে খেলাফত নামা দান করিয়া দাদা পীর সাজিয়াছেন তাহারাও হক্কানী পীর নহে। আর এক প্রকার পীর আছে, 'ইল্‌চী পীর।' তাহারা মুরীদ বানাইতে পারে না। তাহারা পীর ভাইদিগকে ছবক বাতাইতে পারে। তাহাদের জন্য কোন

www.islamicharf.org

এলেম হওয়া শর্ত নয়। পীরের সোহবতে থাকাও শর্ত নয়। পীর সাহেব যে লিখিয়াছেন, পীর হওয়ার জন্য "টাইটেল বা দাওরা পাশ হওয়া শর্ত নহে।" তাহাতে যদি কোন মুরীদের ধারণা হইয়া থাকে যে, পীর হওয়ার জন্য টাইটেল পাশের মত এত এলেম শিক্ষা করার দরকার হয় না। অল্প কিছু এলেম হইলেই যথেষ্ট। তবে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা।

পীর সাহেবের ওয়াজ (৫৯-৬০ পৃষ্ঠা)

"আপনারা নিজ নিজ পীরের প্রতি দেলী মহব্বত রাখিবেন এবং প্রাণ পণে আদব রক্ষা করিয়া চলিবেন। কথাবার্তায়, চালচলনে অথবা ইঙ্গিত-ইশারায় এক কথায় কোন রূপেই পীরের সঙ্গে বেআদবী করিবেন না। পীরের সঙ্গে বে-আদবীকরাকে নিজের জন্য মোহ্‌লেক জানিবেন। যেমনঃ কিতাবে আছে- আল্লাহর সঙ্গে বে-আদবী করিয়া খাঁটি মনে তওবা করিলে আল্লাহ পাক বান্দার তওবা কবুল করেন। কিন্তু রাসূলে পাক (সঃ) এর সম্পর্কে কেহ কোনরূপ বে-আদবী কথা বলিলে আল্লাহ পাক তাহা ক্ষমা করেন না। এমন কি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হাজার তওবা করিলেও আল্লাহ তায়ালা তওবা কবুল করিবেন না। তদ্রূপ আল্লাহর ওলীগণের সঙ্গে কেহ বে-আদবী করিলে ইহা আল্লাহ মাফ করিবেন না। যেমনঃ হাদীসে কুদসীতে আছে–

من عاد لى وليا فقد اذنته بالحرب

অর্থাৎ– (আল্লাহ তায়ালা বলেন) যে ব্যক্তি আমার কোন অলীর সঙ্গে শত্রুতাপোষণ করে, নিশ্চয়ই আমি তাহাকে যুদ্ধের দিকে আহ্বান করি"।

প্রতিবাদ

জনাব পীর সাহেব, আপনি স্বীয় মুরীদদিগকে আদব শিক্ষা দিয়া পীর পজিশন বৃদ্ধি করিবেন ভাল কথা, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের পজিশন নষ্ট করিয়া কেন? আপনি যে আপনার ভাষণে রাসূলের সঙ্গে বে-আদবী করিলে হাজার তওবা করিলেও মাফ হইবে না ইহা কি সত্য প্রচার? যদি সত্য প্রচার হয়, তাহা হইলে আপনি দাড়িকাটা মানুষদিগকে তওবা করাইয়া মুরীদ বানাইতেছেন কোন কায়দায়? দাড়ি রাখা তরীকায়ে সুন্নাত, আমল করা ফরজ। যাহারা দাড়ি কাটিয়াছে তাহারা আল্লাহ ও রাসূল উভয়ের

সঙ্গে বে-আদবী করিয়াছে। অবশ্য আল্লাহর বে-আদবী মাফ হইলেও রাসূলের বে-আদবী মাফ হইবে না। ইহাই আপনার উপদেশের সারমর্ম।

এক্ষণে আপনার মুরীদানের মধ্যে যাহারা জীবনে একবারও দাড়ি কাটিয়াছে আপনি তাহাদিগকেও দোজখী বলিয়া মার্কা মারিয়াছেন। এক্ষণে আপনি তাহাদিগকে দলভুক্ত রাখিয়াছেন কেন? যাহারা জীবনে একবারও কোনও সুন্নাত তরক করিয়াছে, তাহারাও আপনার ফতোয়া অনুযায়ী মার্কামারা দোজখী। এক্ষণে দোজখী মার্কাদিগকে দরবার হইতে তাড়াইয়া দিতেছেন না কি জন্য? যাহাদের মাফ হওয়ার আশা নাই তাহাদের থেকে 'নজর' আদায় করা হয় কেমন করিয়া? আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি মরহুম পীর সাহেব বহু দাড়ি কাটা লোকদিগকে তওবা করাইয়াছেন। যদি রাসূলের সঙ্গে বে-আদবী করিলে তওবার দরজা বন্ধ হইয়া যাইত, তবে তিনি কি তাহাদিগকে তওবা করাইতে বাধ্য হইতেন? কখনই না। রাসুলের সঙ্গে বে-আদবী করিলে যদি তওবা কবুল না হয়, তবে হযরত আমীর হামজা (রাঃ) কাতেল (হত্যাকারী) ওয়াহ্‌শির (রাঃ) এর তওবা কবুল হইল কিভাবে? সে তওবা ঐ রাসূলের হাতেই হইয়াছিল। রাসূলের সঙ্গে বে-আদবী করিয়া মাফ পাইয়া থাকিলে; পীরের সঙ্গে বে-আদবী করিয়া মাফ্ পাওয়া যাইবে না কেন? পীর সাহেব কি তবে আল্লাহ্ ও রাসূলের চেয়েও বড় হইয়া গেলেন?

পীর সাহেবের সঙ্গে বে-আদবী করিলে যে হাজার তওবা করিলেও মাফ নাই বলিয়া দলীল স্বরূপ একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন, সেই হাদীসের কোন হরফে তওবা কবুল না হওয়ার কথা লিখা আছে, তাহা এ বাংলাদেশের কোন মোহাদ্দেস বা দুনিয়ার কোন মোহাদ্দেস খুঁজিয়া পাইবেন কি? মরহুম পীর সাহেবের সঙ্গে যে ব্যক্তি বে-আদবী করিয়াছিল তাহাকে দেখি সভায় সভায় মাফ করিয়া দিতেন। যদি মাফই না হইত তবে মোনাজাত করিয়া যে মাফ দিতেন তাহা কি সবই ধোকাবাজী ছিল? আপনার ৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত নফছ পোরস্ত আলেম যে একজন অলীর সঙ্গে বে-আদবী করিয়া তাহার কিতাবগুলি পুড়িয়া ছাই ভস্ম হওয়ার পর তওবা করিয়া মাফ পাইয়াছেন এবং কামেল হইয়াছিলেন, ইহা কি আপনার

www.islamicharf.org

মিথ্যা প্রচার ছিল? আপনি একবার বলেন মাফ হইয়া যায় আবার বলেন মাফ হয় না, এখন আপনার কোন ফতোয়ার উপর মুরীদানরা আমল করিবে ইহাই চিন্তার বিষয়।

এতদিন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল, আপনি এলমে জাহের ও এলমে তাছাওউফে একজন মস্ত বড় আল্লামা। আর এজন্যাই তাছাওউফ শিক্ষা ১ম খন্ডে আপনার অভিমত স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে পটুয়াখালী তা'লীমী জলসার রিপোর্ট পাঠ করিয়া আমাদের সেই ধারণা ভুলে পরিনত হইয়া গেল, উক্ত কিতাবখানা আমরা পাঠ করিয়া স্ববিশেষ উপকৃত হইলাম। সমাজের একটা মস্ত বড় ভুল ধারণা চিরতরে দূরীভূত হইয়া গেল। সংগ্রাহক কে আল্লাহ তায়ালা দো-জাহানের নেকী দান করেন।

পীর সাহেবের খেদমতে আরজ

আমার প্রতিবাদ পুস্তকখানা শর্ষিণা দরবার শরীফের সঙ্গে না মিলাইয়া, কিতাবের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে মর্জি ফরমাইবেন। যদি একটি হরফও কিতাবের খেলাফ না হয়, তবে আপনার 'হেদায়াতুল মোছলেমীন' কিতাবখানা সংশোধন করিয়া দিতে অনুমতি প্রদান করিবেন। আর যদি খেলাফ হয় তবে প্রতিবাদ পুস্তক ছাপাইয়া দিতে পারেন। আর যদি সাক্ষাৎ মতে 'বাহাছ তর্ক' করিতে এরাদা রাখেন তবে আমি সব সময়ের জন্য প্রস্তুত আছি। আমীন!

ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما ترقيقي الا الله واخر
د عو ا نا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام علي
سيد المرسلين- امين

২য় খন্ড সমাপ্ত

তৃতীয় খন্ড পাঠ করুন

দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্য পাঠ করুন ইসলাম জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী লিখক নায়েবে রাসূল, মুজাদ্দিদে আ'জম, পীরে কামেল আলহাজ্জ শাহ্ ছূফী

মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ)-এর বাংলা ভাষায় লিখিতঃ

১।	কুরআন শরীফের বাংলা তাফসীর ১ম থেকে ৫ম পাড়া পর্যন্ত (বাকী যন্ত্রস্থ)	
২।	শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম	
৩।	তাছাওউফ শিক্ষা	১৫ খন্ড
৪।	ইসলাম শিক্ষা	৩ খন্ড
৫।	এজহারে হক	৭ খন্ড
৬।	তাবলীগ	৫ খন্ড
৭।	আহওয়ালে আখেরাত	৩ খন্ড
৮।	পর্দা	
৯।	দুরমুজচূর্ণ	
১০।	সত্য প্রকাশ বা ধূম্রবিনাশ পুস্তিকার প্রতিবাদ	
১১।	ইবাদতে রুহানী, জিছমানী ও মালী	
১২।	রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র	৯ খন্ড
১৩।	তরীকত শিক্ষা	২ খন্ড
১৪।	এছলাহে কলব	
১৫।	ফিক্বাহ শিক্ষা এবাদত ও মোয়ামালাত খন্ড	
১৬।	রদ্দে কাদিয়ানী	
১৭।	নাস্তিকতার প্রতিরোধ	
১৮।	শরীয়তের দৃষ্টিতে ধূমপান	

উপরোক্ত কিতাবসমূহ পাওয়ার জন্য আজই যোগাযোগ করুন-
জামাতুল মোসলেমীন লাইব্রেরী
পোঃ দুধল মাদ্রাসা, থানাঃ বাকেরগঞ্জ, জিলাঃ বরিশাল।

www.islamicharf.org

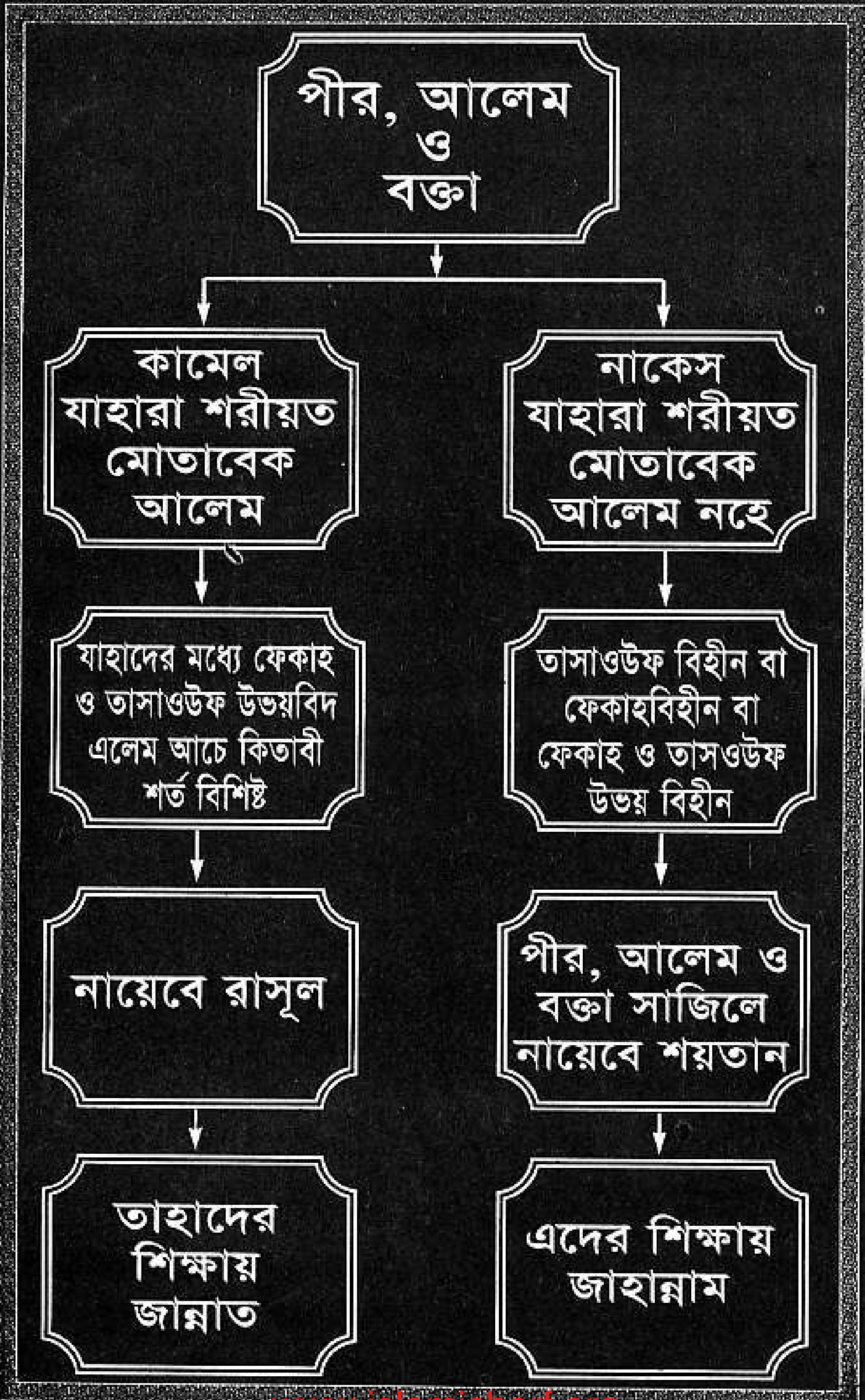

www.islamicharf.org

এজহারে হক

৩য় খন্ড

❑ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا *

❑ كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ الخ

❑ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ *

লেখক

নায়েবে রাসূল, মুজাদ্দিদে আ'জম ও পীরে কামেল
আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ)

www.islamicharf.org

প্রকাশকঃ

✪ মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আঃ ওয়াহিদ সাহেব
গ্রামঃ দুধল
পোঃ দুধল মাদ্রাসা
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

ও

✪ মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আঃ শাকুর সাহেব
গ্রামঃ মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসা
পোঃ দামপাড়া
নিকলী, কিশোরগঞ্জ।

মুদ্রণকালঃ ২০০১ ইং

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বিশ্বে প্রচারকল্পে প্রতিটি কিতাবের বিনিময় বা মূল্য স্বরূপ দ্বীনি সাহায্য– ১০.০০ টাকা মাত্র

দুধল পীর সাহেবের দরবারের বাৎসরিক মাহফিল প্রতি বৎসর ৭, ৮ ও ৯ই ফাল্গুন এবং ২১, ২২ ও ২৩শে কার্তিক।

ভূমিকা

অন্তরের একটি ধারণার নাম গুরুর অর্থাৎ ভুল ধারণা– এই ভুল ধারণা অন্তর হইতে দূরীভূত না হইলে, মানুষ হেদায়েত প্রাপ্ত হইতে পারে না। অমুসলমান সমাজ সকলেই এই ভুল ধারণায় পতিত আছে। য়ুছাইদল ও ইছাইদল মনে করেন, তাহারা নিজ নিজ ধর্ম মতে চলিতে পারিলে নাজাত প্রাপ্ত হইবে। হিন্দু সমাজের ধারণা তাহাদের পুতুল পূঁজায় বেহেশত হাসিল হইবে। ইহা যে গুরুর বা ভুল ধারনা তাহা তাহাদের ধারণায়ই আনিতে পারিতেছেন না। তাহাদের ভুল ধারণা দূরিভূত করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন মজীদে পরিস্কার ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন ইসলাম ধর্ম ছাড়া কাহারও এবাদত বন্দেগী আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে মঞ্জুর হইবে না।

আমাদের মুসলমানদের মধ্যেও কতক মুসলমান ভুল ধারনায় পতিত আছে। যাহারা ভুল ধারনায় পতিত আছে তাহারা চারিদলে বিভক্ত। প্রথম দলঃ আলেম, দ্বিতীয় দলঃ আবেদ, তৃতীয় দলঃ সুফী, চতুর্থ দলঃ ছখী।

এই চারি দলের বিস্তারিত বিবরণ অত্র কিতাবের চারি পরিচ্ছেদে লিখা হইল। প্রথম পরিচ্ছেদে আলেমদের বিবরণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আবেদদের বিবরণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদে সুফীদের বিবরণ, চতুর্থ পরিচ্ছেদে ছখীদের বিবরণ, পঞ্চম পরিচ্ছেদে মানবের ভুল ধারণা কেন দূরীভূত হইতেছে না–তাহার বিবরণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কাহারা ভুল ধারণায় নাই তাদের বিবরণ।

আমি আশা করি আমার অত্র কিতাবখানা পাঠ করিলে মানব সমাজের ভুল ধারণা চিরতরে দূরিভূত হইয়া যাইবে। আমার এই কিতাব খানার নাম এজহারে হক তৃতীয় খণ্ড রাখা গেল।

আমার এই কিতাবে যে সমস্ত মাছয়ালা লিখা হইল তাহার অধিকাংশই হজরত ইমাম গাজ্জালী সাহেবের এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দিন কিতাবের তৃতীয় খন্ড মোগালাতার বয়ান হইতে লিখা হইল।

গ্রন্থকার

www.islamicharf.org

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভুল পথে আছে এমন আলেমদের বিবরণঃ

ভুল ধারণায় পতিত আলেমদের বহু দল আছে। এই কিতাবে মাত্র কয়েকটি দলের বিবরণ লিখা হইল।

প্রথম দলঃ– একদল আলেম আছে যাহারা শরীয়তের একভাগ মাছয়ালা ফিক্বাহ শিক্ষা করিয়াছে এবং এই আহকামে জাহেরীর উপর পূর্ণভাবে আমল করিতেছে কিন্তু শরীয়তের আর একভাগ মাছয়ালা তাছাওউফ অর্থাৎ অন্তর সম্বন্ধীয় মাছয়ালা তাহা শিক্ষা করে নাই। কাজেই কুলবের এসলাহ করা তাহাদের উপর যে ফরজ ছিল তাহা তরক করিয়া দিয়াছে। তাহাদের ধারণা আহকামে জাহেরীর উপর আমল করিতে পারিলে অন্তরেরও এসলাহ হইয়া যাইবে। এই ভুল ধারণায় পতিত হইয়া শুধু আহকামে জাহেরীর উপর আমল করিতেছে। এই আলেম সাহেবদের জন্য হজরত ইমাম গাজ্জালী সাহেব ছয়টি মিছাল লিখিয়াছেন।

প্রথম মিছালঃ যেমন- পায়খানার পাকা টাট্টি–বাহির ভাগ পরিষ্কার ভিতর ভাগে বদ্বু।

দ্বিতীয় মিছালঃ যেমন- পাকা কবর উপরিভাগ পরিষ্কার ভিতরে পঁচা মোরদার।

তৃতীয় মিছালঃ যেমন– অন্ধকার গৃহ ছাদে বাতি প্রজ্জ্বলিত।

চতুর্থ মিছালঃ যেমন– গরীবখানা বাদশাকে দেখানের জন্য ঘরের দরজায় বহু কিছু সাজান হইয়াছে আর ঘরের ভিতরে ময়লায় ভরা।

প্রশ্নঃ গুরুর কাহাকে বলে?

উত্তরঃ কতক লোকের ধারণা তাহারা হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়াছে অথচ তাহারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয় নাই ইহাকে গুরুর মোগালাতা বা ভুল ধারনা বলে।

পঞ্চম মিছালঃ যেমন– বর্ব্বর কৃষকের কৃষিক্ষেত ধান ও ঘাস একত্রে রোপন করিয়াছে কোন উপদেশক বলিলেন যে, ঘাস থাকিলে ধান ফলিবে না। সে ব্যক্তি ঘাস উখরাইতে পরিশ্রম মনে করিয়া কাঁচি দ্বারা ঘাস কাটিয়া দিল।

ষষ্ঠ মিছালঃ যেমন– একজন খুঁজলী–পাঁচরার রোগীকে ডাক্তার খাবার ঔষধ এবং মলমের ব্যবস্থা করিয়াছে। রোগী খাবার ঔষধ না খাইয়া শুধু মলম ব্যবহার করিয়াছে।

এই ছয়টি মিছালে পরিষ্কার বুঝা গেল যে সমস্ত আলেম সাহেবেরা অন্তর পরিষ্কার করার জন্য এলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ এবং তাছাওউফের মাছয়ালার উপর আমল করাও ফরজ এই দুই ফরজ তরক করিয়া শুধু ফিক্বার মাছয়ালার উপর আমল করিয়া বাহ্যিক শরীর পরিষ্কার করিতেছে। তাহারা এই কৃত কর্মের জন্য হেয় ও ঘৃণিত এবং হাশর প্রান্তরে অন্তরের দোষে দোষী সাব্যস্থ হইয়া দোজখ ভোগ করিবে।

দ্বিতীয় দলঃ– আর এক শ্রেণীর আলেম আছে। যাহারা জাহেরী মাদ্রাসা পাশ করিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মোহাদ্দেস পদে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহারা এখন হাদীস পড়ানোর জন্য দিবা–রাত্র হাদীসের সনদ লইয়া ব্যস্ত আছে। এই বাহানায় তাহাদের উপর যে এলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ ছিল তাহা তরক করিয়া দিয়াছে। তাহারা মনে করে আমরা যখন দিবারাত্র হাদীস নিয়া থাকি আমাদের মুক্তি ইহাতেই হইবে। এই ভুল ধারণায় পতিত হইয়া অন্তরের এসলাহ যাহা ফরজ ছিল তাহা ত্যাগ করিয়া দিয়াছে। এই আলেম সাহেবদের অবস্থা জাহেরী আমল যতই করুক না কেন তাহাদের কুলবের এসলাহ না করার অপরাধে হিসাব-অন্তে দোজখ ভোগ করিতেই হইবে।

তৃতীয় দলঃ– আর এক শ্রেণীর আলেম আছে যাহারা টাইটেল পাশ করিয়া মনে করে বর্তমান জামানায় রাজ ভাষা শিক্ষা না করিলে উন্নতি হইবে না। সুতরাং কলেজে/বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া রাজ–ভাষা শিক্ষা করিয়া মহাপণ্ডিত হইয়াছে এবং কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক– পদে নিযুক্ত হইয়া মহাগৌরবে মত্ত আছে।

www.islamicharf.org

তাহাদের উপর যে শরীয়তের অর্ধেক মাছয়ালা এলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ ছিল। তাহারা তাহা কল্পনাও করে না। এই আলেম সাহেবদের দুনিয়ার উন্নতি যতই হউক না কেন আখেরাত বিশেষ ভয়াবহ। আল্লাহ তায়ালা হাশরের দিবসে বলিবেন বান্দা তুমি ফিক্বাহ শাস্ত্রের শিক্ষা ফরজে আইন, ফরজে কেফায়াহ, মোস্তাহাব সবকিছু শিক্ষা করিলে এমনকি রাজ-ভাষা শিক্ষা করিয়া মহাপণ্ডিত হইয়াছিলে আর তোমার উপর অন্তরের এসলাহের জন্য এলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ ছিল এই ফরজ তরক করিলে কেন? আমি কোরআনে ঘোষণা করিয়া দিয়াছি হাশরের মাঠে কল্বের এসলাহ ছাড়া মুক্তি নাই এখন তুমি দোজখে গমন কর।

চতুর্থ দলঃ- আর এক শ্রেণীর আলেম আছে যাহারা শুধু ফিক্বাহ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া জামানার হাদী অর্থাৎ বড় বক্তা সাজিয়াছে তাহারা ওয়াজের কানুন পরিবর্তন করিয়া লইয়াছে। ওয়াজের প্রধান তরীকা হইল সমাজের সুনাম বা দুর্নামের ভয় পরিত্যাগ করিয়া হক প্রচার করা তাহা পরিবর্তন করিয়াছে। এদের ওয়াজের তরীকা হইল যাহাতে সমাজ সুনাম করে, কেহ দুর্নাম না করে। আর এক তরীকা হইল ভয়াবহ কথা, দুঃখের কাহিনী শুনান যাহাতে শ্রোতারা চীৎকার করে, জজবা তোলে। এই শ্রেণীর বক্তাদিগকে ইমাম গাজ্জালী সাহেব মানব শয়তান বলিয়া লকব দিয়াছেন। শয়তান যেরূপ মানুষকে গোমরাহ করিতেছে তদ্রূপ এদের ওয়াজেও সমাজ গোমরাহ হইয়া যাইতেছে। এই শ্রেণীর বক্তারা ধারণা করে তাহারা জামানার হাদী, নায়েবে রাসূল। আসলে তাহারা নায়েবে শয়তান। এই শ্রেণীর বক্তারা শয়তানের দলভুক্ত হইয়া দোজখে প্রবেশ করিবে।

পঞ্চম দলঃ- আর এক শ্রেণীর আলেম আছে। যাহারা রমজানের মাসে রোজগার করিতে বাহির হয়। তাহারা বিনা বেতনে কোন বাড়ীতে জাগীর থাকে। তাহাদের কাজ হইল মোরদারের জন্য খতমে কোরআন, মৌলুদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করিয়া ছাওয়াব রেছানী করা। ছাওয়াব রেছানী করিয়া যে, টাকা পয়সা গ্রহণ করা সাফ হারাম, ইহাতে দাতা গৃহিতা

উভয়ই গুণাহগার হইবে। মৃত ব্যক্তি কিছুই পাইবে না। এই খবরই তাহাদের নাই তাহাদের ধারণা আমরা রমজানের মাসে কোরআন খতম, মৌলুদ খতম, তাছবীহ খতম এই সব ধর্মের কাজ করিলাম কাজেই আমাদের বেহেশত হাসিল হইবেই। দেশবাসীরা মনে করেন আমরা রমজানের মাসে বাবা, দাদার নামে কিছু করিয়া একটা বেহেশতের জোগাড় করিলাম।

আসলে ইহা ভুল ধারণা এই ভুল ধারণা দূরিভূত না হওয়া পর্যন্ত পাপের স্রোত বহিতেই থাকিবে। এই পাপের পরিণাম ফল যে ভীষন দোজখ হইবে তাহার কল্পনাও তাহাদের নাই।

(প্রকাশ থাকে যে, মোরদারের নামে কোরআন খতম ইত্যাদির জন্য হাদীয়া না দিয়ে, যদি আলেমদের আলেম হিসেবে হাদীয়া দেয়। তবে উক্ত টাকা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ১০ জনে ৩ পাড়া করে কোরআন শরীফ খতম করিল দেওয়ার সময় ঐ দশজনের সাথে আরও ৩ জন আলেমকে সমভাবে হাদীয়া প্রদান করা অথবা ঐ দশজনকেই আলেম হিসাবে কম বেশী দান করিল। এই দাতা ব্যক্তিকে মনে রাখিতে হইবে যে, অন্যান্য সময়ও এভাবে আলেমগণ তার বাড়ীতে গেলে আলেমদেরকে হাদীয়া দেওয়ার তার অভ্যাস থাকিতে হইবে।) প্রকাশক

ষষ্ঠ দলঃ- আর এক শ্রেণীর আলেম আছে। যাহারা ক্বারী সাহেব সারাজীবন ক্বেরাত সহীর পিছনে কাটাইতেছে। এই বাহানায় এলমে ক্বলব শিক্ষার সময় পায় না তাহারা মনে করে, আমরা যে সহীহ কোরআন পাঠ করিতেছি এবং সহীহ কোরআন শিক্ষা দিতেছি আমাদের বেহেশত আছেই। আসলে তাহারা ক্বলবের এলেম শিক্ষা না করার অপরাধে হিসাব-অন্তে দোজখ ভোগ করিবে।

সপ্তম দলঃ- আর এক শ্রেণীর আলেম আছে। যাহারা হাফেজ সাহেব ইনিরা কোরআন হেফজের বাহানায় এলমে ক্বলব ত্যাগ করিয়াছে। তাহারা মনে করে, আমাদের ছিনার ভিতরে কোরআন মজীদ আছে,

www.islamicharf.org

দোজখের আগুনে আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাহাদের ক্বলবের এসলাহ না করার অপরাধে যে দোজখের ভীষণ অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে হইবে তাহার জ্ঞানই তাহাদের নাই।

অষ্টম দলঃ– আর এক শ্রেণীর আলেম্ যাহারা ফানা ফিশ্বায়েখ বা ফানা ফিল আমীর সাজিয়েছে। তাহারা পীরে বা আমীরে যাহা বলিবে তাহাই করিবে। এমনকি পীরে বা আমীরে যদি জায়েজকে নাজায়েজ আর নাজায়েজকে জায়েজ বলে তাহারা তাহাই মানিয়া লইবে। তাহারা কোন কিতাব দেখিতে রাজী না। তাহারা বলে আমাদের কানে পীর বা আমীর সাহেবের কাছে যাহা শুনিয়াছি তাহা করিব। আমরা কিতাব দেখিব না আমাদের কিতাব পীর বা আমীর সাহেব এই শ্রেণীর আলেম পীর পূজক বা আমীর পুজক হইয়া জাহান্নামের রাস্তা অবলম্বন করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবেদদের বিবরণঃ

ভুল ধারণায় পতিত আছে এরূপ আবেদ অসংখ্য। আমি মাত্র অত্র কিতাবে কয়েক দলের বিবরণ লিখিলাম।

প্রথম দলঃ– একদল আবেদ আছে যাহারা এলমে তাছাওউফ শিক্ষা করে না তাহারা শুধু ফিক্বাহের মাছয়ালার উপর আমল করিয়া যাইতেছে। তাহাদের ধারণা ফিক্বাহ্‌র মাছয়ালা এলমে জাহের আর আমল করার নাম এলমে বাতেন কাজেই তাহারা জাহের এবং বাতেন সবই সমাধা করিতেছে। এই ধারণা তাহাদের ভুল। এই ভুলধারণার ছববে তাহাদের ক্বলবের এছলাহ হইতেছেনা। তাহারা হিসাব-অন্তে বেহেশত ভবনে দাখিল হইতে পারিবে না। কারণ কোরআন মজীদে আছে যাহারা ক্বলবের এসলাহ না করিয়া হাশর প্রান্তরে দাড়াইবে তাহারা মুক্তিলাভের অধিকারী হইবে না।

দ্বিতীয় দলঃ– আর একদল আবেদ আছে যাহারা ফিক্বাহর মাছয়ালার অর্ধেক 'মোয়ামালাত' বাদ দিয়াছে শুধু এবাদতে মশগুল হইয়াছে। তাহাদের ধারণা এই এবাদতের ছববে নাজাত পাওয়া যাইবে। তাহারা যে মোয়ামালাতের কছূরীতে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দোজখের উপযুক্ত হইয়াছে তাহা তাহারা বোঝেই না।

তৃতীয় দলঃ– আর একদল আবেদ আছে যাহারা এবাদতের মধ্যে শুধু নামাজকে মূল্যবান মনে করিয়া দিবা রাত্র নামাজ পড়িতেছে। তাহাদের ধারণা নামাজই আসল এবাদত। নামাজেই তাহাদের নাজাত দিবে। বাকী এবাদতের ও যে কড়ায় কড়ায় হিসাব হইবে তাহা তাহাদের ধারণায়ই আসেনা। শরীয়তের জাহেরী, বাতেনী প্রত্যেকটা ফরজ তরক করার জন্য যে দোজখ হইবে এই ধারণাই তাহাদের নাই।

চতুর্থ দলঃ– আর একদল আবেদ আছে যাহারা এবাদতের মধ্যে রোজাকে আসল এবাদত মনে করিয়া হামেশা রোজা রাখিতেছে। তাহাদের উপর যে শত শত ফরজ কাজ ছাবেত আছে তাহার কল্পনাই তাহাদের নাই। রমজানের একমাস রোজা রাখা ফরজ। বারমাস রোজা রাখা নফল। এই আবেদেরা নফল কাজে রত আছে। আর শত শত ফরজ কাজ ছুটিয়া যাইতেছে। প্রত্যেকটা ফরজ তরক করার অপরাধে যে দোজখে যাইতে হইবে এই মাছয়ালা তাহারা বোঝেইনা।

পঞ্চম দলঃ– আর একদল আবেদ আছে তাহারা কোরআন তেলাওয়াতকে আসল এবাদত মনে করিয়া দিবারাত্র তেলাওয়াতে মশগুল আছে, মনে করে এই তেলাওয়াতে মুক্তি পাইবে। নামাজের পরিমাণ তেলাওয়াত ফরজ। বাকী কোরআন তেলাওয়াত মোস্তাহাব। এই আবেদেরা মোস্তাহাব কাজে মশগুল আছে। আর তাহাদের শত শত জাহেরী, বাতেনী ফরজ ছুটিয়া যাইতেছে। প্রত্যেকটি ফরজ তরক করার জন্য যে দোজখ ভোগ করিতে হইবে তাহার জ্ঞানই তাহাদের নাই।

ষষ্ঠদলঃ– আর একদল আবেদ আছে যাহারা দৈনিক হাজার রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া থাকে কিন্তু তাহাদের নামাজের মাছয়ালা জানা নাই।

www.islamicharf.org

কি কছুরীতে ছোহ ছেজদা দিতে হয় আর কি কছুরীতে নামাজ ফাছেদ হয় তাহা তাহারা শিক্ষা করে নাই। এমনকি তাহাদের ক্বেরাতও একেবারে গলত। তাহাদের কেরাত সহী করার জন্য উপদেশ দিলে তাহারা বলে যতক্ষণ বসিয়া উহা শিক্ষা করিব ততক্ষণে একশত রাকাত নামাজ আদায় করিতে পারিব। এই আবেদেরা মনে করে তাহাদের নামাজে তাহাদিগকে মুক্তি দিবে। আসলে তাহাদের নামাজ গায়েরে সহী পড়ার অপরাধে কঠিন দোজখ হইবে।

সপ্তম দলঃ– আর একদল আবেদ আছে যাহারা বাড়ীতে বা নির্জনে নফল নামাজ পড়েই না কিন্তু সভা-সমিতিতে গেলে নামাজ যে কত রাকাত পড়ে তাহার ইয়াত্তা নাই নির্জনে তাছবীহ পড়েই না কিন্তু সমাজ দেখিলে তাছবীহ টানিতেই থাকে এইদল রিয়াকার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুফীদের বিবরণ

ভুল ধারণায় পতিত আছে এরূপ সুফী বহু আছে, এখানে কয়েকদল সুফীদের বিবরণ লিখা হইল।

প্রথম দলঃ– একদল সুফী আছে যাহারা শরীয়তের প্রায় সব মাছয়ালা বাদ দিয়া মাত্র কয়েকটি মাছয়ালাকে শরীয়ত মনে করিতেছে এবং এই কয়েকটি মাছয়ালার ছববে নাজাতের আশা করিতেছে। লম্বা কোর্ত্তা, লম্বা দাড়ী, পাগড়ী ও ঢিলা। তাহারা মনে করে এই চারিটি মাছয়ালার উপর আমল করিতে পারিলে বেহেশ্‌তের টিকিট পাওয়া যাইবে। তাহারা মাথায় পাগড়ী না দেখিলে ফাছেক ধারণা করে। তাহাদের শরীয়তের মাছয়ালার কোন জ্ঞানই নাই। এই দলটা একেবারে গোমরাহ এরা যতদিন পর্যন্ত শরীয়ত সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন না করিবে ততদিন পর্যন্ত গোমরাহই থাকিয়া যাইবে।

দ্বিতীয় দলঃ– আর একদল সুফী যাহারা ফরজ ছাড়িয়া নফল কাজে রত আছে। ভোরের অজিফা, এশার অজিফা, জেকের মোরাকাবা সবই নফল এবাদত, এই সুফীরা নফল এবাদতে রত আছে আর তাহাদের উপর এলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা যে ফরজ তাহা তরক করিয়া দিয়াছে এবং তাহারা এই নফল এবাদতের নামই এলমে তাছাওউফ রাখিয়াছে এই সুফীদের কিতাবের উপর ঈমান নাই। তাহারা বলে আমরা পীর ধরিয়াছি পীরই আমাদের কিতাব এই দলটা পীর পুঁজক গোমরাহ।

তৃতীয় দলঃ– আর একদল সুফী আছে তাহারা পীরের মুরীদ হইয়াছে। যাহারা মুরীদ হয় নাই তাহাদিগকে ফাছেক ধারনা করে। একজন সুফী পীরের হাতে বা'য়াত হইয়া পীরকে জিজ্ঞাসা করে হুজুর আল্লাহকে পাওয়ার পথ কি? পীর সাহেব বলিয়া দিলেন বেনামাজীর সাথে বসিয়া খানা খাইবে না, যদি খাও তবে সত্তর বৎসরের এবাদত বরবাদ হইয়া যাইবে। বেনামাজীর স্পর্শ করা জিনিষ খাইবা না। খাইলে ক্বলবের জেকের বন্ধ হইয়া যাইবে আর ধূমপান করিবা না। উহা একছের হারাম। মুরীদ মিয়া পীরের কথার উপর আমল করিয়া নিজকে মোটা দরবেশ মনে করিতেছে পীর সাহেব যে তাহাকে ভুল মাছয়ালা দিয়া তাহার আকায়েদ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, এই খবরই তাহার নাই। এই দলটা যদি হেদায়েত পাইতে চাহে তবে তাহাদের পীরের কথা তরক করিয়া কিতাবের উপর ঈমান আনিতে হইবে এবং কিতাবে যে ভাবে মাছয়ালা আছে তাহার উপর আমল করিয়া যাইতে হইবে।

চতুর্থ দলঃ– আর একটি দল সুফী আছে তাহারা সভা সমিতিতে গেলে হালকায়ে জেকেরে মত্ত থাকে, বা চক্ষু মুদিয়া মোরাকাবায় বসিয়া মৃগীরোগীর ন্যায় কাঁপিতে থাকে মাঝে মাঝে চিৎকার মেরে জজ্‌বা তুলিয়া হাই পাই করে এই দলটা গোমরাহ সুফীর দল।

পঞ্চম দলঃ– আর একদল সুফী আছে তাহাদের কোর্তায় সত্তর তালী, লুঙ্গী, পায়জামা, পাগড়ী, জায়নামাজ একত্রে বাধিয়া সর্বদা কাঁধে ঝুলাইয়া রাখে কাপড়ের কেনারায় মুড়ি, চিড়া, রাখিয়া দেয় তাহারা কাহারও বাড়ী খানা খায় না এই দলটা রিয়াকার।

www.islamicharf.org

ষষ্ঠ দলঃ– আর একদল সুফী আছে যাহারা লিখা পড়া শিক্ষা করে নাই। তাহারা তবলীগ জামাতে ভর্তি হইয়া চিল্লায় বাহির হইয়াছে। তাহারা ধর্ম এলেম শিক্ষা না করিয়া ধর্ম প্রচারে বাহির হইয়াছে। তাহারা নফল দোয়া পড়িতে রাজী কিন্তু এল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা যে তাহাদের উপর ফরজ তাহা শিক্ষা করিতে রাজী না। তাহারা বলে এক চিল্লা ঘুরিয়া আসিতে পারিলেই অন্তর পরিষ্কার হইয়া যাইবে। চল্লিশ দিন নির্জনে বসিয়া এবাদতে রত থাকার নাম যে চিল্লা। এই খরবই তাহাদের নাই। তাহারা আমীরের কথা মানিতে রাজী কিন্তু কিতাবের কথা মানিতে রাজী না, এই দলটা সর্বাপেক্ষা বড় গোমরাহ।

সপ্তম দলঃ– আর একদল সুফী আছে, তাহারা হুক্কা পান করা হারাম বা মাকরূহ তাহরীম জানে। যে বাড়ীতে হুক্কা পান করে সেই বাড়ীর দাওয়াত কবুল করেনা। এমনকি যে নৌকার মাঝিরা হুক্কা পান করে সেই নৌকায় আরোহণ করে না। হুক্কাপানকারীকে ফাছেক ধারণা করে এবং তাহার তোহ্‌ফাও গ্রহণ করেনা, এই সুফীরা মনে করে, তাহারা হুক্কার সংশ্রব ত্যাগ করার মাছয়ালায় বড় রকমের পরহেজগার সাব্যস্ত হইয়াছে। এই সুফীদের কাছে হুক্কা পান করা হারাম বা মাকরূহ তাহরীমের দলীল চাহিলে তাহাদের দলীল হইল পীর সাহেব বলিয়াছেন। কোন পীর সাহেবের কথায় হারাম বা মাকরূহ তাহরীম ছাবেত হয়না, হারাম বা মাকরূহ তাহরীম ছাবেত হয় শরায়ী দলীলের দ্বারা ইহা তাঁহারা বুঝেইনা। এই সুফীদের দলটা বড় রকমের গোমরাহ। কারণ হুক্কাপানের মাছয়ালা যাহা বলিতেছে তাহা হেদায়েত নহে বরং জাহেলী কাজ। সমাজকে গোমরাহ করিতেছে। হুক্কার সঠিক মাছয়ালা শামী কিতাবের পঞ্চম খণ্ডের ৪০৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে। আমাদের হানাফী মাজহাবে মোবাহ, মালেকী ও হাম্বলী মাজহাবে হালাল, শাফেয়ী মাজহাবে মাকরূহ তাঞ্জীহ অর্থাৎ জায়েজ। শাফেয়ী মাজহাবের ফতোয়া হইল স্ত্রী হুক্কা পান করিলে স্বামীর উপর খরচ বহন করা ওয়াজিব। এক্ষণে আমরা মাজহাবী আমাদের চারও মাজহাবে যে জিনিষ পান করা জায়েজ লিখিয়াছেন সেই জিনিষকে নাজায়েজ ধারনা করা কত বড় রকমের গোমরাহী তাহা সকলেই অনুভব

করিতে পারেন। জায়েজ জিনিষ পান না করিলে কোন দোষ নাই। কিন্তু জায়েজ জিনিষকে নাজায়েজ ধারনা করা মহাপাপ। যে পীর সাহেবেরা মাজহাবের কিতাবের মাছয়ালার খেলাফ বলিতেছে তাহাদের খাঁটি তওবা করিয়া কিতাবের মোয়াফেক হওয়া উচিৎ।

যাহারা কিতাব ছাড়িয়া পীরের কথামত চলিতেছে তাহারা পীর পূঁজক গোমরাহ দল। এই দেশে পীর পুঁজার প্রথা যতদিন প্রচলিত থাকিবে ততদিন পাপের স্রোত বহিতেই থাকিবে। এই পাপের স্রোত বন্ধ করার জন্য সত্য প্রকাশ নামক কিতাব ছাপাইয়া দিয়াছি। উক্ত কিতাবে হুক্কাপানের মাছয়ালা বিস্তারিত ভাবে লিখা হইয়াছে, আমি আশা করি উক্ত কিতাবখানা মনযোগ সহকারে পাঠ করিলে ভুল ধারণা চিরতরে দূরিভূত হইয়া যাইবে।

[বিঃ দ্রঃ হুক্কা বা তামাকের ধুমপান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সত্য প্রকাশ এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে ধুমপান কিতাবদ্বয় পাঠ করুন।]

প্রকাশক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ছুফীদের বিবরণঃ

ভুল ধারানায় পতিত আছে এরূপ ছুখী অনেক আছে। এখানে কয়েকদল ছুখীর বিবরণ লেখা হইল।

প্রথম দলঃ– একদল ছুখী আছে তাহাদের জীবনের কর্মক্ষেত্র হইল মাদ্রাসা, মস্‌জিদ, পুল ও মেহমানখানা, তাহারা এই ধর্ম প্রতিষ্ঠানের খেদমতে দিবারাত্র রত আছে। তাহাদের ধারণা ইহাই বেহেশতের অছিলা। এই প্রতিষ্ঠান কায়েম করিতে কোন প্রকারের নাজায়েজ তরীকায় টাকা উপার্জন করিয়া থাকিলে তাহাদের বেহেশ্‌তখানার যোগাড় হয় নাই বরং দোজখখানার যোগাড় হইয়াছে। নাজায়েজ তরীকার আয়। যেমন–

www.islamicharf.org

জুলুমঃ যথা- একখানা মস্‌জিদ বা মদ্রাসার সেক্রেটারী একজন সাবরেজিষ্টার সাহেবকে করা হইল। সাবরেজিষ্টার সাহেব প্রতি দলীলে শতকরা দশ টাকা করিয়া মস্‌জিদ বা মদ্রাসার চাঁদা নির্ধারিত করিয়া দিলেন। দলীল রেজিষ্টারী করিতে হইলে উক্ত চাঁদা দিতেই হইবে। যদিও দাতার দেলে শতকরা পাঁচ টাকা দিতে চাহে তবুও নির্ধারিত আইন মানিয়া শতকরা দশ টাকা হিসাবে দিতেই হইবে। ইহা জুলুমের আয়।

ধোকাঃ যেমন- মাদ্রাসা মসজিদের চাঁদা তোলার জন্য সভা করিয়া তুতি ও বক্তার দ্বারা বেহেশ্‌তের প্রলোভন দেখাইয়া মারহাবা শুনাইয়া যাহা আদায় করা হয়, তাহা ধোকার আয়।

গজবঃ যথা- একজন পীর সাহেব সেক্রেটারী হইয়া মাদ্রাসার চাঁদা তোলার জন্য স্বদল বলে মুরীদ বাড়ী গিয়া বলিলেন মুরীদ মিয়া। বিশ হাজার টাকার কাজ তোমার নামে পাঁচশত টাকা লিখা হইয়াছে ঐ ব্যক্তির স্ব-ইচ্ছায় দুইশত টাকা দেওয়ার এরাদা থাকিলেও পীর সাহেবের গজবের ভয়ে পাঁচশত টাকা দিয়া দিলেন ইহা গজবের আয়।

ঘুষঃ যেমন- একজন পীর সাহেব মাদ্রাসার লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের জন্য সভা জোটাইয়া মুরীদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কত মন চাউল আদায় করিয়া দিবেন বলুন? একজন মুন্সী সাহেব বলিলেন পঁচিশ মণ, একজন মৌলভী সাহেব বলিলেন পঞ্চাশ মণ এমনি ভাবে কয়েক শত মণ চাউলের ব্যবস্থা হইয়া গেল কিছুদিন পরে মুন্সী সাহেব বলিলেন হুজুর আমাদের দেশের লোক আমার কাছে মুরীদ হইতে চাহে আমাকে খেলাফতনামা দান করুন। পীর সাহেবের পক্ষে দুই এলেমের আলেমছাড়া খেলাফতনামা দেওয়া জায়েজ নহে। এখন যদি এই আইন ভঙ্গ করিয়া খেলাফতনামা না দেন তবে পঁচিশ মণ চাউল উঠিবে না। তাই একখানা খেলাফতনামা দিয়া দিলেন। এমনিভাবে খেলাফতনামা দিয়া যে চাউল আদায় করা হইল, ইহা ঘুষের আয়। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের উপর ফরজ ছিল উল্লেখিত কোন প্রকার নাজায়েজ তরীকায় টাকা জমা না করা। যখন জমা করিয়াছে তখন গুনাহগার সাব্যস্ত হইয়াছে। এই নাজায়েজ তরীকার আয়ের টাকার মাদ্রাসাগুলি তাহাদের জন্য দোজখের অছিলা হইয়াছে। এখন তাহাদের উপর তওবা করা ওয়াজিব। শুধু তওবা করিলেই হইবেনা। যত টাকা নাজায়েজ তরীকায় জমা করা হইয়াছে, তৎসমুদয় মালিকদিগকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। কোন মালিক মরিয়া গেলে তাহার ওয়ারিশদিগকে ফিরাইয়া

দিতে হইবে। ওয়ারিশ না থাকিলে উক্ত টাকা মুসলামান সমাজের ফরজ কাজে খরচ করিয়া দিতে হইবে।

উপরোল্লেখিত বিবরণে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বর্তমানে মাদ্রাসা মস্‌জিদ যেরূপ নাজায়েজ টাকার দ্বারা তৈয়ার করিতেছে, তাহাতে ছখী সাহেবদের বেহেশ্‌তের যোগার হইতেছে না। বরং দোজখের বন্দোবস্ত হইতেছে। অনেকেই বলিতে পারেন এত তাহকীক করিলে মাদ্রাসা মস্‌জিদ তৈয়ারই হইবেনা। ইহার দন্তচূর্ণ জাওয়াব দিয়াছেন ভারত বিখ্যাত জনাব মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব তাঁহার এসলাহোর রছুম কিতাবে। তিনি লিখিয়াছেন টাকা কম হইলে কাঁচা মস্‌জিদ উঠাইবে। হালাল টাকা দ্বারা মদ্রাসা যতটুকু পরিমাণ চালাইতে পারে চালাইবে আর না পারিলে বন্ধ করিয়া দিবে, ধর্মের কাজ বিধর্মী করিয়া করা আরও বড়রকমের গুণাহ।

দ্বিতীয় দলঃ – আর একদল ছখী আছে তাহারা মদ্রাসা মস্‌জিদকে নিজেদের জীবনের মুক্তির পথ ধারণা করিয়া উচ্চ ধরনের মাদ্রাসা অর্থাৎ পাঁচতালা দালান, মস্‌জিদ ও খুব উচ্চ ধরণের যেমন সাততলা মিনারা মাদ্রাসা, মস্‌জিদ দর্শনে বেহেশ্‌ত ভবনের কথা স্মরণে আসে।

কর্তৃপক্ষরা মনে করেন যে ধরনের রং মহল তৈয়ার করা হইয়াছে। ফেরদাউস বেহেশ্‌ত নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। এই রংমহল তৈয়ারের আয় হইল সদকায়েফেতের, কুরবানীর চামড়া, জাকাত ফাণ্ড। যে ফাণ্ডগুলি গরীব, মিছকীন, অন্ধ, লুলা, আতুর খোরাদের জন্য আল্লাহ্‌ তায়ালা খাস করিয়া দিয়াছেন। সেই ফাণ্ডগুলি হিলার ফতোয়ার দ্বারা ধনীর ছেলেদের জন্য হালাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে কায়দায় হালাল করা হইয়াছে এই হিলার ফতোয়া ইহজগতে চালু হইলেও পরজগতে চালু হইবেনা। এই ফকিরী ফাণ্ড ছাড়া জুলুম, গজব, ধোকা ইত্যাদির আয় ও কম নহে। বিশেষ কি লিখা যায় এই ছখী সাহেবেরা খাঁটি তওবা করিয়া নাজায়েজ তরীকার টাকাগুলি মালিকদিগকে ফিরত না দিলে তাহাদের তওবার দরজা বন্ধ এবং তাহাদের উল্লেখিত বেহেশ্‌তখানাই দোজখখানা। সত্য বলিতে কি হিমালয় পর্বতটাও বঙ্গপোসাগরের কিনারায় যাওয়া সম্ভব হইতে পারে কিন্তু ছখী সাহেবদের নাজায়েজ তরীকার টাকাগুলি মালিকদিগকে ফেরত দেওয়া সম্ভব নহে।

তৃতীয় দলঃ – আর একদল ছখী আছে তাহারা মুন্সী সাহেব, তাদের

www.islamicharf.org

অবস্থা ও শোচনীয় ঘর, দ্বার, পুকুর ইত্যাদি একরকম কিছুই নাই, জমা জমিতে এক মাসের খোরাক ও হয় না। কিন্তু টাইটেল মাদ্রাসা করার জন্য অন্তরে ঢেউ উঠিয়াছে। জনৈক মুন্সী সাহেব তাহার অন্তরের এই আশা পূর্ণ করার জন্য একজন মশহুর পীরের কাছে মুরীদ হইয়া জেকের মোরাকাবা, জজবা ইত্যাদিতে রত হইয়াছে। কিছুদিন পরে পীর সাহেবকে বাড়ী নিয়া একখানা মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছে, সমাজের থেকে চাঁদা তোলার জন্য দেশে দেশে ওয়াজ করিতে বাহির হইয়াছে, মুন্সী সাহেবের ওয়াজ লোকে শুনিবেনা এইজন্য তাহার লকব শরীফ মাওলানা দিয়া লইয়াছে, পীর সাহেব ছাড়া মুরীদ হয় না, মুরীদ ছাড়া চাঁদাও দেয়না এই জন্য নিজকে পীর সাহেব লকব দিয়া মুরীদ বানান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। মুন্সী সাহেবের পীর সাহেব মনে করেন তাঁহার মুরীদ মিয়া মুন্সী হইলেও কর্ম দক্ষতার বলে দেশে দেশে মাওলানা খেতাব পাইয়াছে। যদিও শরীয়তের আইন মোতাবেক পীর হইতে পারে নাই। তবুও হাজার হাজার লোক মুরীদ বানাইতে পারিয়াছে পীর সাহেব মনে করেন আমার দোয়ায় আর মুরীদ মিয়ার পীর ভক্তির ছববে উন্নতির পথ প্রশস্থ হইয়াছে। মাদ্রাসাখানা উলা পর্যন্ত খোলা হইলেও মুন্সী সাহেবের আশা পরিমাণ হয় নাই। মুন্সী সাহেব চিন্তা করিয়া দেখেন বড় আকারে দালান তৈয়ার না হইলে টাইটেল মঞ্জুর হইবেনা। তাই তিনি হাজার হাজার মুরীদান এবং ভক্তগণের থেকে বহু হাজার টাকা হাওলাত করিয়া বৃহত আকারে দালান তৈয়ার করিয়া টাইটেল মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছে। এক্ষণে মুন্সী সাহেবের ধারণা তাহার হাওলাতী টাকাগুলি পরিশোধ করিয়া দিলে উজ্জ্বল দরবারখানা একেবারে অবনতির পথে চলিয়া যাইবে। তাই তিনি মহাজন দিগকে ছাওয়াবের আশা দেখাইয়া লা-দাবীর চেষ্টা করিয়াছে। ভক্তগণ মনে করেন টাকা যখন পীর সাহেব দিবেনই না, তখন লা-দাবী না দিয়া উপায় কি? হিন্দু মহাজনদিগকে স্বর্গের আশা দেখাইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে। মুন্সী সাহেবের ধারণা "আমি যাহা ধর্ম ডাকাতি করিয়াছি তাহা একমাত্র আল্লাহর জন্যই করিয়াছি কাজেই মাদ্রাসা খানার ছববে আমার বেহেশ্‌ত হইবেই।" এই প্রকার নাজায়েজ তরীকায় যতখানা মাদ্রাসা তৈয়ার হইয়াছে তাহা বেহেশ্‌তখানা হয় নাই বরং তাহাদের জন্য দোজখের যোগাড় হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ এই অপকর্ম করিয়া নেককার শ্রেণী ভুক্ত হয় নাই বরং মস্ত বড় গুনাহগার সাব্যস্ত হইয়াছে। তওবা করিয়া নাজায়েজ তরীকার টাকাগুলি মালিকদিগকে ফেরত না দিলে তাহাদের মুক্তি নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মানুষের ভুল ধারণা দূর হইতেছে না কি জন্য?

এই জামানার মানুষের ভুল ধারণা দূরিভূত করার জন্য আস্‌মানী কিতাব, কোরআন মজীদ এলাজ স্বরূপ অবতীর্ণ হইয়াছে। অমুসলমান সমাজ উক্ত কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে না। তাহারা বিশ্বাস করিতেছে, তাহাদের আলেম সাহেবদের কথার উপর যেমন-হিন্দু সমাজ বিশ্বাস করিতেছে তাহাদের ঠাকুরদের কথার উপর। ঠাকুরেরা বলিয়া দিয়াছে যে মূর্তি পূঁজায় মুক্তি পাইবে।

কোরআনে মজীদে পরিষ্কার উল্লেখ আছে মূর্তি পূঁজায় মুক্তি নাই। তাহার উপর তাহাদের বিশ্বাস নাই, বলিয়া হিন্দুসমাজের ভুল ধারণা দূরিভূত হইতেছে না।

মুছাই সমাজ বিশ্বাস করিতেছে, তাহাদের আলেম সমাজের কথার উপর, মুছাই আলেমেরা বলিয়া দিয়াছে যে, তোমরা ইয়াহুদী ধর্মে কায়েম থাক মুক্তি পাইবে। মুছাই দল আলেমদের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া ইয়াহুদী ধর্মে কায়েম আছে। কোরআন মজীদে পরিষ্কার ভাবে লিখা আছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ছাড়া কাহারও মুক্তি নাই। মুছাই দলের কোরআনের উপর বিশ্বাস নাই তাই তাহাদের ভুল ধারণা দূর হইতেছেনা।

ইছাই দলের আলেম সাহেবেরা বলিয়া দিয়াছে, ইছাই ধর্মে কায়েম থাক মুক্তি পাইবে। সমাজ মানিয়া নিয়াছে। কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তায়ালা পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ছাড়া কাহারও মুক্তি নাই। ইছাই দলের কোরআনের উপর বিশ্বাস নাই তাই তাহাদের ভুল ধারনা দূর হইতেছে না।

আমাদের মুসলমান সমাজ যাহারা ভুল ধারণায় পতিত আছে তাহারা অবশ্য মুখে বলিতেছে যে কোরআন মজীদের উপর বিশ্বাস আছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদের বিশ্বাস নাই। তাহাদের বিশ্বাস তাহাদের আলেম, পীর ও আমীর সাহেবদের কথার উপরে। এই জন্যই তাহাদের ভুল ধারণা দূরিভূত হইতেছে না। আমাদের মুসলামান সমাজের আলেম সাহেবদের কিতাবের উপর বিশ্বাস আছে কিন্তু তাহারা নিজ নিজ গদি বা পজিশন রক্ষার জন্য আমলে পরিণত করিতেছে না। যেমন-মুছাই ও ইছাই আলেম

www.islamicharf.org

সমাজ ভাল করিয়া জানিতেন, যে জামানার হাদী একমাত্র মোহাম্মদ (সঃ) সত্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম কিন্তু তাহারা আমলে পরিণত করিলে তাহাদের পীর পজিশন নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাদেরও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া বিশ্বনবীর ছাত্র শ্রেণী ভুক্ত হইতে হইবে।

ঠিক মুছাই ও ইছাই আলেমদের মত এদেশের আলেম সমাজ যাহারা দুই এলেমের আলেম না হইয়া আলেম বলিয়া মশহুর হইয়াছে তাহারা ভাল করিয়া জানে যে তাহারা শরীয়ত মোতাবেক আলেম শ্রেণীভূক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহাদের আলেম পজিশন নষ্ট হওয়ার ভয়ে আমলে পরিণত করিতে পরিতেছে না। এদেশে যাহারা দুই এলেমের আলেম না হইয়া বক্তা সাহেব সাজিয়াছে তাহারা ভাল করিয়া জানে যে তাহাদের ওয়াজ করা জায়েজ নাই। কিন্তু আমলে পরিণত করিতে পারিতেছে না। কারণ আমলে পরিণত করিলে তাহাদের ওয়াজের ব্যবসা নষ্ট হইয়া যাইবে। এদেশে গদীনশীন পীরদের মধ্যে যাহারা দুই এলেমের আলেম না, তাহারা ভাল করিয়া জানে যে, তাহাদের মুরীদ বানান জায়েজ নাই কিন্তু আমলে পরিণত করিতে পারিতেছে না। কারণ আমলে পরিণত করিলে তাহাদের পীর পজিশন নষ্ট হইয়া যাইবে। মোটকথা আলেম সমাজের কিতাবের উপর বিশ্বাস থাকিলেও নিজ নিজ স্বার্থ বা পজিশন বা গদী কায়েম রাখার জন্য আমলে পরিণত করিতে পরিতেছে না। এক্ষণে আম সমাজ যতদিন পর্যন্ত কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিবে ততদিন পর্যন্ত ভুল ধারণা দূরীভূত হইবে না। আলেম সমাজ যতদিন পর্যন্ত নিজ নিজ পজিশন, স্বার্থ, গদী পীর রাজত্ব ত্যাগ করিতে না পারিবে ততদিন পর্যন্ত ভুল ধারণায় পতিত থাকিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যাহারা ভুল ধারণায় পতিত নাই তাহাদের বিবরণঃ

প্রথম– যে সমস্ত আলেম শরীয়তের এলেম ফিক্বাহ এবং তাছাওউফ দুইও প্রকারের এলেম শিক্ষা করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী আমল করিতেছেন তাঁহারা ভুল পথে নাই। তাঁহারা হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই শ্রেণীর আলেমদের অনুস্মরণ করিলে ভুল ধারণা দূরীভূত হইয়া যাইবে। আর যে

সমস্ত আলেমেরা ভুলে পতিত আছে তাহাদের অনুস্মরণ করিলে ভুল ধারণায় পতিত হইতে হইবে এবং হিসাব-অন্তে দোজখ ভোগ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়– যে সমস্ত আবেদেরা আহকামে জাহেরী ফিক্বাহ এবং আহকামে বাতেনী তাছাওউফ উভয় এলেম শিক্ষা করিয়া তদানুযায়ী আমল করিতেছেন অর্থাৎ জাহেরী ও বাতেনী এবাদতে রত আছেন, তাঁহারা ভুল পথে নাই। হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এই আবেদদের সোহবতে ভুল ধারণা দুরিভূত হইয়া যাইবে।

তৃতীয়– যে সমস্ত সুফীরা আহকামে জাহেরী ফিক্বাহ ও আহকামে বাতেনী তাছাওউফ শিক্ষা করিয়া তদানুযায়ী আমল করিতেছেন এবং জাহেরা লেবাছ যেরূপ সুফীদের গ্রহণ করিয়াছেন তদ্রূপ অসৎ স্বভাব দূরীভূত করিয়াছেন এবং সৎস্বভাব পয়দা করিয়াছেন তাহারা ভুল পথে নাই। তাঁহারা হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চতুর্থ– যে সমস্ত ছখীরা নেক প্রতিষ্ঠান কায়েম করিতে নাজায়েজ তরীকায় মাল সংগ্রহ করেন নাই। হালাল উপার্জন দ্বারা তৌফিক অনুযায়ী নেক প্রতিষ্ঠান কায়েম করিয়াছেন তাঁহারা ভুল পথে নাই তাহারা হেদায়াত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সমাজের ভুল ধারণা দূরীভূত করার জন্য অত্র কিতাবখানা লিখা হইল। আশা করি মুসলমান সমাজ মনযোগ সহকারে পাঠ করিয়া নিজ নিজ ভুল ধারণা দুরিভূত করিতে চেষ্টাবান হইবেন। আমার লিখিত মাছয়ালাগুলি কোন আলেম বা কোন পীরানা দরবারের খেলাফ হইলে দেখিবেন যে, কোন গ্রহণযোগ্য কিতাবের খেলাফ হইয়াছে কিনা? যদিও কোন গ্রহণযোগ্য কিতাবের খেলাফ না হয়, তবে বুঝিবেন যে, যে সমস্ত আলেম বা পীরানা দরবারের খেলাফ হইয়াছে তাহারা হক্কানী নহে। উক্ত দরবারগুলি কিতাবের মোয়াফেক করিয়া লওয়া দরকার। জানিবেন পীরানা দরবারের নমুনায় কিতাব তৈয়ার করা যায় না। বরং কিতাবের নমুনায় দরবার শরীফ তৈয়ার করিতে হয়। যে পীরানা দরবারখানা কিতাবের নমুনায় তৈয়ার হয় নাই, এরূপ দরবারকে হক্কানী দরবার ধারণা করাও ভুল ধারণা।

৩য় খন্ড সমাপ্ত

৪র্থ খন্ড পাঠ করুন

www.islamicharf.org

এজহারে হক

৪র্থ খন্ড

❑ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا *

❑ كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ الخ

❑ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ *

লেখক

নায়েবে রাসূল, মুজাদ্দিদে আ'জম ও পীরে কামেল

আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ)

www.islamicharf.org

এজহারে হক ৪র্থ খণ্ড

❑ প্রকাশে
দারুত্ তাছনীফ ও দারুল এশায়াত
পোঃ দুধল মাদ্রাসা
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

❑ প্রকাশ কাল
প্রথম প্রকাশঃ ১৩৭৬ বাংলা, ১৯৭০ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৩৮৪ বাংলা, ১৯৭৭ ইং
তৃতীয় প্রকাশঃ ১৩৯৯ বাংলা, ১৯৯৩ ইং
চতুর্থ প্রকাশঃ ১৪০১ বাংলা, ১৯৯৫ ইং
পঞ্চম প্রকাশঃ ১০১১ বাংলা, ২০০৫ ইং

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামের বিশ্ব অভিযান কল্পে প্রতিটি কিতাবের বিনিময় বা মূল্য স্বরূপ ধর্মীয় সাহায্য ১০/- (দশ) টাকা।

ভূমিকা

আমাদের বিশ্বনবী (ছঃ) বিশ্ববাসীদের ভুল ধারণা দূরীভূত করার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি যাহাদের ভুল ধারণা দূরীভূত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাদের কতকে বিশ্বনবী (ছঃ) কে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। আর কতকে তাঁহার সহিত চরম শত্রুতা পোষণ করিত। কিন্তু হযরত (ছঃ) এই দিকে মোটেই লক্ষ্য দিতেন না বরং তিনি আল্লাহর আদেশ মোতাবেক প্রচার কার্য চালাইয়া যাইতেন। বর্তমানে যাহারা নায়েবে রাছুল নিযুক্ত আছেন তাহাদেরও কর্তব্য কাজ সমাজের ভুল ধারণা দূরীভূত করার জন্য প্রচার চালাইয়া যাওয়া। ইহাতে কাহারা শত্রু সাজিবে আর কাহারা মিত্র সাজিবে সেদিকে মোটেই লক্ষ্য না দেওয়া।

আমি বর্তমান জামানার নায়েবে রছুল হিসাবে সমাজের ভুল ধারণা দূরীভূত করার জন্য অত্র কিতাবখানা প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম। এই কিতাব খানার নাম "এজহারে হক ৪র্থ খন্ড" রাখা হইল। এই ৪র্থ খন্ডে শিক্ষিত-অশিক্ষিত উভয় সমাজের ভুল ধারণা দূরীভূত হইবে আশা করি।

গ্রন্থকার

www.islamicharf.org

এজহারে হক চতুর্থ খন্ড

১। ❑ প্রশ্ন ঃ- ইল্‌মেদ্বীন বা শরীয়ত শিক্ষা করা ফরজ কি না ?

উত্তর ঃ - ইল্‌মেদ্বীন বা ইল্‌মে শরীয়ত শিক্ষা করা ফরজ। যথা ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلْعَمْ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

হযরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাছুলে করীম (ছঃ) বলিয়াছেন- "ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মোসলমানের (পুরুষ ও নারীর) উপর ফরজ"।

২। ❑ প্রশ্ন ঃ- শরীয়তের (আমলী) মাছ্য়ালা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ দেহ সম্বন্ধীয় মাছ্য়ালা যাহাকে ফিক্বাহ্ বলে। দ্বিতীয় ভাগ আত্মা সম্বন্ধীয় মাছ্য়ালা যাহাকে ইলমে তাছাওউফ বা ইলমে ক্বলব বলে। এক্ষণে উভয় ভাগ শিক্ষা করা ফরজ কিনা ?

উত্তর ঃ শরীয়াতের (আমলী) মাছ্য়ালা ফিক্বাহ্ এবং তাছাওউফ উভয় ভাগ শিক্ষা করা ফরজ। যথা - দোররোলমোখতার এবং উহার শরাহ্ শামী কিতাবের প্রথম খন্ডের চল্লিশ পৃষ্ঠায় লিখা আছে ঃ-

اعلم ان تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر مايحتاج لدينه وفرض كفاية وهو مازادعليه لنفع غيره ومندوبا وهو التبحر فى الفقه و علم القلب

মূল অর্থ ঃ- দোর্‌রোল মোখতার কিতাবে লিখা আছে- ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা করা যেরূপ আবশ্যক পরিমাণ ফরজে আইন তদ্রুপ তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা করাও আবশ্যক পরিমাণ ফরজে আইন। ফিক্বাহের ইল্‌ম আবশ্যকের বেশী অপরের ফায়দার জন্য শিক্ষা করা ফরজে কিফায়া তদ্রুপ তাছাওউফের ইল্‌ম আবশ্যকের বেশী অপরের ফায়দার জন্য শিক্ষা করা ফরজে ক্বিফায়া। ফিক্বাহের ইল্‌মে বিদ্যার সাগর হওয়া যেরূপ মুস্তাহাব তদ্রুপ তাছাওউফের ইল্‌মে বিদ্যার সাগর হওয়া ও মুস্তাহাব।

৩। ❑ প্রশ্ন ঃ- মোসলমানদের উপর দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ। এই দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ আদায় হয় নাই। যে মনে করে আদায় হইয়াছে এই ধারনার নাম গুরুর বা ভুল ধারণা কিনা?

উত্তর ঃ- মোসলমানদের উপর যে, ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ সেই ইল্‌ম শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়া যদি ধারণা করে শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তবে সেই ধারণার নাম ভুল ধারণা। (অর্থাৎ গুরুর বা মোগালাতা)।

৪। ❑ প্রশ্ন ঃ- দুনিয়াবী ইল্‌ম শিক্ষার স্কুল কলেজগুলির শিক্ষা সমাপ্ত করিলে ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হয় কিনা?

উত্তর ঃ- মোসলমানদের উপর ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ। উহার পূর্ণ শিক্ষা কোন স্কুল কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিলে হয়না। যাহারা হয় বলে ধারণা করিতেছে তাহাদের সেই ধারণা ভুল ধারণা। অর্থাৎ তাহারা গুরুর বা মোগালাতার মধ্যে নিপতিত আছে।

৫। ❑ প্রশ্ন ঃ- দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার মাদ্রাসা গুলি পাশ করিলে ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হয় কিনা ?

উত্তর ঃ- দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার মাদ্রাসা গুলি দুই ভাগে বিভক্ত। আংশিক দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়া হয় এবং দ্বীনি ইল্‌মের পূর্ণতা শিক্ষা হয়। যেই সকল মাদ্রাসায় আংশিক দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই সকল মাদ্রাসায় দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ আদায় হয় না। আর যেই সকল মাদ্রাসায় দ্বীনি ইল্‌মের পূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই সকল মাদ্রাসায় পাশ করিলে দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ আদায় হয়। এক্ষণে আংশিক শিক্ষার্থী ছাত্রগণ যদি ধারণা রাখে যে তাহাদের ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হইয়া গিয়াছে তবে তাহাদের এই ধারণা ভুল ধারণা। (অর্থাৎ তাহারা গুরুর বা মোগালাতার ভিতরে আছে)।

বাংলাদেশের আংশিক দ্বীন ইলেম শিক্ষার মাদ্রাসাসমূহ সম্পর্কে বিশেষ জরুরী বর্ণনা

৬। ❑ প্রশ্ন ঃ- ক্বারিয়ানা মাদ্রাসগুলিতে ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হয় কিনা ?

উত্তর ঃ- এই বাংলাদেশে ক্বারীয়ানা মাদ্রাসা যতখানা আছে উহাতে আংশিক দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা হইতেছে অর্থাৎ কোরআন মজীদের শব্দগুলি ছহীহ্ করিয়া পড়ান হইতেছে। এক্ষণে ক্বারী ছাত্ররা যদি ধারণা রাখে যে তাহাদের ক্বারীয়ানা পড়াতে ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হইয়া গিয়াছে তবে তাহাদের এই ধারণা ভুল। এই ভুল ধারণা দূরিভূত না করা পর্যন্ত তাহাদের জন্য নাজাতের পথ নাই। অর্থাৎ ক্বারী সাহেবেরা ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় না করিয়া যদি মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তবে তাহারা হিসাব অন্তে দোজখে পতিত হইবে।

৭। ❑ প্রশ্ন ঃ- হাফেজী মাদ্রাসাগুলিতে ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হয় কিনা ?

উত্তর ঃ- হাফেজী মাদ্রাসাগুলিতে ক্বোরআন মজীদের শব্দগুলি শুধুমাত্র মুখস্ত করান হইতেছে। সুতরাং ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হইতেছে

www.islamicharf.org

না।

এক্ষণে যদি হাফেজী মাদ্রাসার হাফেজ সাহেবেরা ধারণা রাখে যে, তাহাদের ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হইয়া গিয়াছে, তবে তাহাদের এই ধারণা ভুল ধারণা। যতদিন পর্যন্ত হাফেজ সাহেবেরা ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় না করিবে ততদিন পর্যন্ত তাহাদের জন্য নাজাতের পথ নাই। অর্থাৎ হিসাব অন্তে বেহেস্ত ভবনে দাখিল হইতে পারিবে না।

৮। ❏ প্রশ্ন ঃ- আমাদের দেশের মাদ্রাসা গুলিতে দুই রুলে শিক্ষাদান করা হইতেছে। আলীয়া রুলে আর দেওবন্দী রুলে। এক্ষণে আলীয়া রুলের মাদ্রাসাগুলিতে ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হইতেছে কিনা ?

উত্তর ঃ- আলীয়া রুলের মাদ্রাসাগুলিতে ১২টি ক্লাশ খোলা হইয়াছে। অষ্টম ক্লাশ পর্যন্ত শুধু ফিক্বাহ্‌ পড়ান হইতেছে, সুতরাং অষ্টম ক্লাশ পাশ ছাত্রদের ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হইতেছেনা। অতঃপর দশম ক্লাশ পর্যন্ত ফিক্বাহ্‌ এবং আকাইদ পড়ান হইতেছে। কাজেই দশম ক্লাশ বা আলেম ক্লাশ ছাত্রদের ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হইতেছে না। অতঃপর দ্বাদশ ক্লাশ পর্যন্ত ফিক্বাহ্‌ এবং আকাইদ পড়ান হইতেছে, কাজেই এই দ্বাদশ ক্লাশ পাশ ছাত্রদের ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হইতেছে না। বর্ণিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল আলীয়া রুলের মাদ্রাসাগুলিতে শরীয়ত বা এল্‌মেদ্বীন শিক্ষার আংশিক শিক্ষা হইতেছে। কাজেই টাইটেল পাশ ছাত্রদের যদি ধারণা হইয়া থাকে যে তাহাদের ফরজ আদায় হইয়া গিয়াছে তবে তাহা তাহাদের ভুল ধারণা।

৯। ❏ প্রশ্ন ঃ- আমাদের দেশের দেওবন্দী রুলের মাদ্রাসাগুলি পাশ করিলে ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হয় কিনা ?

উত্তর ঃ- মোসলমানদের উপর যে ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষা করা ফরজ, তাহা (ঈমানের ইল্‌মসহ) তিন ভাগে বিভক্ত ঃ ইল্‌মে কালাম, ইল্‌মে তাছাওউফ, ও ইল্‌মে ফিক্বাহ্‌ বর্ণিত তিন প্রকার ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ।

এই তিন প্রকার ইল্‌ম শিক্ষা করিলে দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ আদায় হইয়া যায় এবং শরীয়ত মোতাবেক আলেম হওয়া যায়। এক্ষণে দেওবন্দী রুলের মাদ্রাসাগুলিতে আকাইদ এবং ফিক্বাহ্‌ এই দুই প্রকার ইল্‌মের পাঠ্য কিতাব আছে। ইল্‌মে তাছাউফের ফরজ আদায় হয় এরূপ পাঠ্য কিতাব নাই। সুতরাং দেওবন্দী রুলের মাদ্রাসা পাশ করিলে ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হয়না। এক্ষণে যদি দেওবন্দী রুলের মাদ্রাসা পাশ

ছাত্রদের ধারণা হইয়া থাকে যে, তাহাদের ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হইয়া গিয়াছে, তাহা তাহাদের ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণা যতদিন পর্যন্ত দূরিভূত না করিবে ততদিন পর্যন্ত তাহাদের নাজাতের পথ নাই। অর্থাৎ হিসাব অন্তে বেহেস্ত ভবনে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

১০। ❏ প্রশ্ন ঃ- দ্বীনি ইল্‌মের আংশিক শিক্ষার মাদ্রাসা গুলিতে যাহারা পাশ করিতেছে তাহারা নায়েবে রাছুল শ্রেণীভুক্ত হইতেছে কিনা ?

উত্তর ঃ- যাহাদের দ্বীনি ইল্‌মের আংশিক শিক্ষার মাদ্রাসা পাশ হইতেছে, তাহাদের আংশিক ইল্‌ম হইতেছে, তাহাদের ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হইতেছে না। অতএব, যখন তাহারা শরীয়ত মোতাবেক আলেম হইতেছে না কাজেই তাহারা নায়েবে রাছুল শ্রেণীভুক্ত হইতেছে না।

১১। ❏ প্রশ্ন ঃ- যাহারা শরীয়ত মোতাবেক আলেম না হইয়া আলেম দাবী করিতেছে তাহারা কোন শ্রেণীর আলেম ?

উত্তর ঃ মুসলিম শরীফের হাদীসে লিখা আছে (সংক্ষেপে মূলকথা) হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন ঃ শেষ জামানায় কতকগুলি দাজ্জালে কাজ্জাব বাহির হইবে, তাহাদের থেকে তোমরা দূরে থাকিবে, যদি দূরে না থাক তবে তোমাদিগকে পথ ভ্রষ্ট করিয়া ফেলিবে।

বর্ণিত হাদীসের শরাহ্‌ "মাজাহেরে হক" কিতাবে লিখা আছে – সংক্ষেপে মূলকথা- যাহারা শরীয়ত মোতাবেক আলেম না হইয়া আলেম বলে ঘোষণা দিবে তাহারা দাজ্জালে কাজ্জাব। ইহাদের সংশ্রব ত্যাগ করার জন্য বিশ্ব নবীর আদেশ রহিয়াছে।

১২। ❏ প্রশ্ন ঃ- দ্বীনি ইল্‌মের আংশিক শিক্ষার মাদ্রাসা পাশ ছাত্ররা সবাই কি দাজ্জালে কাজ্জাব হইবে ?

উত্তর ঃ দ্বীনি ইল্‌মের আংশিক শিক্ষার মাদ্রাসাগুলির ছাত্ররা যদি সত্য ঘোষণা দিয়া বলে যে, আমরা দ্বীনি ইল্‌মের আংশিক শিক্ষা করিয়াছি আমাদের দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ আদায় হয় নাই। তবে তাহারা দাজ্জালে কাজ্জাব নহে। আর যদি তাহারা ঘোষণা দিয়া বলে যে আমাদের ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হইয়া গিয়াছে আমরা শরীয়ত মোতাবেক আলেম হইয়াছি তবে তাহারা হাদীছে বর্ণিত দাজ্জালে কাজ্জাব অর্থাৎ প্রবঞ্চনাকারী মিথ্যাবাদী।

www.islamicharf.org

প্রচলিত মাদ্রাসা সমূহে সাহায্য করা সম্পর্কে বিশেষ জরুরী বর্ণনা

১৩। ❑ প্রশ্ন ঃ- দ্বীনি ইল্‌মের আংশিক শিক্ষার ক্বারিয়ানা মাদ্রাসাগুলিতে সাহায্য করা জায়েজ কিনা ?

উত্তর ঃ- দ্বীনি ইল্‌মের আংশিক শিক্ষার ক্বারিয়ানা মাদ্রাসাগুলির ছাত্ররা যদি বলে আমরা দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ আদায় করিতেছি না। আমরা শুধু কোরআন মজীদের শব্দগুলি ছহীহ্ করিয়া পাঠ করিতেছি, আমাদের ফিক্বাহ্ এবং তাছাওউফ শিক্ষার ফরজ, ক্বেরআত শিক্ষার পরে আদায় করিতে আশা রাখি। তবে এই শ্রেণীর ক্বারিয়ানা মাদ্রাসায় সাহায্য করা জায়েজ হইবে। আর যদি বলে ক্বারিয়ানা শিক্ষাতেই দ্বীনি ইল্‌মে শিক্ষার ফরজ আদায় হইয়া গিয়াছে তবে এই শ্রেণীর ক্বারিয়ানা মাদ্রাসায় সাহায্য করা জায়েজ নহে।

১৪। ❑ প্রশ্ন ঃ- হাফেজী মাদ্রাসায় সাহায্য করা জায়েজ হইবে কিনা ?

উত্তর ঃ- হাফেজী মাদ্রাসার ছাত্ররা যদি সত্য ঘোষণা দিয়া বলে যে আমরা হাফেজী মাদ্রাসায় শুধু কোরআন শরীফ মুখস্থ করিতেছি। আমাদের দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ হেফ্‌জ করার পরে আদায় করিতে আশা রাখি, তবে এই শ্রেণীর হাফেজী মাদ্রাসায় সাহায্য করা জায়েজ। আর হাফেজ ছাহেবেরা যদি বলে আমাদের হেফ্‌জ করার ছবাবে (কারণে) ফিক্বাহ্ এবং তাছাওউফ শিক্ষার ফরজ আদায় হইয়া গিয়াছে তবে এই শ্রেণীর হাফেজী মাদ্রাসায় সাহায্য করা জায়েজ নহে।

১৫। ❑ প্রশ্ন ঃ- আলীয়া রুলের মাদ্রাসা গুলিতে সাহায্য করা জায়েজ কিনা ?

উত্তর ঃ- আলীয়া রুলের ছিয়ম (প্রচলিত আলেম) ক্লাশের ছাত্ররা যদি সত্য ঘোষণা দিয়া বলে যে, আমাদের ছিয়ম ক্লাশে মাত্র এক ভাগ ফিক্বাহ্ শিক্ষা হইতেছে। আর বাকী আকাইদ এবং তাছাওউফ শিক্ষা করিতে আশা রাখি। যতদিন পর্যন্ত শিক্ষা না করিব, ততদিন পর্যন্ত আমরা নিজেদেরকে আলেম বলে ঘোষণা দিব না। তবে এই শ্রেণীর ছিয়ম ক্লাশের মাদ্রাসাগুলিতে সাহায্য করা জায়েজ।

আর যদি ছিয়ম ক্লাশের ছাত্ররা ছিয়ম ক্লাশ পাশ করিয়া ঘোষণা দেয় আমাদের ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হইয়া গিয়াছে, শরীয়ত মোতাবেক আলেম হইয়াছি, তবে এই শ্রেণীর মাদ্রাসায় সাহায্য করা জায়েজ হইবে না।

১৬। ❑ প্রশ্ন ঃ- আলীয়া রুলের উলা ক্লাশের (ফাজিল ক্লাশের) মাদ্রাসাগুলিতে সাহায্য করা জায়েজ কিনা ?

উত্তর ঃ- উলা (ফাজিল) ক্লাশের ছাত্ররা যদি বলে যে, শরীয়তের তিন ভাগ মাছয়ালার মাত্র দুই ভাগ পাঠ করিয়াছি, আর একভাগ তাছাওউফ শিক্ষার ফরজ বাকী আছে। আমরা এই ফরজ পরে আদায় করিতে আশা রাখি তবে এই শ্রেণীর উলা মাদ্রাসায় (ফাজিল মাদ্রাসায়) সাহায্য করা জায়েজ। আর যদি উলা ক্লাশের ছাত্ররা দাবী করে যে, আমরা ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় করিয়াছি, আমরা শরীয়ত মোতবেক আলেম হইয়াছি। তবে এই শ্রেণীর মাদ্রাসায় সাহায্য করা জায়েজ নহে।

১৭। ❑ প্রশ্ন ঃ- টাইটেল মাদ্রাসায় সাহায্য করা জায়েজ কিনা ?

উত্তর ঃ- টাইটেল পাশ ছাত্ররা যদি সত্য ঘোষণা দিয়া বলে, আমরা শুধু দুই প্রকার ইল্‌ম, আকাইদ এবং ফিক্বাহ্ শিক্ষা করিয়াছি। আমরা তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষার ফরজ আদায় করিতে আশা রাখি, তবে এই শ্রেণীর মাদ্রাসায় সাহায্য করা জায়েজ আছে। আর যদি টাইটেল মাদ্রাসার ছাত্ররা বলে আমাদের ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হইয়া গিয়াছে আমরা শরীয়ত মোতাবেক আলেম হইয়াছি তবে সাহায্য করা জায়েজ নহে।

১৮। ❑ প্রশ্ন ঃ- দেওবন্দী রুলের মাদ্রাসাগুলিতে সাহায্য করা জায়েজ কিনা ?

উত্তর ঃ- দেওবন্দী মাদ্রাসায় কয়েকটি রুল রাখা হইয়াছে সমাজকে গোমরাহ্ করার জন্য এই রুলগুলি পরিবর্তন না করা পর্যন্ত সাহায্য করা জায়েজ নহে। যদি সাহায্য করা হয় তবে ইসলাম ধর্ম ধ্বংশ করার সাহায্য করা হইবে।

প্রথম রুল

শরীয়তের তিন প্রকার মাছয়ালার পাঠ্য করা হয় নাই অর্থাৎ ইল্‌মে কালাম, ইল্‌মে ফিক্বাহ এই দুই প্রকার ইল্‌ম শিক্ষার পাঠ্য করা হইয়াছে। এক প্রকার ইল্‌ম, ইল্‌মে তাছাওউফের ফরজ আদায় হয় এরূপ কোন কিতাব পাঠ্য করা হয় নাই। যতদিন পর্যন্ত এই তিন প্রকার ইল্‌ম শিক্ষার পাঠ্য করা না হইবে ততদিন পর্যন্ত সাহায্য করা জায়েজ হইবে না। কারণ শরীয়তের তিন প্রকার মাছয়ালার কিতাব পাঠ্য করা হইলে যে আলেম পয়দা হইবে তাহারা শরীয়ত মোতাবেক আলেম হইবে এবং নায়েবে রাছুল শ্রেণীভুক্ত আলেম হইবে। আর এই তিন প্রকার শিক্ষার পাঠ্য কিতাব না হইলে যত আলেম পয়দা হইবে, তাহারা শরীয়ত মোতাবেক আলেম হইবে না এবং তাহাদের ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হইবে না। যদি তাহারা

www.islamicharf.org

আলেম দাবী করে (এবং আলেম ও খোদাভীরু হওয়ার জন্য ইল্‌মেক্বলবের প্রয়োজনীয়তা ও ফরজিয়াত অস্বীকার করে) তবে তাহারা বাহাত্তর দলভুক্ত আলেম হইবে।

দ্বিতীয় রুল

মাদ্রাসার শিক্ষক ছাহেবানদের বেতন নির্ধারিত আছে। ছাত্র বেতন ফ্রি করা হইয়াছে এবং ছাত্রদের পাঠ্য কিতাবগুলি মাদ্রাসার তরফ হইতে দেওয়া হইতেছে এবং বৎসরের শেষে কিতাবগুলি মাদ্রাসা ফান্ডে জমা হইতেছে।

এই যাবতীয় খরচের জন্য ছদ্‌কাহ্‌, ফেতরা, কোরবাণীর চামড়ার মূল্য ইত্যাদি ফকিরী হক দ্বারা সমাধা হইতেছে, যতদিন পর্যন্ত ছাত্রদের বেতন নির্ধারিত করা না হইবে ততদিন পর্যন্ত সাহায্য করা উচিত নয়। কারণ যাহারা ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষা করিতে আসিয়াছে তাহাদের উপর শিক্ষকদের বেতন বহন করা ওয়াজিব। এই ওয়াজিব খরচ না করিলে তাহারা ওয়াজিব তরকের গুনাহে পতিত হইবে।

কিতাবগুলি পাঠ্য অবস্থায় খরিদ না করিলে পরে খরিদ করা হয় না, কাজেই অস্ত্রবিহীন সেনার মত হইতে হয়। ইহা ছাড়া ফকিরী ফান্ড হইতে খোরাকী খাইলে এবং কিতাব খরিদ করিলে ফকিরদের হক নষ্ট করা হয়। আর গরীব না হইয়া গরীব সাজিয়া ছদ্‌কা, ফেতরা ইত্যাদি গ্রহণ করিলে হালাল হয় না। বর্ণিত দোষগুলি মাদ্রাসা হইতে দূরিভূত না করা পর্যন্ত সাহায্য করিলে ইসলাম ধর্ম ধ্বংস করার গুনাহে পতিত হইতে হইবে।

তৃতীয় দোষ

ইল্‌মে কালাম, ইল্‌মে তাছাওউফ ও ইল্‌মে ফিক্বাহ্‌ এই তিন প্রকার ইল্‌মের সমষ্টির নাম ইল্‌মেদ্বীন বা শরীয়ত। বর্ণিত তিন প্রকার ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ। এই তিন প্রকার ইল্‌ম শিক্ষা করিলে ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষার ফরজ আদায় হয় এবং শরীয়ত মোতাবেক আলেম শ্রেণীভুক্ত হয়। দেওবন্দী রুলের মাদ্রাসা গুলিতে বর্ণিত তিন প্রকার ইল্‌ম শিক্ষা দান না করিয়া দেস্তারবন্দী করিয়া দিতেছে। (অর্থাৎ পাগড়ী প্রদানের মাধ্যমে আলেম ও অনুস্বরণযোগ্য হওয়ার সনদ প্রদান করিয়া দিতেছে)। ইহাতে মিথ্যা প্রবঞ্চনা এবং সমাজকে ধোকা দেওয়া হইতেছে। বর্ণিত দোষগুলি মাদ্রাসা হইতে দূরীভূত না করা পর্যন্ত সাহায্য করা জায়েজ নহে।

চতুর্থ খন্ড সমাপ্ত

দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্য পাঠ করুন

ইসলাম জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী লিখক নায়েবে রাসূল, মুজাদ্দিদে আ'জম, পীরে কামেল, আলহাজ্জ শাহ্‌ ছূফী

মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ)-এর বাংলা ভাষায় লিখিতঃ

০১। কুরআন শরীফের বাংলা তাফসীর ১ম থেকে ৫ম পাড়া পর্যন্ত (বাকী যন্ত্রস্থ)।
০২। শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম
০৩। তাছাওউফ শিক্ষা — ১৫ খন্ড
০৪। ইসলাম শিক্ষা — ৩ খন্ড
০৫। এজহারে হক — ৭ খন্ড
০৬। তাবলীগ — ৫ খন্ড
০৭। আহ্‌ওয়ালে আখেরাত — ৩ খন্ড
০৮। পর্দা
০৯। দুররমুজচূর্ণ
১০। সত্য প্রকাশ বা ধূম্রবিনাশ পুস্তিকার প্রতিবাদ — ৪ খন্ড
১১। ইবাদতে রুহানী, জিছমানী ও মালী
১২। রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র — ৯ খন্ড
১৩। তরীক্বত শিক্ষা — ২ খন্ড
১৪। ইসলাহে ক্বলব
১৫। ফিক্বাহ শিক্ষা, ইবাদত ও মোয়ামালাত খন্ড
১৬। রদ্দে কাদিয়ানী
১৭। নাস্তিকতার প্রতিরোধ
১৮। শরীয়তের দৃষ্টিতে ধুমপান
১৯। মির্জাপুরের বাহাছ
২০। আহ্‌ছান উল্লাহ ও তাহার ভন্ড পীরের গোমর ফাঁক

উপরোক্ত কিতাবসমূহ পাওয়ার জন্য আজই যোগাযোগ করুন-

জামাতুল মোসলেমীন লাইব্রেরী

পোঃ দুধল মাদ্রাসা, থানাঃ বাকেরগঞ্জ, জিলাঃ বরিশাল।

ও

মির্জাপুর তাছওউফ মাদ্রাসা পোঃ দামপাড়া, নিকলী, কিশোরগঞ্জ।

www.islamicharf.org

এজহারে হক

৫ম খন্ড

❑ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلَ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا *

❑ كُوْنُوْا قَوَّمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ الخ

❑ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُوْرَ *

লেখক

নায়েবে রাসূল, মুজাদ্দিদে আ'জম ও পীরে কামেল

আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ)

www.islamicharf.org

এজহারে হক ৫ম খণ্ড

প্রকাশে

দারুত্ তাছনীফ ও দারুল এশায়াত
পোঃ দুধল মাদ্রাসা
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

প্রকাশ কাল

প্রথম প্রকাশঃ ১৩৭৬ বাংলা, ১৯৭০ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৩৮৪ বাংলা, ১৯৭৭ ইং
তৃতীয় প্রকাশঃ ১৩৯৯ বাংলা, ১৯৯৩ ইং
চতুর্থ প্রকাশঃ ১৪০৩ বাংলা, ১৯৯৬ ইং
পঞ্চম প্রকাশঃ ১০১১ বাংলা, ২০০৫ ইং

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামের বিশ্ব অভিযান কল্পে প্রতিটি কিতাবের বিনিময় বা মূল্য স্বরূপ ধর্মীয় সাহায্য ১৫/- (পনের) টাকা।

অত্র কিতাব সম্পর্কে এক বিশেষ জরুরী বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় পাঠক! সম্মানীত লেখকের অত্র কিতাব ও তাঁহার অন্যান্য কিতাবসমূহে মূল মাছয়ালা ফুটাইয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। শাব্দিক তরজমা নহে। তাই বিভিন্ন স্থানে যখন আরবী এবারতসমূহের নিচে অর্থ লেখা দেখিবেন, সেখানে বুঝিতে হইবে মূল অর্থ/সারমর্ম/মর্মার্থ/লাজেমী অর্থ। শাব্দিক অর্থ নহে।

যথাঃ- সালাত, যাকাত, সওম, হজ্ব ইত্যাদি আরবী শব্দসমূহের আভিধানিক অর্থ এবং শরীয়তের পরিভাষা এক নহে। অর্থ করার সময় লেখক শরীয়তের পরিভাষাই উল্লেখ করিয়াছেন। হ্যাঁ কোন কোন জায়গায় শাব্দিক তরজমাও করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা খুব কম জায়গায়ই পরিলক্ষিত হইবে।

কিতাব খানার কতিপয় স্থানে বিশেষ দ্রষ্টব্য ও বন্ধনী ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠকগণের বুঝার সুবিধার্থে ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে। আর এই একই উদ্দেশ্যে কিতাবখানার শেষ দিকে "প্রকাশকের জরুরী বক্তব্য" শিরোনামে স্বতন্ত্রভাবে কিছু অতি জরুরী বর্ণনা ও দলীল সংযোগ করা হয়েছে।

ইতি
প্রকাশক

www.islamicharf.org

ভূমিকা

রাসূল বা নায়েবে রাসুলের শিক্ষা ছাড়া বেহেস্ত ভবনে যাওয়া যাইবে কি না? এবং আলেমদের ভিতরে কাহাদের শিক্ষায় বেহেস্ত ভবনে যাওয়া যাইবে আর কাহাদের শিক্ষায় দোজখে পতিত হইতে হইবে। তাহা সমাজকে অবগত করার জন্য অত্র কিতাবখানা প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম। এই কিতাবখানার নাম একহারে হক ৫ম খন্ড রাখা হইল।

গ্রন্থকার

এজহারে হক ৫ম খন্ড

[পরজগতের মহামুক্তি ও বেহেস্ত উদ্যান লাভের জন্য রাসূল বা নায়েবে রাসূল থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে অতি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা।]

১। প্রশ্নঃ রাসূল বা নায়েবে রাসূলের শিক্ষা ছাড়া বেহেস্ত ভবনে যাওয়া যাইবে কি ন?

উত্তরঃ রাসূল বা নায়েবে রাসূলের শিক্ষা ব্যতীত বেহেস্ত ভবনে যাওয়া যাইবে না। যথা-কুরআন মজীদে ১ম পারায় সূরায় বাক্বারার ৪র্থ রুকুতে লিখা আছে-

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ
هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ٥ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا
بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ٥

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ মূল অর্থঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিয়াছেন যে, আমি বলিলাম হে আদম (আঃ) তোমরা সকলে বেহেস্ত ভবন হইতে নিম্নদিকে চলিয়া যাও, পরে নিশ্চয় আমার নিকট হইতে তোমার সন্তানদের কাছে হাদী অর্থাৎ রাসূল বা নায়েবে রাসূল উপস্থিত হইবে। অতঃপর যাহারা তাহাদেরকে মান্য করিবে ও অনুস্বরণ করিয়া চলিবে অর্থাৎ তাহাদের কাছে হেদায়াত বা শিক্ষা গ্রহণ করিবে তাহাদের পক্ষে কোন ভয় নাই এবং তাহারা শোকগ্রস্ত বা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবে না।

আর যাহারা তাহাদেরকে অস্বীকার করিবে এবং আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করিবে অর্থাৎ যাহারা তাহাদের শিক্ষা গ্রহণ করিবে না এবং তাহাদের হেদায়াতে অনাস্থা জ্ঞাপন করিবে তাহারা দোজখবাসী হইবে; আর তাহারা উহাতে চিরস্থায়ী হইবে।

www.islamicharf.org

বর্ণিত আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায় যাহারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল বা নায়েবে রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তাঁহাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিবে তাহারা বেহেস্ত ভবনে প্রবেশ করিতে পারিবে। আর যাহারা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না বরং অনাস্থা জ্ঞাপন করিবে তাহারা দোজখবাসী হইবে।

২। প্রশ্নঃ যাহাদের কাছে রাসূল বা নায়েবে রাসূল উপস্থিত হইবে না তাহারা বেহেস্ত ভবনে প্রবেশ করিতে পারিবে কি না?

উত্তরঃ আদম সন্তানের ভিতরে এরূপ লোক থাকিবেনা, যাহাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল বা নায়েবে রাসূল উপস্থিত হইয়া আসমানী কিতাব পাঠ করিয়া শুনায় নাই। যথা- কুরআন শরীফের অস্টম পারা সূরায় আন'আমে লিখা আছে-

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ
آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلٰى أَنْفُسِنَا
وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۝

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ মূল অর্থঃ আল্লাহ তায়ালা ময়দানে হাশরে বলিবেন হে জ্বিন সম্প্রদায়! এবং মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হইতে আমার প্রেরিত বান্দাগণ (অর্থাৎ রাসূল বা নায়েবে রাসূলগণ) তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া (বর্ণনা করিয়া) শুণায় নাই কি? এবং আজকের (ভীষণ কিয়ামত) দিনের সাক্ষাতের ভয় প্রদর্শন করেন নাই কি?

তাহারা বলিবে আমরা আমাদের নিজেদের উপর (নিজেদের বিরুদ্ধে) সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি। (অর্থাৎ তাহারা বলিবে হে খোদা! তোমার পক্ষ হইতে তোমার প্রেরিত বান্দাগণ [রাসূল বা নায়েবে রাসূলগণ] উপস্থিত হইয়া তোমার বাণী শুনাইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ হইয়া উক্ত বাণীতে কর্ণপাত করি নাই ও গ্রহণ করি নাই)।

দুনিয়ার জীবন তাহাদেরকে ধোকায় ফেলিয়া রাখিয়াছে। (তাই শেষ পর্যায়ে) তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই সাক্ষ্য দিবে যে, তাহারা কাফের অর্থাৎ অস্বীকার ও অগ্রাহ্যকারী ছিল।

বর্ণিত আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায় আল্লাহর প্রেরিত রাসূল বা নায়েবে রাসূল প্রত্যেক আদম সন্তানের কাছে উপস্থিত হইয়াই আসমানী কিতাব পাঠ করিয়া শুনাইবে।

কুরআন শরীফের ৮ম পারায় আছে-

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ
لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ ......

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ মূল অর্থঃ (বেহেস্তবাসীরা বেহেস্তের দরজাতে উপস্থিত হইয়া বলিবেন) সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য যিনি আমাদিগকে হেদায়াত করিয়াছেন ইহার জন্যে। (অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ বিশেষ দয়া-অনুগ্রহ করিয়া রাসূল বা নায়েবে রাসূলের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা ও আমলের তৌফিক দান করিয়া আমাদিগকে হেদায়াত করিয়াছেন, যাহার পুরস্কার বা প্রতিফল এই বেহেস্ত উদ্যান। কাজেই আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা) আমরা এখানে পৌছিতে পারিতাম না যদি আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদিগকে হেদায়াত না করিতেন। (অর্থাৎ মহান আল্লাহ যদি দয়া করিয়া রাসূল বা নায়েবে রাসূল প্রেরণ করতঃ তাহাদের মাধ্যমে আমাদিগকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত না করিতেন তাহা হইলে কিছুতেই এই বেহেস্ত উদ্যান দর্শন করিতে ও বেহেস্তের নেয়ামত প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইতাম না।) নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ (অর্থাৎ হেদায়াত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত লোকগণ) সত্য বাণীসহ আসিয়াছিলেন।

বর্ণিত আয়াত গুলিতে পরিস্কার বুঝা যায় আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রত্যেক আদম সন্তানকে হেদায়াত করার জন্য বা শিক্ষা দান করার জন্য রাসূল বা নায়েবে রাসূল নিযুক্ত করিয়াছেন। যাহারা রাসূল বা নায়েবে রাসূলের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিবে তাহাদের জন্য বেহেস্ত ভবন তৈয়ার হইয়াছে। আর যাহারা অনাস্থা জ্ঞাপন করিবে বা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না তাহাদের জন্য দোজখ তৈয়ার হইয়াছে।

www.islamicharf.org

(নায়েবে রাসূল গ্রহণ করার ব্যাপারে কতক অশিক্ষিত মানুষের এক বিশেষ ভুল ধারণার অবসান)

৩। প্রশ্নঃ বর্তমানে কতক অশিক্ষিত মুসলমান আছেন তাহাদের ধারণা তাহারা অশিক্ষিত মানুষ। তাহাদের নায়েবে রাসূল ধরার আবশ্যকতা নাই তাহারা নামাজ, রোজা যাহা করিতেছে তাহাতেই তাহাদের বেহেস্ত ভবন মিলিবে এই ধারণা কিরূপ?

উত্তরঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা বেহেস্ত ভবন তৈয়ার করিয়াছেন আদম সন্তানের জন্য। এক্ষণে (এই অবস্থায়) বেহেস্ত ভবনে প্রবেশ করার জন্য যে সমস্ত শিক্ষার দরকার সেই শিক্ষা দান করার জন্যই রাসূল বা নায়েবে রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছে।

অতএব, যে আদম সন্তানের বেহেস্ত ভবনে যাওয়ার আশা আছে তাহার উক্ত শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নায়েবে রাসূল ধরিতেই হইবে। শুধু নামাজ, রোজাতে বেহেস্ত ভবন মিলিবে এই ধারণা ভুল। এই ভুল ধারণা দূরীভূত করার জন্যই বর্ণিত তিনটি আয়াত সমাজের সামনে পেশ করা হইয়াছে।

(নায়েবে রাসূলের থেকে শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত শুধু নিজ জ্ঞানের বলেই বেহেস্তের রাস্তায় চলা যায় না।)

৪। প্রশ্নঃ বর্তমানে কতক শিক্ষিত মুসলমান আছেন তাহাদের ধারণা তাহারা জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, তাহারা জ্ঞানের বলে বেহেস্তের রাস্তায় চলিতে পারিবেন, তাহাদের নায়েবে রাসূল ধরার কোন দরকার নাই। এই ধারণা কি রকম?

উত্তরঃ আল্লাহ্ তা'য়ালার জগত দুইটি, ইহজগত এবং পরজগত। মানবের জ্ঞানও দুই ভাগে বিভক্ত, ইহজগত সম্বন্ধীয় জ্ঞান আর পরজগত সম্বন্ধীয় জ্ঞান। ইহজগতের জ্ঞান দ্বারা ইহজগতের সব কিছু জাহির করিতে পারে, কিন্তু পরজগতের রাস্তার খবর জানিতে পারে না। কারণ পর জগতের জ্ঞান অর্জন করিতে চাহিলে খোদা রচিত কিতাবের জ্ঞান অর্জন করিতে

হইবে। আর খোদা রচিত কিতাবের জ্ঞান অর্জন করিতে চাহিলে রাসূল বা নায়েবে রাসূলের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। রাসূল বা নায়েবে রাসূলের থেকে শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া বেহেস্তের মানুষ তৈয়ার হওয়া যায় এই ধারণা ভুল।

(পরজগতের পথ প্রদর্শক বা শিক্ষক গ্রহণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন জরুরী। কারণ আলেমদের কতক নায়েবে রাসূল আর কতক নায়েবে রাসূল নয় বরং নায়েবে শয়তান। ইত্যাদি বিষয়ে অতি জরুরী আলোচনা।)

৫। প্রশ্নঃ আলেম সমাজ সবাই নায়েবে রাসূল হইবে কি না?

উত্তরঃ আলেম সমাজ সবাই নায়েবে রাসূল হইবে না। কতক নায়েবে রাসূল হইবে, আর কতক নায়েবে শয়তান হইবে। যথাঃ তিরমিজী শরীফের হাদীসে আছে-

تَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً
وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ ○

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ লাজেমী অর্থঃ হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মাত (অর্থাৎ প্রবর্তক হিসেবে উম্মাতের আলেম সমাজ) তিহাত্তর দলে বিভক্ত হইবে। শুধুমাত্র একদল ব্যতীত তাহাদের বাকী সকল দলই জাহান্নামী। (অতএব তন্মধ্যে বাহাত্তর ভাগ আলেমের শিক্ষায় দোজখ হইবে, আর মাত্র এক ভাগ আলেমের শিক্ষায় বেহেস্তের পথ পাওয়া যাইবে।) সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন হে আল্লাহ্র রাসূল, সেই একদল কাহারা? (অর্থাৎ কাহাদের শিক্ষায় বেহেস্তের পথ পাওয়া যাইবে?) তদুত্তরে হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি এবং আমার সাহাবাগণ যাহার উপর আছি।) অর্থাৎ যাহাদের শিক্ষা আমার এবং আমার সাহাবাগণের শিক্ষার মোয়াফেক তাহাদের শিক্ষায় বেহেস্তের পথ পাওয়া যাইবে।

www.islamicharf.org

পরিষ্কার বুঝা গেল বাহাত্তর দল আলেমের শিক্ষা কুরআন হাদীসের খেলাফ হইবে। মাত্র একদল আলেমের শিক্ষা কুরআন ও হাদীসের মোয়াফেক হইবে। যাহাদের শিক্ষা কুরআন ও হাদীসের মোয়াফেক হইবে তাহারা নায়েবে রাসূল, আর যাহাদের শিক্ষা কুরআন ও হাদীসের খেলাফ হইবে তাহারা বাহাত্তর দলভুক্ত।

৬। প্রশ্নঃ আলেম সমাজের কাহারা বেহেস্তী দল আর কাহারা দোজখী দল তাহা ঠিক করার পূর্বে শিক্ষা আরম্ভ করা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তরঃ আলেম সমাজের কাহারা বেহেস্তী দল আর কাহারা দোজখী দল তাহা ঠিক করার পূর্বে শিক্ষা আরম্ভ করা জায়েয হইবে না। যথা–**মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড (পুরাতন ছাপা) ৩১ পৃষ্ঠা এবং মাজাহেরে হক ১ম খণ্ড ১০৯ পৃষ্ঠায় আছে–**

إِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ ○

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই এই ইল্‌মই হইয়াছে দ্বীন (শরীয়াত) অতএব চিন্তা করিয়া দেখ তোমরা কাহার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছ।

বর্ণিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা যায় শরীয়াতের ইল্‌ম শিক্ষার পূর্বেই শিক্ষক চিনিতে হইবে যে, সে বেহেস্তীদল কিনা? যদি বেহেস্তী দল হয়, তবে তাহার শিক্ষায় বেহেস্ত পাওয়া যাইবে। আর যদি বাহাত্তর দলভুক্ত হয় তবে তাহার শিক্ষায় দোজখে পতিত হইতে হইবে।

৭। প্রশ্নঃ আলেম সমাজের মধ্যে কাহারা বেহেস্তীদল, আর কাহারা দোজখী দলভুক্ত তাহা কাহারা চিনাইয়া দিবেন?

উত্তরঃ প্রত্যেক জামানাতে যিনি নায়েবে রাসূল হইবেন, তিনি পরিস্কার ভাবে চিনাইয়া দিবেন কাহারা বেহেস্তীদল আর কাহারা দোজখী দল। কারণ প্রত্যেক জামানার নায়েবে রাসূলদের উপর অবশ্য কর্তব্য উভয় দলকে চিনাইয়া দেওয়া। আর এই জন্যই তাহাদের উপাধি হইয়াছে হাদি বা পথ প্রদর্শক।

৮। প্রশ্নঃ বাহাত্তরদল আলেমের প্রত্যেক দলের নাম উল্লেখ করিয়া চিনাইয়া দেওয়া যাইবে কিনা?

উত্তরঃ বাহাত্তর দল আলেমের প্রত্যেক দলের নাম উল্লেখ করিয়া চিনাইয়া দিতে হইবে। যেরূপ আমাদের বিশ্ব নবী (সাঃ) তাঁহার জামানার ইয়াহুদী ও নাসারা আলেমদিগকে সম্বোধন করিয়া চিনাইয়া দিয়াছেন। যথা–কুরআন মজীদে ষষ্ঠ পারাতে আছেঃ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْإِنْجِيْلَ ○

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ মূল অর্থঃ আল্লাহ্ বলিয়াছেন, হে মুহাম্মদ (সাঃ) তুমি আহলে কিতাবদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া দাও যে, হে কিতাবধারীগণ অর্থাৎ হে ইয়াহুদী ও নাসারা আলেম সমাজ! তোমরা কোনও বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত নও; যে পর্যন্ত তোমরা তওরাত ও ইঞ্জীল প্রতিষ্ঠা না করিবে। (অর্থাৎ তোমাদের উভয় দলের ধর্মপথ মিথ্যা যেহেতু তোমরা কিতাবের মাছয়ালা পরিবর্তন করিয়াছ। যতিদন পর্যন্ত উক্ত মাছয়ালা সংশোধন না করিবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা মিথ্যা ধর্মে থাকিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(হাদীসে আছে- নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, (সংক্ষেপে মূল কথা) শরীয়াত বিরোধী কোন কাজ দেখিলে হস্তদ্বারা পরিবর্তন কর। যদি হস্তের শক্তি না থাকে তবে জিহ্বা দ্বারা বাধাদান কর। আর যদি জিহবা দ্বারা বাধাদানের শক্তিও না থাকে তবে অন্তর দ্বারা বাধা দান কর। অন্য হাদীছে আছে, (সংক্ষেপে মূল কথা) শরীয়াত বিরোধী অন্যায় কারীদের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি নিজ হাতের দ্বারা জেহাদ করিবে সেও মুমিন; (উক্ত শক্তির অভাবে) যে ব্যক্তি মুখের দ্বারা জিহাদ করিবে সেও মুমিন; আর (উক্ত উভয় শক্তির অভাবে) যে অন্ততঃ অন্তর দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবে সেও মুমিন। আর ইহারপর এক সরিষাদানা পরিমাণও ঈমান নাই। (মুসলিম শরীফ)।

অতএব যে সমস্ত স্থানে অন্ততঃ মুখের দ্বারা বলার ক্ষমতা ও সুযোগ আছে এবং কিতাবী বিধান মতে বাহাত্তর দলের গোমরাহী প্রকাশ করাও

www.islamicharf.org

জরুরী সে সমস্ত স্থানে বাহাত্তর দলের নাম উল্লেখ করিয়া চিনাইয়া দিতে হইবে। মোট কথা স্থান, কাল, পাত্র বা হাল অবস্থার দিকে পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া কিতাবী বিধান মতে অন্যায় ও পাপকাজ দমনের জন্য সংগ্রাম বা জিহাদ করিয়া যাইতে হইবে)।

প্রকাশক

আলেমদের ভিতরে কাহারা বেহেস্তী দলভূক্ত আর কাহারা দোজখী দল ভুক্ত তাহা চিনিবার এক বিশেষ ও মূল পন্থা "পূর্ণাঙ্গ দ্বীন" বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা।

৯। প্রশ্নঃ কাহারা বেহেস্তী দল আর কাহারা দোজখী দলের অন্তর্ভুক্ত তাহা চিনিবার উপায় কি?

উত্তরঃ যাহারা দ্বীন ইসলাম পূর্ণভাবে শিক্ষা করিয়া (বিধান মোতাবেক) শিক্ষা দিতে থাকে তাহারা বেহেস্তী দলভুক্ত। আর যাহারা দ্বীন ইসলাম আংশিক ভাবে শিক্ষা করিয়া আংশিক শিক্ষা দিয়া আংশিকে মুক্তির পথ ঘোষণা দিবে তাহারা বাহাত্তর দলভুক্ত। যথা- কোরআন মজীদের ২য় পারায় আছে-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

অর্থঃ হে ঈমানদার গণ! তোমরা ইসলামের ভিতরে পূর্ণভাবে দাখিল হও এবং তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিওনা, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

এই আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায়, দ্বীন ইসলামের পূর্ণতার ভিতরে মুক্তি রহিয়াছে, আংশিকে মুক্তি নাই। এক্ষণে যাহারা পূর্ণ ধর্মের ভিতরে (পূর্ণাংগ দ্বীন ইসলামের ভিতরে) মুক্তির ঘোষণা দিয়া থাকে তাহারা বেহেস্তী দল, আর যাহারা আংশিক ধর্মে মুক্তির ঘোষণা দেয় তাহারা বাহাত্তর দলভুক্ত।

পূর্ণাংগ দ্বীনের সঠিক রূপ রেখা বা পরিচয়ের দলীল ভিত্তিক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ।

১০। প্রশ্নঃ কত প্রকার মাছয়ালার সমষ্টির নাম শরীয়াত বা ইসলাম ধর্ম?

উত্তরঃ কোরআন মজীদের এগার পারাতে আছে-

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ ○

বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যা মোছাল্লামুছ্ছবুত কিতাবে আরবী হাশিয়ায় লিখা আছে (মূল কথা) ইল্‌মুল ইলাহিয়াত, ইল্‌মুত্‌ত্বরীক্বাত, ইল্‌মুশ্ শরীয়াতিজ্ জাহেরাহ্ অর্থাৎ আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ্ এই তিন প্রকার মাছয়ালার সমষ্টির নাম শরীয়াত বা ইসলাম ধর্ম।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের হাদীস গ্রন্থে আছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ
بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ○

(হযরত রাছুলে করীম (ছঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ যাহার কল্যাণ কামনা করেন তাহাকে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন।)

এই হাদীসের ব্যাখ্যা মাজাহেরে হক কিতাবে ১ম খন্ড (পুরাতন ছাপা) ইল্‌ম অধ্যায়ে ৯০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে- আহকামে শরীয়াত, আহকামে ত্বরীকাত ও আহকামে হাকীকাত এই তিন প্রকার মাছ্‌য়ালার সমষ্টির নাম পূর্ণাংগ শরিয়াত বা দ্বীন ইসলাম।

আমাদের হানাফী মাজহাবের জগত বিখ্যাত মহামান্য কিতাব "শামী" উহার ১ম খন্ড ৪০ পৃষ্ঠায় (এবং নূতন ছাপা ৪৩ পৃষ্ঠায়) লিখা আছে- দ্বীনের ইল্‌ম যাহা শিক্ষা করা মোসলমানদের উপর ফরজ (ঈমানের পরে) উহা দুইভাগে বিভক্ত-ফিক্বাহ্ ও ইল্‌মে ক্বলব বা ইল্‌মে তাছাওউফ। উভয় ভাগ শিক্ষা করা ফরজ।

বর্ণিত কুরআন, হাদীস ও ফতোয়ার কিতাব পাঠ করিলে পরিস্কার বুঝা যায় আক্বাইদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ এই তিন প্রকার মাসআলার সমষ্টির

www.islamicharf.org

নাম পূর্ণাঙ্গ শরীয়াত বা ইসলাম ধর্ম। এক্ষণে যাহারা বর্ণিত তিন প্রকার মাছআলা শিক্ষা করিয়া শিক্ষা দিতেছে তাহাদের শিক্ষা বিশ্ব নবীর শিক্ষার মোয়াফেক হইতেছে। আর যাহারা শুধু আক্বাইদ ও ফিক্বাহ এই দুই প্রকার মাছআলা শিক্ষা করিয়া আর তাছাওউফ শিক্ষা না করিয়া (আ'মভাবে) শিক্ষা দিতেছে তাহাদের শিক্ষা বিশ্ব নবী (সাঃ) -এর শিক্ষার খেলাফ হইতেছে। এক্ষণে দেখা চাই (অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের আইনে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে), কাহারা ফিক্বাহ্ ও তাছাওউফ (উভয় ইল্ম) শিক্ষা দিয়া আসিতেছে; আর কাহারা শুধু ফিক্বাহ্ শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। যাহারা ফিক্বাহ ও তাছাওউফ উভয় ইল্ম শিক্ষা করিয়া (কিতাবী বিধানমতে) শিক্ষা দিয়া আসিতেছে তাহারা বেহেস্তী দল। আর যাহারা ফিক্বাহ্ শিক্ষা করিয়া ও তাছাওউফ শিক্ষা না করিয়া আলেম সাজে সজ্জিত হইয়া কিতাবের খেলাফ আ'মভাবে শিক্ষা দিয়া আসিতেছে এবং আংশিক শিক্ষাতেই মুক্তির ঘোষণা দিতেছে তাহারা বাহাত্তর দলভুক্ত।

১১। প্রশ্নঃ হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) সাহেবের শিক্ষার ভিতরে ফিক্বাহ, তাছাওউফ ছিল কি-না?

উত্তরঃ হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) সাহেবের লিখিত এহ্ইয়াউল উলুমিদ্দীন কিতাব পাঠ করিলে পরিস্কার বুঝা যায় তাহার শিক্ষার ভিতরে ফিক্বাহ, তাছাওউফ ছিল। যথা-তিনি লিখিয়াছেন, (মূল কথা) পূর্ণাঙ্গ শরীয়াতের মাছয়ালাসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত, ফিক্বাহ ও তাছাওউফ (এবং তিনি উহার বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন)। উহাতে পরিস্কার বুঝা যায় হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) সাহেব একজন নায়েবে রাসূল ছিলেন।

১২। প্রশ্নঃ হযরত মুজাদ্দেদে আল্ফেসানী (রহঃ) সাহেবের শিক্ষার ভিতরে ফিক্বাহ ও তাছাওউফ ছিল কি না?

উত্তরঃ হযরত মুজাদ্দেদ সাহেব স্বীয় লিখিত মাকতুবাত শরীফে লিখিয়াছেন- (মূল কথা) বিশ্ব নবী (সাঃ) যে ইল্ম রাখিয়া গিয়াছেন উহা দুই ভাগে বিভক্তঃ ফিক্বাহ ও তাছাওউফ। যিনি এই উভয় ইল্ম শিক্ষা করিয়াছেন তিনি শরীয়াত মোতাবেক আলেম। আর যিনি মাত্র ফিক্বাহ্ শিক্ষা করিয়াছেন এবং তাছাওউফ শিক্ষা করেন নাই, তিনি শরীয়াত মোতাবেক আলেম নহেন। এই লিখাতে পরিস্কার বুঝা যায় তিনি একজন নায়েবে রাছুল ছিলেন।

১৩। প্রশ্নঃ হযরত ছৈয়দ আহাম্মদ বেরলবী (রহঃ) ছাহেবের শিক্ষার ভিতরে ফিকাহ্, তাছাওউফ ছিল কি না?

উত্তরঃ জনাব হযরত মাওলানা কেরামাত আলী (রহঃ) ছাহেবের "জাদোত্তাকওয়া" কিতাব পাঠ করিলে জানা যায়, ছৈয়দ ছাহেব (রহঃ) কয়েক শত মাওলানা ছাহেব দিগকে দিবারাত্র তাছাওউফ শিক্ষা দিতেন। এই লিখাতে পরিস্কার বুঝা যায় সৈয়দ ছাহেব (রহঃ) একজন প্রসিদ্ধ নায়েবে রাছুল ছিলেন।

১৪। প্রশ্নঃ মাওলানা রশীদ আহাম্মদ গাংগুহি ছাহেবের শিক্ষার ভিতরে ফিক্বাহ-তাছাওউফ ছিল কি না?

উত্তরঃ মাওলানা রশীদ আহাম্মদ গাংগুহী ছাহেবের লিখিত ফতোয়ায় রশীদিয়ার ভিতরে কিতাবুত্তাছাওউফ পাঠ করিলে জানা যায় ইল্মে তাছাওউফ বা ইল্মে ক্বলব কি জিনিষ তিনি তাহার খবর রাখিতেন না। যেহেতু তিনি ইল্মে তাছাওউফের যে তা'রীফ (সংজ্ঞা) লিখিয়াছেন তাহা হানাফী মাজহাবের জগত বিখ্যাত মহামান্য ফতোয়ার কিতাব "শামী" উহার ১ম খন্ড ৪০ পৃষ্ঠায় (নূতন ছাপা ৪৩ পৃষ্ঠায়) লিখিত তা'রীফের খেলাফ হইয়াছে। বোধ হয় তিনি স্বীয় নফ্ছে আম্মারার পরামর্শ নিয়া লিখিয়াছেন। নচেৎ তাহার লিখিত তা'রীফের (সংজ্ঞা) সঙ্গে মিল খায় এরূপ কোন কিতাব এখন পর্যন্ত ছাপান হয় নাই। সুতরাং তাহার স্বীয় লিখিত ফতোয়ায় রশীদিয়া প্রমাণ করে যে, তিনি একজন ইল্মে তাছাওউফে অজ্ঞ লোক ছিলেন। কাজেই শরীয়াত মোতাবেক আলেম ছিলেন না।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

(কতক লোকে এরূপ মন্তব্য করে যে, অত্র কিতাবে কয়েকজন বিখ্যাত আলেম-পীরের দোষ প্রকাশ করা হয়েছে যাহা গীবত, আর গীবত করা নাজায়েজ কাজ। ইহার উত্তরে বলিতেছি, কুরআন-হাদীস মতে গীবত করা সর্বক্ষেত্রে সর্ব অবস্থায় নাজায়েজ বা হারাম নহে, বরং কতক ক্ষেত্রে গীবত করা হারাম, কতক ক্ষেত্রে গীবত করা মোবাহ, আবার কতক অবস্থায় গীবত করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য মহা জরুরী।

www.islamicharf.org

যাহারা জরুরী মাছয়ালা গোপন বা পরিবর্তন করিয়া সমাজকে ভুল পথে পরিচালিত করে তাহাদের দোষ প্রকাশ করা বা তাহাদের গীবত করা কুরআন-হাদীছের আইনে ওয়াজিব। তাহাদের গীবত না করিলে পাপ হয়। তাই অত্র কিতাবে কয়েকজন সমাজের আলেম-পীরের ধর্মীয় ভুল বা দোষ প্রকাশ করিতে লিখক বাধ্য হইয়াছেন আর ইহা দ্বারা তিন মূলতঃ ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। আর এইরূপ না করিলে সমাজের লোকেরা কিতাবের খেলাফ ভুল মাছয়ালা প্রচার কারী নামেক আলেমদের গোমরাহী ও ভুলের থেকে রক্ষাই বা পাইবে কিরূপে? যাহা হউক গীবত করা যে, স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে হারাম, মোবাহ ও ওয়াজিব বিভিন্ন প্রকারের হয় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে শামী কিতাব, মুসলিম শরীফ ইত্যাদি বহু মান্যবর কিতাবে)।

প্রকাশক

১৫। প্রশ্নঃ বরিশাল জিলার চরমোনাই নিবাসী মওঃ মোঃ এছহাক ছাহেব ফিক্বাহও তাছাওউফ শিক্ষা দিতেছেন কিনা?

উত্তরঃ বর্ণিত মওঃ মোঃ এছহাক ছাহেব উভয় ইল্‌মের কোন ইল্‌মই কিতাব মোয়াফেক সঠিকভাবে শিক্ষা দিতেছেন না। কারণ তিনি রশীদ আহাম্মদ গাংগুহী ছাহেবের নাতী মুরীদ। গাংগুহী ছাহেবই যখন ইলমে তাছাওউফে (ইল্‌মে ক্বল্‌বে) অজ্ঞ ছিলেন, তখন মওঃ মোঃ ইছাহাক ছাহেবের ইল্‌মে তাছাওউফ (ইল্‌মে ক্বলবে) আসে কোথা হইতে? কাজেই তিনি ইল্‌মে তাছাওউফে (ইল্‌মে ক্বলব) অজ্ঞ। যিনি ইল্‌মে তাছাওউফে (ইল্‌মে ক্বলবে) অজ্ঞ তিনি শরীয়াত মোতাবেক আলেম নহেন। তাহার ইলমে শরীয়াত (ইল্‌মেদ্বীন) (আ'মভাবে লোকদেরকে) শিক্ষা দেওয়ার অধিকার নাই।

মওঃ মোঃ এছহাক ছাহেবের দাদা পীর মাওলানা মোঃ রশীদ আহাম্মদ গাংগুহী ছাহেবের ফতোয়ায় রাশীদিয়াতে লিখা আছে-হুক্কা পান করা জায়েজ। আর চরমোনাইর মওঃ মোঃ এছ্হাক ছাহেব তাহার লিখিত "ধুম বিনাশে" লিখিয়াছেন হুক্কা পান করা হারাম এবং মাক্‌রূহ তাহরীম। এক্ষণে (এই অবস্থায়) তিনি নিজ দাদা পীর ছাহেবের ফতোয়া অমান্য করিয়া ফিক্বাহের ইল্‌মেও অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের হানাফী মাজহাবের জগত বিখ্যাত মহামান্য ফতোয়ার কিতাব শামী উহার ৫ম খন্ডের (পুরাতন ছাপা) ৪০৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, হুক্কা পান করা মোবাহ্ ও হালাল। আর মওঃ মোঃ এছহাক ছাহেব তাহার ধুম বিনাশ পুস্তিকায় লিখিয়াছেন হারাম ও মাকরূহ্ তাহরীম।

বর্ণিত মওঃ মোঃ এছহাক ছাহেব যদি ফিক্বাহের ইল্‌ম জানিতেন তবে তিনি হানাফী দাবী করিয়া হানাফী মাজহাবের খেলাফ প্রচার করিতেন না।

এক্ষণে (এই অবস্থায়) দেখা যায় মওঃ মোঃ এছহাক ছাহেব ইল্‌মে তাছাওউফে (ইল্‌মে ক্বল্‌বে) যেরূপ অজ্ঞ, ফিক্বাহের ইল্‌মেও তদ্রূপ অজ্ঞ। আর এই অজ্ঞতা থাকার কারণ, তিনি টাইটেল বা দাওয়া কিছুই পড়েন নাই। বুঝা গেল তাহার (নিজ নামে) মাওলানা ঘোষণাটাও ধোকা।

মোট কথা, চরমোনাইর মওঃ মোঃ এছহাক ছাহেবের ফিক্বাহ্ এবং তাছাওউফের অজ্ঞতা দূরীভূত না করা পর্যন্ত আলেম সাজা বা পীর ছাহেব সাজার দাবীটাও ধোকা। এই শ্রেণীর মাওলানাদের কাছে ওয়াজ শুনা বা মুরীদ হওয়া জায়েজ নহে।

মাজাহেরে হক কিতাবে লিখা আছে-(মূলকথা) যাহারা আলেম না হইয়া আলেম সাজিবে বা পীর সাজিবে বিশ্বনবীর হাদীসে তাহাদিগকে দাজ্জালে কাজ্জাব বলে ঘোষণা দিয়াছেন এবং তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন করার জন্য বিশ্বনবীর আদেশ রহিয়াছে। অতএব যাহারা এই আদেশ অমান্য করিবে তাহারা ইসলাম ধর্ম ধ্বংশ করার গুনাহে পতিত হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

মহান আল্লাহ কোরআন মজীদে ফরমাইয়াছেন-

كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ (الاية)

(সংক্ষেপে ব্যাখ্যাসহ মূল অর্থঃ) তোমরা ন্যায় ইনছাফের সহিত প্রতিষ্ঠিত হও; যদিও তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হয়, অথবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় অন্যায়ভাবে পক্ষপাতিত্ব বাদ দিয়া যাহা হক বা ন্যায় তাহাই সমর্থন করিতে ও উহার সহিত প্রতিষ্ঠিত হইতে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

www.islamicharf.org

কাজেই যে কয়েকজন সমাজের মশহুর পীর আলেমদের ধর্মীয় ভুল অত্র কিতাবে লিখা হইয়াছে তাহাদের আপনজন ও ভক্ত মুরীদ, অনুসারীদেরকে বলিতেছি যে, আপনারা সম্পূর্ণ রূপে নিরপেক্ষ মনে কিতাবের মাধ্যমে যাচাই করিয়া দেখুন। যদি দেখেন তাহাদের প্রচারিত বর্ণিত মাছয়ালা কিতাবের খেলাফ হইয়াছে, (আর নিশ্চয় নিশ্চয় এই রূপেই পাইবেন) তাহা হইলে সত্যকে বাদ দিয়া অন্যায়ভাবে তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিলে চিরস্থায়ী জগত আখেরাতে আল্লাহর গজবে নিপতিত হইয়া দোজখের কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তাই আল্লাহর গজব নির্দেশ পালন করতঃ অন্যায় ভাবে পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া ন্যায় ও হককে সমর্থন ও গ্রহণের মাধ্যমে দোজখ থেকে মুক্তি লাভ ও বেহেস্তে আল্লাহ্‌র দীদার লাভের সম্বল সংগ্রহ করুন।

ভাবিয়া দেখুন, হযরত আদম (আঃ) কে পর্যন্ত ইবলীশ শয়তান গন্ধম খাওয়ার ব্যাপারে পদস্খলন ঘটাইয়াছিল ও বেহেস্ত থেকে (উহার পরিনাম ফল হিসাবে) বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহা হইলে কি আপনাদের নেতা বা পীরছাহেবদের (যাহাদের ধর্মীয় ভুল অত্র কিতাবে লিখা হইয়াছে। ইবলীছ শয়তান ভুলে ও গোমরাহীতে ফেলিতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। আরও চিন্তা করিয়া দেখুন ফেরেস্তাদের ওস্তাদ এবং জ্বিন-ফেরেস্তা উভয় দলের সর্দার ও লাখ লাখ বৎসরের আবেদ "ইলবীছ" যখন মাত্র একটি হুকুম অগ্রাহ্য করায় বর্ণিত সব কিছু থেকে বঞ্চিত হইয়া শয়তানে পরিণত হইয়াছে, তাহা হইলে ইল্‌মে তাছাওউফের মত চূড়ান্ত পর্যায়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ মাছয়ালায় ভুল করায় এবং উহার আসল রূপ রেখা গোপন- পরিবর্তন করিয়া হাজার হাজার লোকদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করার কারণে অত্র এজহারে হক কিতাবে উল্লেখিত আপনাদের পীর বা ধর্মীয় নেতাগণ কি অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন না? নিশ্চয়ই হইবেন।

চার মাজহাবের নির্ভরযোগ্য ইমাম ও আলেমগণ যে হুক্কা পান করাকে মোবাহ বা জায়েজ ফতোয়া দিয়াছেন সে বিষয়ে পরিস্কারভাবে জানাইয়া দেওয়ার পরেও চরমোনাইর পীর ছাহেব (মওঃ মোঃ এছহাক ছাহেব) সংশোধন না হইয়া বরং নিজ পূর্ব ধারনায় বহাল থাকিয়া হুক্কা পান করা হারাম ও মাক্‌রূহ তাহরীম প্রচার করিয়াছেন এবং তাহার স্বীয় লিখিত ধুম

বিনাশ পুস্তিকা পূর্বের ন্যায়ই বিনা সংশোধনে বহাল রাখিয়াছেন। ইহাতে কি তিনি (চরমোনাইর পীর মওঃ মোঃ এছহাক ছাহেব) অপরাধী হইবেন না? নিশ্চয়ই হইবেন। ইহা আমাদের নিজস্ব মনগড়া কোন কথা নয় বরং নিশ্চয় ইহা কেতাবের কথা।

কাজেই জিদ, গোস্বা, হাছাদ, অহংকার ইত্যাদির বশবর্তী হইয়া দোজখের উপযোগী হওয়া কাহারো উচিৎ নয়; বরং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মনে কিতাবের মাধ্যমে যাচাই করিয়া হক ও ন্যায়কে সমর্থন ও গ্রহণ করা সকলেরই একান্ত জরুরী। আল্লাহ তা'য়ালা সকলকে তৌফিক দান করুন)। আমীন

প্রকাশক

১৬। প্রশ্নঃ জৌনপুরী বর্তমান পীর মাওলানা হোসেন আহাম্মদ ছাহেব শরীয়াতের দুইভাগ মাছয়ালা ফিক্বাহ, তাছাওউফ শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন কি না?

উত্তরঃ বর্ণিত পীর ছাহেব কোন ইল্‌মই শিক্ষা দিতেছেন না। জনাব মাওলানা কেরামত আলী ছাহেব ছিলেন বংগ বিখ্যাত পীর। তিনি দিবা-রাত্র ইলমেদ্বীন শিক্ষা দিতেন। আর তাহার বংশধর সাজিয়াছেন দোয়ার ফকীর।

অন্তরের এছলাহের জন্য ইল্‌মে তাছাওউফ (ইল্‌মে ক্বল্‌ব) শিক্ষা করা ফরজ। বর্ণিত পীর ছাহেব ইল্‌মে তাছাওউফের পরিবর্তে কতকগুলি অজীফা দ্বারা অজ্ঞসমাজকে ধোকা দিয়া নিজে পথভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং সমাজকেও পথভ্রষ্ট করিতেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

হাদীছে আসিয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, মূলকথা—খাটি আলেমগণ আম্বিয়ায়ে কেরামগণের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী। আল্লাহ্‌র রাছুল (ছঃ) আরো ফরমাইয়াছেন—

علماء هم شر من تحت اديم السماء

(মূল কথা) তাহাদের (অর্থাৎ সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলাম এবং কুরআনের সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত আর হেদায়েতের থেকে শূন্য শুধু বাহ্যিক আবাদ

www.islamicharf.org

ও জাঁক-জমকপূর্ণ মসজিদ সমূহ প্রতিষ্ঠাকারী বা উহার সহিত জড়িত নামধারী মোছলমানদের আলেম সমাজ হইবে আসমানের নীচে সমগ্র সৃষ্টির ভিতরে সর্বনিকৃষ্ট বা বদ।

পাঠকবৃন্দ, হাদীছের আইনে যে সমস্ত আলেমরা অপরাধী বা নিকৃষ্ট তাদেরকে ভাল বা বুজুর্গ ধারণা করিলে প্রকৃত পক্ষে হাদীছের প্রতি সঠিক বিশ্বাস থাকে না। আবার যে সমস্ত আলেমগণ খাঁটি ও সঠিক ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া তাহাদেরকে মন্দ ধারণা করিলেও প্রকৃত পক্ষে হাদীছের প্রতি সঠিক বিশ্বাস থাকে না। কাজেই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিরপেক্ষ মনে যাচাই-বাছাই করুন ও সত্য বা খাঁটি আলেম, পীর, মোর্শেদগণকে আখেরাতের পথ প্রদর্শক ও শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করুন।

মহান আল্লাহ্ কুরআন মজীদে ঘোষণা করিয়াছেন, (মূল অর্থঃ)-হে আমার বান্দাগণ! তোমরা ন্যায়ের সহিত প্রতিষ্ঠিত হও যদিও তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হয়, অথবা পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বক্ষেত্রে ও সর্ব অবস্থায় অন্যায় পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন না করিয়া বরং হক ও ন্যায়কেই সমর্থন করিতে ও উহার সহিত প্রতিষ্ঠিত হইতে বিশেষ আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্ তৌফিক দান করুন। আমীন।

প্রকাশক

এজহারে হক ৫ম খন্ড সমাপ্ত হইল

প্রকাশকের বিশেষ জরুরী বক্তব্য

নিশ্চয় ইহজগত দুনিয়া অস্থায়ী, আর আখেরাত বা পরজগত চিরস্থায়ী। উভয় জগতের কল্যাণ অর্জন বিশেষ করে চিরস্থায়ী জগত আখেরাতে মহান আল্লাহর কল্পনাতীত কঠিন আজাব ও গজব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া চিরসুখময় অমরপুরী বেহেস্ত উদ্যানে আল্লাহর তা'য়ালার সন্তুষ্টি ও দীদার লাভ করিতে চাহিলে-

১নং আখেরাতের পথ প্রদর্শক হাদীর অর্থাৎ রাছুল বা নায়েবে রাছুলের অনুস্বরণ করতঃ **২নং** পূর্ণাঙ্গ দ্বীন (আক্বাইদ, ফিক্বাহ ও ইলমে ক্বলব) শিক্ষা করিয়া আমল করিতে হইবে। আর **৩নং** বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রচার প্রতিষ্ঠার জন্য হাদীকে (নায়েবে রাছুলকে) কিতাবী বিধান মতে মালীবন্দেগীর মাধ্যমে তাবলীগে হুকমী হিসাবে আর্থিক সাহায্য করিতে হইবে এবং **৪নং** সাধ্যানুযায়ী উহার জন্য চেষ্টা সাধনা বা সংগ্রাম জিহাদও করিতে হইবে। বর্ণিত কর্তব্যসমূহ পরজগতের মহামুক্তির জন্য অপরিহার্য মহা জরুরী।

অত্র এজহারে হক ৫ম খন্ডে উপরোল্লিখিত কর্তব্যসমূহের প্রথম কর্তব্য 'হাদী' অর্থাৎ রাছুল বা নায়েবে রাছুলের অনুস্বরণ করা এবং হাদীর থেকে শিক্ষা গ্রহন করা ইত্যাদি সম্পর্কে কুরআন-হাদীছের মাধ্যমে মুজাদ্দিদে আ'জম, নায়েবে রাছুল হযরত মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব (রঃ) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত ব্যাপারে উল্লেখিত মুজাদ্দিদে আ'জম রহমাতুল্লাহ আ'লাইহের লিখিত বর্ণনাই যথেষ্ট। কিন্তু এতদ্‌সত্যেও অন্তরের বিশেষ শান্তনা ও বিশেষ ফায়দার জন্য উক্ত ব্যাপারে এখানে আরও কিছু জরুরী বর্ণনা লিখিয়া দিলাম।

নায়েবে রাছুলের অনুস্মরণ ও নায়েবে রাছুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন কিতাবের মাধ্যমে দলীল ভিত্তিক অতিগুরুত্বপূর্ণ বর্ণনাঃ

❑ **মহান আল্লাহ্ কোরআন শরীফে ছুরায় নেছার মধ্যে হুকুম করিয়াছেন-**

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۝

www.islamicharf.org

রাছুলের আনুগত্য করা এবং তোমাদের মধ্য থেকে যাহারা উলিল আমর (অর্থাৎ যাহারা কোরআন-হাদীছ ও ফিকাহ্, তাছাওউফে গভীর জ্ঞানী মোহাক্কেক আলেম-নায়েবে রাছুল) তাহাদের আনুগত্য কর।

❑ **হানাফী মাজহাবের জগত বিখ্যাত মহামান্য শামী কিতাব ১ম খন্ড (পুরাতন ছাপা) ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখা আছে-**

وَالْمُعْتَمَدُ اَنَّ اُولِى الْاَمْرِفِى قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ هُمُ الْعُلَمَاءُ -

মূল অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর (হুকুম মান্য করিয়া চল) এবং রাছুলের আনুগত্য কর আর তোমাদের মধ্য থেকে যাহারা উলিল আমর তাহাদেরও আনুগত্য কর" এই আয়াতে উল্লেখিত "উলিল আমরের" মর্ম নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে (ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া বা নায়েবে রাছুল পর্যায়ের কামেল মোহাক্কেক) খাঁটি আলেমগণ।

❑ **শামী কিতাব ৫ম খন্ড (পুরাতন ছাপা) ৪০৭ পৃষ্ঠায় (পান করা সম্পর্কীয় মাছয়ালা বর্ণনা অধ্যায়ে) লিখা আছে-**

اِنَّ الْمُرَادَ مِنْ اُوْلِى الْاَمْرِ فِى الْاٰيَةِ الْعُلَمَاءُ فِى اَصَحِّ الْاَقْوَالِ كَمَاذَكَرَهُ الْعَيْنِىْ مِنْ شَرْحِ الْكَنْزِ -

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্র আয়াতে উল্লেখিত "উলিল আমরের" মর্ম সবচেয়ে বেশী ছহীহ বর্ণনা মতে (ফিকাহ্, তাছাওউফ তত্ত্ববিদ ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া বা নায়েবে রাছুল পর্যায়ের মোহাক্কেক) খাঁটি কামেল আলেমগণ। বোখারী শরীফের শরাহ "আইনী" শরহেল কান্‌জ কিতাবের থেকে উলিল আমরের মর্ম উপরোক্ত রূপে বর্ণনা করিয়াছে।

❑ তাফছীরে কাবীর, ❑ তাফছীরে জারীর তিবরী ❑ খোলাছাতুত্তাফাছীর ❑ তাফছীরে মা'আরিফুল কোরআন ❑ তাফছীরে খাজেন ❑ তাফছীরে বাগবী ❑ তাফছীরে রুহুল মাআনী ❑ জগতবিখ্যাত তাফছীর আহকামুল কোরআন ❑ তাফছীরে মাজহারী ইত্যাদি অসংখ্য

তাফছীরের কিতাবে আল্লাহ্র নির্দেশ "আর তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে যাহারা উলিল আমর তাহাদেরও আনুগত্য বা অনুস্মরণ কর। এই আয়াতে উলিল আমরের মর্ম (ফিক্বাহ্, তাছাওউফ ও কুরআন-হাদীসে গভীর জ্ঞানী ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া বা নায়েবে রাছুল পর্যায়ের) খাঁটি মোহাক্কেক আলেমগণ বলিয়া পরিস্কার ভাবে উল্লেখ, আছে এবং উক্ত ব্যাপারে উক্ত তাফছীরসমূহে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, কতক তাফছীরের কিতাবের ভিতরে নায়েবে রাছুল পর্যায়ের খাটি কামেল মোহাক্কেক আলেম এবং ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম বাদশাহ বা সরকার এই উভয়ই উলিল আমর, এইরূপ লিখা আছে।

অন্তরের পবিত্রতা অর্জনের জন্য কামেল পীর মোর্শেদের অনুসন্ধান করা ফরজঃ

❑ হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) "ছেররুল আসরার" নামক কিতাবের তওবার অধ্যায় লিখিয়াছেন-অর্থঃ" "অন্তরকে সঞ্জীবিত করার জন্য কামেল মোর্শেদ তালাশ করা ফরজ"।

কামেল মোর্শেদকে মহব্বত করাও ফরজঃ

❑ ইরশাদুত্তালেবীন কিতাবে আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ্ পানিপাথি (রহঃ) লিখিয়াছেন, (মূল অর্থঃ) "কামেল পীরকে মহব্বত করা ফরজ। কেননা নায়েবে রাছুলের মহব্বত আল্লাহ ও রাছুলের দিকে ধাবিত করে"।

কামেল মোর্শেদের সংগ লাভ ও তা'লীম গ্রহণ ব্যতীত তাছাওউফ বা অন্তর শুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব নহেঃ

❑ জৌনপুরী হযরত আল্লামা মরহুম কেরামত আলী (রহঃ) জাদোত্তাকওয়া কিতাবের ৭ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, (মূল অর্থঃ) "কামেল মোর্শেদের তা'লীম ও ছোহবাত গ্রহণ ব্যতীত তাছাওউফের উপর আমল করা বা অন্তর শুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব নহে"।

❑ ছেরাতে মুস্তাকীম কিতাবের ৪র্থ পৃষ্ঠায় মছনবী শরীফের বরাত দিয়া এবং ❑ থানবী (রহঃ) এর তালিমুদ্দীন কিতাবেও উপরোক্ত একই পর্যায়ের বর্ণনা লিখা আছে।

www.islamicharf.org

কামেল মোর্শেদ তোমার কল্যানের বিষয়সমূহ তোমার চেয়ে অনেকগুণে বেশী চিনেনঃ

❑ তাফছীরে রুহুল বয়ান ৩য় খন্ড ৫৩২ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত লিখা আছে- (সংক্ষেপে মূল কথা) কোরআন-হাদীছ ও ফিকাহ্-তাছাওউফ তত্ত্ববিদ) খাঁটি কামেল মোর্শেদ তোমার কল্যানের বিষয়সমূহ তোমার নিজের চেয়ে অনেকগুণে বেশী চিনেন। কাজেই তুমি কামেল পীরের তালাশে পূর্ণ চেষ্টা কর। কামেল পীর মোর্শেদ পাওয়া মাত্র তুমি তাহার পূর্ণ ভক্ত হও এবং জানে ও মালে তাঁহার পূর্ণ খেদমত কর। তুমি কামেল মোর্শেদের দরবারে মুর্দারের মত হইয়া থাক, (অর্থাৎ কিতাবীশর্ত শরায়েত মোতাবেক খাঁটি পীর গ্রহণ করার পরে আর কোন তর্কবিতর্ক-সন্দেহ ইত্যাদি না করিয়া তাহার প্রদত্ব কিতাবী তা'লীম নির্দেশ ও ধর্মীয় ব্যবস্থা আন্তরিক মহব্বতের সহিত মনে প্রাণে খাঁটি ভাবে গ্রহন কর) তাহা হইলে তুমি মহা সৌভাগ্যের অমরজীবন লাভ করিতে পারিবে।

কামেলপীর মোর্শেদের মাধ্যমে তাছাওউফ শিক্ষা করিয়া আমল করা নিঃসন্দেহে খোদা প্রাপ্তির পথের শ্রেষ্ঠ অছীলা। আর অছীলা গ্রহণ আল্লাহর নির্দেশঃ

❑ ছুরায়ে মায়েদার মধ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলিয়াছেন, (মূল অর্থঃ) "আর তোমরা আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অছীলা (মাধ্যম) তালাশ কর"। ❑ তাফছীরে রুহুল বয়ান ২য় খন্ড ৩৮৮ পৃষ্ঠা ও ❑ হযরত মুজাদ্দেদ সৈয়দ আহাম্মদ বেরলবী (রহঃ) এর ছেরাতে মুস্তাকীম কিতাবের ৪৬ পৃষ্ঠা এবং ❑ খোলাছাতুত্তাফাছীর ১ম খন্ড ৫০৫ পৃষ্ঠা, আরও ❑ জখিরায় কিরামাত ২য় খন্ড, ❑ কাওলুচ্ছাবেত অংশে ৩২ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, (মূল কথা)-কামেল পীর মোর্শেদগণ, আয়াতে উল্লেখিত অছীলা অর্থাৎ কামেল মোহাক্কেক আলেম-পীর, মোর্শেদ গ্রহণ করিয়া ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করতঃ আমল করা এবং উহার জন্য তাহাদের অনুস্মরণ ও ছোহবাত অবলম্বন করা, ইহা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ অছীলা।

❑ তাফছীরে মা'আরিফুল কোরআনের (বংগানুবাদ) ৩২৮ পৃষ্ঠায় আল্লামা মুফ্‌তী শফী (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, সংক্ষেপে মূল কথা-নবী, রাছুল, আল্লাহ্ ওয়ালা নেককার লোকদের সংগ লাভ এবং তাহাদেরকে মহব্বত করা ও অন্যান্য নেক আমল ইহা সবই খোদা প্রাপ্তির পথের অছীলাহ।

প্রকাশ থাকে যে, কতক লোকেরা কামেলপীর মোর্শেদ গ্রহণ অর্থাৎ কামেল পীর মোর্শেদের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা করিয়া আমল করা ইহাকে অছীলাহ হিসাবে মানিতে রাজী হয় না, বরং বিপরীত মন্তব্য করে ইহা তাহাদের অজ্ঞতা। যেহেতু কামেল পীর মোর্শেদের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা করিয়া আমল করা ইহা যে খোদা প্রাপ্তির পথের শ্রেষ্ঠ অছীলাহ্, ইহাতে বিন্দু মাত্র কোন সন্দেহ নাই। এই মর্মে অসংখ্য কিতাবে বর্ণনা আছে।

আল্লাহ্ ওয়ালা জ্ঞানীদের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহ্র নির্দেশঃ

❑ ছুরায়ে নহলের মধ্যে আল্লাহ্ নির্দেশ করিয়াছেন, (মূল অর্থঃ) যদি তোমাদের জানা না থাকে তবে এরূপ অবস্থায় তোমরা (আল্লাহ্ ওয়ালা) জ্ঞানী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লও।

❑ ছুরায়ে ফোরকানে আল্লাহ্ বলিয়াছেন, "ফাছ্আল বিহী খবিরা" মূল অর্থঃ মহান আল্লাহ্র মহিমা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ-জ্ঞানী লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লও।

আখেরাতের পথ প্রদর্শক বা শিক্ষক বিহীন লোকের জন্য দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতেই আল্লাহ্র গজব ও আজাবঃ

❑ **ছুরায় রা'আদের মধ্যে আল্লাহ্ ঘোষণা করিয়াছেন, (মূল অর্থঃ)** "আর আল্লাহ্ যাহাকে গোমরাহীতে রাখেন তাহার জন্য কোন হাদী নাই (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে আনয়ন এবং শিক্ষা দিয়া পরিচালনা করার মত কোন পথ প্রদর্শক বা মোর্শেদ তার ভাগ্যে নছীব হয় না। ইহারা হাদীর শিক্ষার

www.islamicharf.org

ধার ধারে না ও বিশ্বাস করে না। এই পর্যায়ের লোকদের জন্য দুনিয়ার জীবনেও আজাব রহিয়াছে এবং আখেরাতের আজাব উহা হইতেও বহু গুণে কঠিন। আর আল্লাহ্‌র (আজাব) হইতে তাহাদের কোন রক্ষাকারী হইবে না।"

প্রকাশ থাকে যে, হাদীবিহীন লোকদের জন্য যে দুনিয়াতেও আজাব রহিয়াছে ইহার মর্ম তাহাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্‌র থেকে দূরত্ব, পর্দা, গাফলতী ও মুর্খতার আজাব এবং নফছের কুপ্রবৃত্তি ও দুনিয়ার গোলামী এবং জ্বিন শয়তান ও মানব শয়তানের দাসত্বগিরী করার আজাব।

(তাফছীরে রুহুল বয়ান দ্রষ্টব্য)

কামেল মোর্শেদগণের সংগী হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার বিশেষ নির্দেশঃ

❑ **ছুরায় তাওবার মধ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালা নির্দেশ করিয়াছেন**–"আর তোমরা ছাদেকীন বা সত্যবাদী বান্দাদের সাথী হও" তাফছীরে রুহুল বয়ানে এবং খোলাছাতুত্তাফাছীর ২য় খন্ড ৩০১ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা আছে ছাদেকীন বা সত্যবাদী বান্দাগনের মর্ম হইল আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথের পথ প্রদর্শক কামেল পীর মোর্শেদগণ।

দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্য পাঠ করুন

ইসলাম জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী লিখক নায়েবে রাসূল, মুজাদ্দিদে আ'জম, পীরে কামেল, আলহাজ্জ শাহ্ ছূফী

মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী (রহঃ)-এর বাংলা ভাষায় লিখিতঃ

০১। কুরআন শরীফের বাংলা তাফসীর ১ম থেকে ৫ম পাড়া পর্যন্ত (বাকী যন্ত্রস্থ)
০২। শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম
০৩। তাছাওউফ শিক্ষা—১৫ খন্ড
০৪। ইসলাম শিক্ষা—৩ খন্ড
০৫। এজ্‌হারে হক—৭ খন্ড
০৬। তাবলীগ—৫ খন্ড
০৭। আহ্‌ওয়ালে আখেরাত—৩ খন্ড
০৮। পর্দা
০৯। দুরমুজচূর্ণ
১০। সত্য প্রকাশ বা ধূমবিনাশ পুস্তিকার প্রতিবাদ—৪ খন্ড
১১। ইবাদতে রুহানী, জিছমানী ও মালী
১২। রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র—৯ খন্ড
১৩। তরীকৃত শিক্ষা—২ খন্ড
১৪। ইসলাহে কৃলব
১৫। ফিক্বাহ শিক্ষা, ইবাদত ও মোয়ামালাত খন্ড
১৬। রদ্দে কাদিয়ানী
১৭। নাস্তিকতার পতিরোধ
১৮। শরীয়তের দৃষ্টিতে ধুমপান
১৯। মির্জাপুরের বাহাছ
২০। আহ্‌ছান উল্লাহ ও তাহার ভন্ড পীরের গোমর ফাঁক

উপরোক্ত কিতাবসমূহ পাওয়ার জন্য আজই যোগাযোগ করুন-

জামাতুল মোসলেমীন লাইব্রেরী

পোঃ দুধল মাদ্রাসা, থানাঃ বাকেরগঞ্জ, জিলাঃ বরিশাল।

ও

মির্জাপুর তাছওউফ মাদ্রাসা পোঃ দামপাড়া, নিকলী, কিশোরগঞ্জ।

www.islamicharf.org

بسم الله الرحمن الرحيم

ইজহারে হক ষষ্ঠ খন্ড

□ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۔

□ كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ الخ ۔

□ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۔

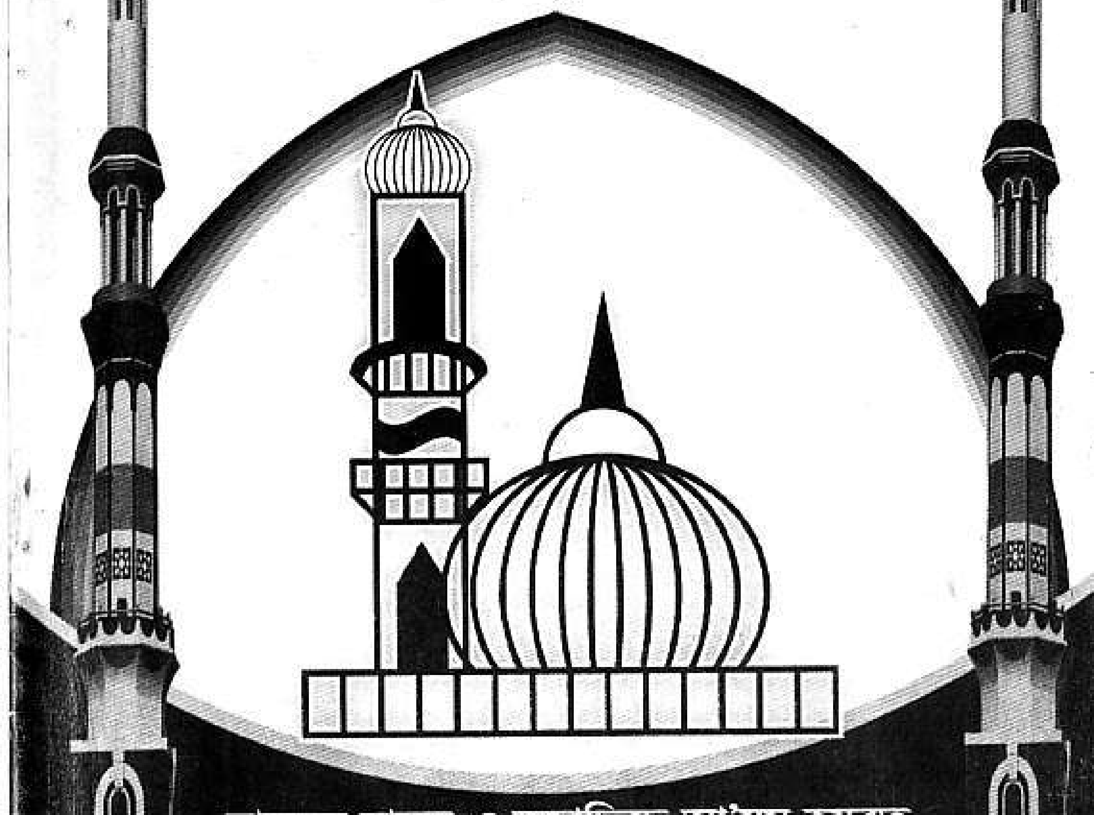

নায়েবে রাসূল ও মুজাদ্দিদে আ'যম হযরত
মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব (রহঃ)

www.islamicharf.org

بسم الله الرحمن الرحيم

ইজহারে হক ৬ষ্ঠ খন্ড

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বিশেষতঃ তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা ও কেন্দ্রসমূহে প্রচারক, শিক্ষক, খলীফা এবং শিক্ষার্থী মুরীদান গং সকলের জন্য এই মহামূল্যবান কিতাবখানা মরহুম নায়েবে রাসূল মুজাদ্দিদে আ'যম (রহঃ) কর্তৃক নির্ধারিত বাধ্যতামূলক অন্যতম জরুরী পাঠ্য। চিরস্থায়ী জগত আখেরাতের মহামুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছোট-বড় সর্বপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং লক্ষ লক্ষ পীরানা দরবারসমূহে কিতাবখানা অপরিহার্য মহাজরুরী পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করাও একান্ত প্রয়োজন।

----প্রকাশক।

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থানের ঠিকানা

মাওলানা শাহ্ মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ

[কামিল হাদীছ ও কামিল তাফছির, উর্দূ ভাষায় ডিপ্লোমা ও মরহুম নায়েবে রাসূল মুজাদ্দিদে আ'যম হযরত মাওলানা মোঃ হাতেম আলী (রহঃ) এর নিকট থেকে তাছাওউফ শিক্ষাপ্রাপ্ত খলীফা।]

ডাকঘরঃ দুধল মাদ্রাসা, বরিশাল।

মোবাইল ঃ ০১৭১১৩০৫৮৯৩

মাওলানা শাহ্ মোঃ আবদুশ শাকুর

চার গ্রুপে টাইটেল- (কামিল হাদীছ, কামিল ফিক্বাহ, কামিল তাফছীর ও কামিল আরবী আদব বিভাগ) এবং মরহুম নায়েবে রাসূল মুজাদ্দিদে আ'যম হযরত মাওলানা মোঃ হাতেম আলী (রহঃ) এর নিকট থেকে তাছাওউফ শিক্ষাপ্রাপ্ত খলীফা। দুধল মাদ্রাসা, বরিশাল।

বর্তমান ঠিকানা ঃ মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসা

ডাকঘর ঃ দামপাড়া, থানা ঃ নিকলী, জেলা ঃ কিশোরগঞ্জ।

মোবাইল ঃ ০১৭১২-১৫৮৪৯৬

৫ম প্রকাশ - ফেব্রুয়ারী - ২০১৩ ইংরেজি।

পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বিশ্ব অভিযানকল্পে প্রতিটি কিতাবের বিনিময় বা মূল্য স্বরূপ দ্বীনি সাহায্য - ১৫/- টাকা

নায়েবে রাসূল ও মুজাদ্দিদে আ'যম হযরত

মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

(রহমাতুল্লাহি আলাইহে)

কর্তৃক প্রণীত।

ভূমিকা

আলেম সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত। বেহেশ্‌তী আলেম আর দোজখী আলেম। যাহাদের শিক্ষা কুরআনের মোয়াফেক তাহারা বেহেশ্‌তী আলেম। আর যাহাদের শিক্ষা কুরআনের খেলাফ তাহারা দোজখী আলেম। এক্ষণে কাহাদের শিক্ষা কুরআনের মোয়াফেক আর কাহাদের শিক্ষা কুরআনের খেলাফ তাহা সমাজকে অবগত করানোর জন্য অত্র কিতাবখানা লিখা হইল। **এই কিতাবখানার নাম "ইজহারে হক ষষ্ঠ খন্ড" রাখা গেল।**

গ্রন্থকার।

-ঃ সংক্ষিপ্তভাবে দলীল বর্ণনা ঃ- [প্রকাশক]

হাদীছ শরীফের মধ্যে আছে- আল্লাহর রাসূল (ছঃ) বলিয়াছেন-

اَلَا اِنَّ شَرَّالشَّرِّشِرَارُ الْعُلَمَاءِ . وَاِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ

অর্থাৎ - সাবধান নিশ্চয় সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক হইতেছে আলেমদের মধ্যে যাহারা মন্দ তাহারা। আর নিশ্চয় সর্বাপেক্ষা ভাল লোক হইতেছে আলেমদের মধ্যে যাহারা ভাল তাহারা।

[মেশ্‌কাত শরীফ ও দারেমী]

❑ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) আরো বলিয়াছেন- আলেমগণ আম্বিয়ায়ে কেরামগণের উত্তরাধিকারী। **[তিরমিজি ও আবু দাউদ]**

❑ **রাসূলুল্লাহ (ছঃ) আরও বলিয়াছেন-**

عُلَمَاءُ هُمْ شَرُّمَنْ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ .

অর্থাৎ- একশ্রেণীর আলেমগণ হইবে আকাশের নীচে সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক।

বর্ণিত হাদীছসমূহের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হইল যে, সমাজের আলেমগণ দুইভাগ। **একভাগ আলেম** আম্বিয়ায় কেরামগণের উত্তরাধিকারী বেহেশ্‌তী আলেম। **আর একভাগ** আলেম দুনিয়াতে সর্বনিকৃষ্ট বা মন্দ-যাহারা দোজখের পথের পথিক।

www.islamicharf.org

১। প্রশ্ন ঃ- বর্তমান যামানায় আলেম সমাজের অনুস্মরণ করিলে বেহেশ্‌তের পথ পাওয়া যাইবে কি না ?

উত্তর ঃ - তিরমিজী শরীফের হাদীছে লিখা আছে –

تَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّ سَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ -

হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন- আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হইবে। শুধুমাত্র একদল ব্যতীত তাদের বাকী সকল দলই জাহান্নামী হইবে। ছাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই একদল কাহারা ? তদুত্তরে হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন আমি এবং আমার ছাহাবাগণ যাহার উপর আছি।

বর্ণিত হাদীছে পরিষ্কার বুঝা গেল, আলেম সমাজ দুইভাগে বিভক্ত। বেহেশ্‌তী আলেম ও দোজখী আলেম। বেহেশ্‌তী আলেমেরা একদল আর দোজখী আলেমেরা বাহাত্তর দল। কুরআন ও হাদীছের মোয়াফেক যাহারা শিক্ষা দিতেছে তাহারা বেহেশ্‌তী আলেম, আর যাহারা খেলাফ শিক্ষা দিতেছে তাহারা দোজখী আলেম। বেহেশ্‌তী আলেমের অনুস্মরণ করিলে বেহেশ্‌তের পথ পাওয়া যাইবে, আর দোজখী আলেমের অনুস্মরণ করিলে দোজখে পতিত হইবে।

হাদীছ খানার উদ্দেশ্য ও শিক্ষাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং লাজেমী অর্থ

মুজাদ্দিদে আ'জম (রহঃ) এর থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার আলোকে[প্রকাশক]

কুরআন-হাদীছের বিভিন্ন বিষয় নিয়া মতভেদ সৃষ্টি ও ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে মুলতঃ ধর্মীয় শিক্ষিত বা আলেম উম্মতরাই তিহাত্তর ভাগে বিভক্ত হইবে। কারণ মূর্খ লোকদের উপরোক্ত ক্ষমতাই নাই। কাজেই তাহারা শুধু আলেমদের অনুসারী হিসাবেই বিভক্ত হইবে। বর্ণিত তিহাত্তর দলের বাহাত্তর দল দোজখী হইবে বিধায় উক্ত বাহাত্তর দলের শিক্ষায় দোজখের পথ পরিষ্কার হইবে। আর মাত্র একদল বেহেশ্‌তী হইবে বিধায় উক্ত একদল আলেমের শিক্ষায় বেহেশতের পথ পাওয়া যাইবে।

২। প্রশ্ন ঃ- আলেম সমাজের কাহারা বেহেশ্‌তী দল, আর কাহারা দোজখী দল তাহা চিনা ফরজ কি না ?

উত্তর ঃ- আলেম সমাজের থেকে ধর্ম শিক্ষা করার পূর্বে তাহাকে চিনা ফরজ।

৩। প্রশ্ন ঃ- কতক পীর ছাহেবেরা হাতে হাত রাখিয়া বা চাদর-পাগড়ী ধরিয়া মুরীদ করিতেছে। আর কতকে এই মুরীদ বা বা'য়াতকে নাজায়েজ বলিয়া প্রচার করিতেছে। এক্ষণে কাহারা কুরআন ও হাদীছের মোয়াফেক আছে ?

উত্তর ঃ- যাহারা হাতে হাত রাখিয়া বা পাগড়ী চাদর ধরিয়া মুরীদ করিতেছে, তাহারা কুরআনের মোয়াফেক আছে, আর যাহারা মুরীদ ও বা'য়াতকে নাজায়েজ বলিতেছে তাহারা কুরআনের খেলাফ বলিতেছে। **যথা ঃ- কুরআন মাজীদের ছাব্বিশ পারা সূরা ফাতহের মধ্যে আছে –**

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ . يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ . فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ . وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا .

মূল অর্থ ঃ- আল্লাহ্‌ তায়ালা বলিয়াছেন- হে মোহাম্মদ! নিশ্চয়ই যাহারা তোমার কাছে বা'য়াত গ্রহণ করিতেছে, তাহারা যেন আমি আল্লাহর কাছেই বা'য়াত গ্রহণ করিতেছে। তাহাদের হাতসমূহের উপর আল্লাহ তায়ালার হাত রহিয়াছে। অতপর যে ব্যক্তি কৃত অঙ্গিকার ভঙ্গ করিবে তবে তাহার অঙ্গিকার ভঙ্গের গুণাহ তাহার উপরই পতিত হইবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র

www.islamicharf.org

সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করিবে আল্লাহ্ শীঘ্রই তাহাকে বিরাট পুরস্কার দান করিবেন।

বর্ণিত আয়াতে পরিস্কার বুঝা যায়, যে সমস্ত কামেল পীর ছাহেবগণ হাতে হাত রাখিয়া বা'য়াত করিতেছেন তাঁহারা কুরআনের শিক্ষার মোয়াফেক আছেন। আর যাহারা মুরীদ ও বা'য়াতকে নাজায়েজ বলিতেছে, তাহারা কুরআনের খেলাফ প্রচার করিতেছে।

৪। প্রশ্ন ঃ- কতক পীর ছাহেবদেরকে দেখা যায়, তাঁহারা মুরীদ করার পরে তাঁহাদের মুরীদেরা তাঁহাদেরকে টাকা দিয়া থাকে এবং পীর ছাহেবরাও টাকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর কতক পীরেরা ইহা নাজায়েজ প্রচার করিতেছে, এক্ষণে কাহারা কুরআনের মোয়াফেক আছে ? আর কাহারা কুরআনের খেলাফ করিতেছে ?

উত্তর ঃ- কুরআন মাজীদের ২৮ পারার সূরা মুজাদালায় আছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তানবীরুল মেক্‌বাস মিন্ তাফসীরে ইব্‌নে আব্বাছ এর ৪৬২ পৃষ্ঠায় লিখা আছে -

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَالْقُرْاٰنِ) اِذَا نَاجَيْتُمْ - (اِذَا كَلَّمْتُمُ الرَّسُوْلَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً (قَبْلَ اَنْ تُكَلِّمُوْا نَبِيَّكُمْ تَصَدَّقُوْا بِكُلِّ كَلِمَةٍ دِرْهَمًا) -

মূল অর্থ ঃ- আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন তোমাদের রাসূলের নিকট কোনো কথা বলিবার জন্য উপস্থিত হইবে, তখন তাঁহার নিকট কথা বলার পূর্বে তাঁহার সামনে অর্থ দান করিবে। এই অর্থ দান করা তোমাদের জন্য কল্যাণ এবং তোমাদের পবিত্রতা। যদি তোমাদের হাতে অর্থ সম্পদ না থাকে অর্থাৎ- তোমরা অর্থ দান করিতে অক্ষম হও, তবে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা দাতা মেহেরবান।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ছাহাবাদের ভিতরে যাহারা সক্ষম ছিলেন, তাহারা হযরত (ছঃ) এর সম্মুখে দান উপস্থিত করিয়াছেন। আর যাহারা অক্ষম ছিলেন তাহাদিগকে ক্ষমার বাণী শুনাইয়াছেন। **খোলাছাতুত্তাফাছীর ৪র্থ খন্ডের-৩৫৪ পৃষ্ঠায় আছে-**

اور ابن عباس سے روایت ہے لوگ جب حاضر ہوتے صدقہ دیتے

অর্থাৎ- হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন- উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পরে যখনই লোকজন রাসূলে পাকের দরবারে হাজির হইতেন তখনই ছদকাহ বা দান প্রদান করিতেন।

জগত বিখ্যাত মহামান্য তাফসীর তাফসীরে রুহুল বয়ানের ৯ম খন্ডের ৪৯৫ পৃষ্ঠায় লিখা আছে -

كُنْتُ اُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاىَ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا اِلٰى عَشَرَةِ اَيَّامٍ وَاَسْئَلُهُ خَصْلَةً مِّنَ الْخِصَالِ الْحَسَنَةِ -

অর্থাৎ- হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন-আমি দীর্ঘ দশ দিন পর্যন্ত প্রতিদিনই কথোপকথনের পূর্বে রাসূলে পাকের সম্মুখে এক দেরহাম (সারে চার আনা) করে উপস্থিত করিতাম এবং তাছাওউফের মুনজিয়াত অংশ থেকে একটি করে সৎ স্বভাব সম্বন্ধীয় মাস্‌য়ালা জিজ্ঞাসা করিতাম।

www.islamicharf.org

এক্ষণে যে পীর ছাহেবেরা মুরীদান হইতে দান গ্রহণ করিতেছেন তাহারা বর্ণিত আয়াতের অনুস্মরণ করিতেছেন। আর যাহারা নাজায়েজ বলিয়া প্রচার করিতেছে, তাহারা খেলাফ প্রচার করিতেছে।

৫। প্রশ্ন ঃ- কতক পীর ছাহেবেরা মুরীদদিগকে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু জিকির অজীফাও শিক্ষা দিতেছেন। আর কতক পীর ছাহেবেরা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দিতেছেন না, শুধু জিকির অজীফা শিক্ষা দিতেছেন। এক্ষণে কাহারা কুরআনের মোয়াফেক আছেন ?

উত্তর ঃ- যে পীর ছাহেবেরা মুরীদদিগকে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দিতেছেন তাহারা কুরআনের মোয়াফেক আছেন, আর যে পীর ছাহেবেরা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দিতেছেন না, শুধু নফল জিকির অজীফা শিক্ষা দিতেছেন, তিনিরা কুরআনের খেলাফ শিক্ষা দিতেছেন। **যথা ঃ- কুরআন মজীদের দ্বিতীয় পারাতে সূরা বাক্বারার মধ্যে আছে –**

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ .

সংক্ষেপে মূল অর্থ ঃ- আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন- হে মুসলমানগণ! তোমাদের ভিতর থেকে একজনকে রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। সেই রাসূল তোমাদের সামনে আমার কিতাব পাঠ করিয়া তোমাদের ঈমান সংশোধন করিতেছেন এবং ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দানের মাধ্যমে তোমাদের আত্মাকে পবিত্র করিতেছেন এবং কিতাব ও হিকমাত বা ফিক্বাহ শিক্ষা দান করিতেছেন।

৬। প্রশ্ন ঃ- ইল্‌মে তাছাওউফ ছাড়া শুধু জিকির অজীফাতে অন্তরের রাজায়েল অর্থাৎ- অন্তরের কু-রিপুসমূহ দূরীভূত হইবে কি না ?

উত্তর ঃ- ইল্‌মে তাছাওউফ ছাড়া শুধু নফল জিকির অজীফাতে অন্তরের রাজায়েল দূরীভূত হয় না। **যথা ঃ- শামি কিতাবের প্রথম খন্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে –**

إِزَالَتُهَا فَرْضُ عَيْنٍ . وَلَا يُمْكِنُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ حُدُودِهَا وَأَسْبَابِهَا وَعَلَامَاتِهَا وَعِلَاجِهَا .

অর্থ ঃ- অন্তরের বদ খাছলাতগুলি দূর করা ফরজে আইন এবং দূর করা সম্ভব হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বদ খাছলাতগুলির তা'রীফ, আছবাব, আলামাত, এ'লাজের মাস্‌য়ালা অবগত না হইবে।

বর্ণিত শামী কিতাব পাঠ করাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত তাছাওউফের মাস্‌য়ালা শিক্ষা না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের বদ খাছলাত দূর হইবে না। এই জন্যই তাছাওউফের মাস্‌য়ালা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

বাংলা-ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল হযরত মাওলানা কারামত আলী ছাহেবের "রফিকুছ্ছালেকীন" কিতাবের শেষ পৃষ্ঠায় বড় অক্ষরে লিখা **আছে-মূলকথা-শুধু নফল জিকির দ্বারা অন্তরের রাজায়েল বা বদ খাছলাত দূর হয় না।**

পাক-ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী ছাহেবের "মালফূজাতের ৭ম খন্ডে- আরো লিখা আছে-শুধু জিকির **অজীফা দ্বারা অন্তরের বদ খাছলাত দূরীভূত হয় না বরং কেবর-ওজ্‌ব বৃদ্ধি হয়।**

www.islamicharf.org

৭। প্রশ্ন ঃ- কতক আলেম ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা দান করিয়া টাকা লওয়া জায়েজ বলিতেছেন, আর কতকে নাজায়েজ বলিতেছেন, এক্ষণে কাহারা কুরআন ও হাদীছের মোয়াফেক বলিতেছেন ? আর কাহারা খেলাফ বলিতেছেন ?

উত্তর ঃ- শরীয়াতের অর্ধেক আহ্‌কাম ফিক্বাহ আর অর্ধেক আহ্‌কাম ইল্‌মে তাছাওউফ, উভয়ের সমষ্টির নাম দ্বীন বা শরীয়াত। এক্ষণে যাহারা ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা প্রদান করিয়া টাকা লওয়া জায়েজ বলিতেছেন তাহারা কুরআন ও হাদীছের মোয়াফেক বলিতেছেন। আর যাহারা নাজায়েজ বলিতেছেন, তাহারা কুরআন ও হাদীছের খেলাফ বলিতেছেন। **যথা ঃ- পাক-ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী ছাহেবের "দাওয়াতে আবদিয়াত" কিতাবের ৭ম খন্ডের ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে –**

اور پڑھانے پر تنخواہ لینابھی جائز ہے یہ غلطیی ہے
کہ تعلیم پر تنخواہ لینا جائز نہی اور یہ جواز حنفیہ کے
اصول پر بھی ہے کیونکہ جو شخص کسی کے کام میں
محبوس ہوتاہے اس کانفقہ اس کے زمۃ واجب ہوتاہے ۔

মূল অর্থ ঃ- ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষাদান করিয়া টাকা লওয়া জায়েজ। টাকা লওয়া জায়েজ নহে ইহা গলত। এই জায়েজ হানাফী মাজহাবের উছূল মোতাবেক। কেননা কোন ব্যক্তির যদি কাহারও কাজের জন্য তাহার ব্যবসা বা উপার্জন বন্ধ হইয়া যায়। তবে যাহার কাজের জন্য বন্ধ হইবে, তাহার উপর খরচ বহন করা ওয়াজিব। আল্লাহর পূর্ণাংগ দ্বীন শিক্ষার্থী ছাত্রের শিক্ষা দান করার জন্য শিক্ষকের ব্যবসা বা উপার্জন বন্ধ হইয়া যাইতেছে, কাজেই ছাত্রের উপর আখেরাতের হাদী বা শিক্ষকের খরচ বহন করা ওয়াজিব। যে সমস্ত দ্বীন শিক্ষার্থী ছাত্র বা মুরীদানগণ হাদী

বা আখেরাতের শিক্ষকের খরচ বহন করিতেছে না, তাহারা ওয়াজিব তরকের গুনাহে পতিত হইতেছে। আর যাহারা খরচ বহন করিতেছে তাহারা ওয়াজিব আদায় করিতেছে।

৮। প্রশ্ন ঃ- কতক মোবাল্লেগ ছাহেবেরা পর ধর্মের দোষ বর্ণনা করিতেছে, আর কতক মোবাল্লেগ ছাহেবেরা পর ধর্মের দোষ বর্ণনা করিতেছে না। এক্ষণে কাহারা কুরআন ও হাদীছের মোয়াফেক আছে, আর কাহারা খেলাফ করিতেছে ?

উত্তর ঃ- আমাদের বিশ্বনবী (ছঃ) ছিলেন বিশ্ববাসীদের মোবাল্লেগ বা বিশ্ববাসীদের হাদী। তিনি বিশেষতঃ প্রেরিত হইয়াছিলেন বিশ্ববাসীদের মধ্যে যত ধর্ম আছে তাহার মধ্যে কোন ধর্ম সত্য, আর কোন ধর্ম মিথ্যা তাহা প্রচার করার জন্য, তাই তিনি কুরআনের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিলেন –

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ـ

মূল অর্থ ঃ- আল্লাহ বলিয়াছেন- পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে তন্মধ্যে একমাত্র ইসলাম ধর্ম আল্লাহর নিকট মনোনীত।

কুরআন মাজীদে তৃতীয় পারায় সূরা আল ইমরানে আরো আছে –

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ـ

অর্থাৎ- ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত না হইয়া যাহারা ইবাদত করিবে তাহাদের ইবাদত আল্লাহর দরবারে মকবূল হইবে না।

এই আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায়, আমাদের বিশ্বনবী (ছঃ) দোজখের ভীষণ আজাব হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের দোষ বর্ণনা করিয়াছেন। **কুরআন মাজীদের ষষ্ঠ পারায় সূরা মায়েদায় আরও লিখা আছে –**

www.islamicharf.org

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .

মূল অর্থ ঃ- আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন- হে রাসূল তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যে আয়াত অবতরণ করা হইয়াছে তাহার তাবলীগ কর অর্থাৎ জগতবাসীদিগকে জানাইয়া দাও। আর যদি জানাইয়া না দাও তাহা হইলে তোমার রেসালাতের হক আদায় হয় না। তুমি তোমার জানের চিন্তা করিওনা অর্থাৎ তোমাকে মানুষে কতল করিবে, সেই ভয় করিও না। আমি তোমার জাবিন রহিলাম, তোমাকে তোমার প্রভূ মানুষের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন।

[আমি যেভাবে ঘোষণা দান করার আদেশ করিতেছি তুমি সেভাবে প্রচার করিয়া দাও।]

তুমি বল হে আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান বা নাছারা আলেম সমাজ) তোমরা কোন গ্রহণযোগ্য ধর্মে নাই। যেহেতু তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবের মাস্‌য়ালা গোপন পরিবর্তন করিয়াছ। যতদিন পর্যন্ত সংশোধন না করিবে অর্থাৎ তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনের উপর সঠিকভাবে আমল না করিবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা মিথ্যার উপরে থাকিবে।

বর্ণিত আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায়, প্রচার বিভাগের আলোচ্য বিষয় হইল সংশোধনের উদ্দেশ্যে পর ধর্মের সঠিক দোষগুলি বর্ণনা করা। আর এই দোষ বর্ণনা করা এরূপ বিপদজনক কাজ যে বিশ্বনবী পর্যন্ত ভয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আল্লাহ্ জাবিন হওয়ার পর নির্ভিক চিত্তে পর ধর্মের সঠিক দোষগুলি সংশোধনের উদ্দেশ্যে বর্ণনা দিলেন। এক্ষণে যাহারা নির্ভিকচিত্তে সংশোধনের উদ্দেশ্যে পর ধর্মের দোষ বর্ণনা

করিতেছে তাহারা বেহেশ্‌তী দল, আর যাহারা অপরিহার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও পর ধর্মের দোষ বর্ণনা করিতে রাজী নহে তাহারা বাহাত্তর দল ভূক্ত।

৯। প্রশ্ন ঃ- কতক ওয়ায়েজীনদিগকে দেখা যায় তাহারা ওয়াজ করিয়া টাকা পয়সা গ্রহণ করিতেছে এবং কতক ওয়ায়েজীন টাকা-পয়সা গ্রহণ করিতেছেনা। এমন কি টাকার কল্পনাও নাজায়েজ বলিয়া প্রচার করিতেছে। এক্ষণে কাহারা কুরআন ও হাদীছের মোয়াফেক আছেন আর কাহারা খেলাফ ?

উত্তর ঃ- যাহারা (অর্থাৎ যে সমস্ত কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট খাঁটি ওয়ায়েজ বা হাদীগণ) শ্রোতাদের থেকে টাকা পয়সা গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারা কুরআন ও হাদীছের মোয়াফেক। আর যাহারা গ্রহণ করিতেছে না বরং নাজায়েজ বলিতেছে তাহারা কুরআনের খেলাফ করিতেছে। **যথা- কুরআন মাজীদের তৃতীয় পারায় সূরা বাক্বারার মধ্যে আছে –**

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

এই আয়াত হইতে হানাফী মাজহাবের উছূল বাহির হইয়াছে যে, যদি কাহার'ও কাজের জন্য কাহারও ব্যবসা বন্ধ হইয়া যায়, তবে যাহার কাজের জন্য ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাইবে তাহার উপর ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাওয়া ব্যক্তির খরচ বহন করা ওয়াজিব। শ্রোতারা ওয়ায়েজীনদের খরচ বহন না করিলে ওয়াজিব তরক করার গুনাহে পতিত হইবে।

বর্ণিত বিবরণে পরিস্কার বুঝা গেল শ্রোতাদের খরচ বহন করা ওয়াজিব এবং ওয়ায়েজীনদের গ্রহণ করা জায়েজ। **যথা- শামী কিতাবে ওয়ায়েজীনদের টাকা গ্রহণ করা হালাল লিখিয়াছে।**

www.islamicharf.org

যাহারা এই হালাল টাকাকে নাজায়েজ বলিয়া প্রচার করিতেছে তাহারা বাহাত্তর দলভূক্ত আলেম।

১০। প্রশ্ন ঃ- কতক আলেমরা হুক্কা পান করা মোবাহ ও হালাল বলিতেছে আর কতক আলেমেরা হুক্কা পান করা হারাম ও মাকরূহ তাহ্‌রীম বলে প্রচার করিতেছে। এক্ষণে কাহারা মোয়াফেক বলিতেছে ? আর কাহারা খেলাফ বলিতেছে ?

উত্তর ঃ- যাহারা হুক্কা বা তামাকের ধূমপান করা মোবাহ ও হালাল বলিতেছে তাহারা কুরআন ও হাদীছের মোয়াফেক বলিতেছে, আর যাহারা হারাম ও মাকরূহ তাহ্‌রীম বলিতেছে তাহারা খেলাফ বলিতেছে। **যথা - হানাফী মাজহাবের জগত বিখ্যাত মহামান্য কিতাব "শামী", উক্ত কিতাবের পঞ্চম খন্ডের পুরান ছাপা ৪০৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে- হুক্কা পান করা মোবাহ ও** হালাল। উক্ত কিতাবে আরও লিখা আছে- যাহারা হুক্কা পান করা হারাম ও মাকরূহ তাহ্‌রীম বলিতেছে তাহাদের কোন দলীল নাই। কাজেই হুক্কা বিনাশে এবং ধুম বিনাশে যে দলীল উল্লেখ করিয়াছে উহা মিথ্যা প্রবঞ্চনা বা ধোকা।

কেহ ধারণা করিতে পারে মোবাহ বা হালাল জিনিষকে মাকরূহ তাহ্‌রীম বা হারাম বলা পরহেজগারী। উক্ত শামী কিতাবে উহার জওয়াব দিয়াছে যে, উহা পরহেজগারী নহে বরং আল্লাহ তায়ালার উপর মিথ্যা অপবাদ।

পরিষ্কার বুঝা গেল- যাহারা হুক্কা পান করা হারাম বা মাকরূহ তাহ্‌রীম বলিতেছে তাহারা আমাদের হানাফী মাজহাবের জগত বিখ্যাত মাহামান্য কিতাব "শামী", উক্ত কিতাবের পঞ্চম খন্ডের লিখিত ফতোয়ার খেলাফ বলিতেছে এবং তাহারা এই মাস্‌য়ালা পরিবর্তনের দোষে দোষী সাব্যস্ত হইয়া আল্লাহ তায়ালার দুশমন সাব্যস্ত হইয়াছে। [অর্থাৎ দলীল প্রমাণসহ

জানাইয়া দেওয়ার পরেও যাহারা ভূল মাস্‌য়ালা প্রচার করে মুলতঃ তাহারা আল্লাহর দুশমন।]

১১। প্রশ্ন ঃ- যাহারা হুক্কা পান করা হারাম বা মাকরূহ তাহ্‌রীম বলে প্রচার করিতেছে তাহারা যদি তাওবা করে তবে তাহাদের তাওবা কবুল হইবে কি না ?

উত্তর ঃ- যাহারা হুক্কা পান করা হারাম বা মাক্‌রূহ তাহ্‌রীম বলে প্রচার করিতেছে তাহারা মাস্‌য়ালা গোপন বা পরিবর্তন করার দোষে দোষী। সুতরাং তাহারা শুধু ব্যক্তিগতভাবে তাওবা করিলেই তাওবা কবুল হইবে না, বরং তাহাদের মাস্‌য়ালা সংশোধন করিয়া প্রচার করতঃ জানাইয়া দিতে হইবে। যদি জানাইয়া না দেয়, তবে তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত এবং আল্লাহ তায়ালার মাখলূকাতের লা'নত পতিত হইতে থাকিবে। **যথা- কুরআন মাজীদের দ্বিতীয় পারায় সূরা বাক্বারার মধ্যে আছে –**

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ ---------- الخ

মূল অর্থ ঃ- আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, সংক্ষেপে মূলকথা- যাহারা জরুরী মাস্‌য়ালা গোপন করিবে তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত এবং আল্লাহ তায়ালার মাখলুকাতের লা'নত পতিত হইতে থাকিবে। যতদিন পর্যন্ত তাওবা করিয়া উক্ত মাস্‌য়ালা সংশোধন করতঃ প্রচারের মাধ্যমে জানাইয়া না দিবে।

১২। প্রশ্ন ঃ- যদি কোন ব্যক্তি ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা না করিয়া শুধু প্রচলিত তরীকার নফল জিকির অজীফা করিতে থাকে, তবে সেই ব্যক্তি অলীর দরজায় পৌছিতে পারিবে কি না ?

উত্তর ঃ- ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ, আর প্রচলিত নফল তরীকার জিকির করা নফল এবাদত। সুতরাং ফরজ

www.islamicharf.org

আদায় না করিয়া নফল এবাদত করিলে উহা আল্লাহর দরবারে কবূল হইবে না। **যথা- হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) ছাহেবের "ফতহুল গায়েব" কিতাবে লিখা আছে –**

قَالَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَنْبَغِى لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَشْتَغِلَ اَوَّلاً بِالْفَرَائِضِ فَمَا لَمْ يَفْرُغْ مِنَ الْفَرَائِضِ فَالْاِشْتِغَالُ بِالسُّنَنِ حُمْقٌ وَرُعُوْنَةٌ فَاِنِ اشْتَغَلَ بِالسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَ اُهِيْنَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ يَدْعُوْهُ الْمَلِكُ اِلٰى خِدْمَتِهٖ فَلَا يَاْتِىْ اِلَيْهِ وَ يَقِفُ بِخِدْمَةِ الْاَمِيْرِ الَّذِىْ هُوَ غُلَامُ الْمَلِكِ وَخَادِمُهٗ وَتَحْتَ يَدِهٖ وَ وِلَايَتِهٖ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مَثَلَ الْمُصَلِّى النَّوَافِلَ وَ عَلَيْهِ فَرِيْضَةٌ كَمَثَلِ حُبْلٰى حَمَلَتْ فَلَمَّا دَنٰى نِفَاسُهَا اَسْقَطَتْ فَلَاهِىَ ذَاتُ حَمْلٍ وَلَاهِىَ ذَاتُ وِلَادٍ وَّ كَذٰلِكَ الْمُصَلِّى لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ لَهٗ نَافِلَةً حَتّٰى يُؤَدِّىَ الْفَرِيْضَةَ

মূল অর্থ ঃ- ঈমানদার ব্যক্তির জন্য কর্তব্য হইল প্রথমতঃ সে ফরজ কার্যসমূহ আদায় করিবে। তৎপরে সুন্নাত আদায় করিবে। তৎপরে নফল আদায় করিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ফরজ

আদায় না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সুন্নাত কাজে মশগুল হওয়া আহম্মকী বা জ্ঞানহীনতার কাজ। যদি কোন ব্যক্তি ফরজ আদায় না করিয়া (ফরজ বাদ দিয়া) সুন্নাত বা নফল এবাদত করে তবে তাহার এই নফল এবাদত আল্লাহর দরবারে কবূল হইবে না। **আর এই নফল এবাদতে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি হইবে না বরং** মর্যাদা নষ্ট হইয়া যাইবে। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যেমন তাহাকে বাদশার খেদমতে ডাকা হইল সে বাদশার খেদমতে না গিয়া বাদশার খাদেম বা চাকরের খেদমতে হাজির হইল। হযরত আলী (রাঃ) বিন আবু তালিব হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি ফরজ আদায় না করিয়া নফল কাজে মশগুল হয়, তাহার মিছাল যেমন-একটি গর্ভবতী মেয়েলোক, তাহার গর্ভের নির্দিষ্ট সময় প্রায় শেষ হইয়াছে, এমতাবস্থায় সে ঔষধ ভক্ষণ করিয়া গর্ভপাত করিয়া দিল। এক্ষণে উক্ত মেয়ে লোকটি না গর্ভবতী রহিল, না সন্তানের মাতা হইল। গর্ভ ধারণের পরিশ্রম বরবাদ হইয়া গেল।

এমনিভাবে ফরজ আদায় না করিয়া নফল নামাজ পাঠ করিলে নফল নামাজ আল্লাহর দরবারে কবূল হইবে না।

বর্ণিত বিবরণে পরিষ্কার বুঝা যায়- ইলমে তাছাওউফ শিক্ষার ফরজ আদায় না করিয়া জিকির অজীফা নফল এবাদত করিলে তাহার নফল এবাদত কবূল হইবে না। পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল ফরজ ছাড়িয়া নফল এবাদত দ্বারা অলী দরজায় পৌছিতে পারিবে না বরং ফরজ ইল্‌ম শিক্ষা না করার ছববে (কারণে) ফাছেক শ্রেণীভূক্ত থাকিবে।

www.islamicharf.org

১৩। প্রশ্ন ঃ- ইল্‌মে তাছাওউফ ছাড়া শুধু জিকির দ্বারা যদি ক্বলবের এছ্‌লাহ না হয়, তবে জিকির করিলে জজ্‌বা উঠে কেন এবং শরীর মৃগী রোগীর ন্যায় কম্পন হয় কেন ?

উত্তর ঃ- শামী কিতাবে লিখা আছে ইল্‌মে তাছাওউফ ছাড়া ক্বলবের এছ্‌লাহ হয় না।

তবে শুধু জিকির করিতে থাকিলে জজ্‌বা উঠিতে পারে এবং শরীরে কম্পন আসিতে পারে; কিন্তু শরীর কম্পন হওয়া এবং জজ্‌বা উঠা ক্বলবের ইছ্‌লাহের আলামত নহে বরং ক্বলবের ইছ্‌লাহের আলামত হইয়াছে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন করিতে বাধ্য হওয়া।

শরীয়তের অর্ধেক মাস্‌য়ালা ইল্‌মে তাছাওউফ যাহা শিক্ষা করা ফরজ। যাহারা এই ফরজ মাস্‌য়ালা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে না তাহারা জজ্‌বা উঠাইলে উহা আল্লাহর পক্ষের জজ্‌বা নহে। যদি আল্লাহর পক্ষের জজ্‌বা হয়, তবে আল্লাহর আইন মানিতে রাজী হয়না কি জন্য ?

বিশেষ দ্রষ্টব্য [প্রকাশক]

অত্র কিতাবের সম্মুখের বাকী বর্ণনা যাহাতে কয়েকজন মশহুর পীর, আলেম ও ধর্মীয় দলের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস্‌য়ালা গোপন পরিবর্তনের কঠিন আলোচনা ও প্রতিবাদ আছে, তাহা বিশেষ কারণে অত্র কিতাবে ছাপানো হয় নাই। উক্ত জরুরী আলোচনা ও প্রতিবাদ সত্য প্রকাশ নামক কিতাব থেকে জেনে নিতে পারবেন।

www.islamicharf.org

بسم الله الرحمن الرحيم

ইজহারে হক ৭ম খন্ড

□ جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ۔

□ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو على انفسكم الخ ۔

□ ولا يغرنكم بالله الغرور ۔

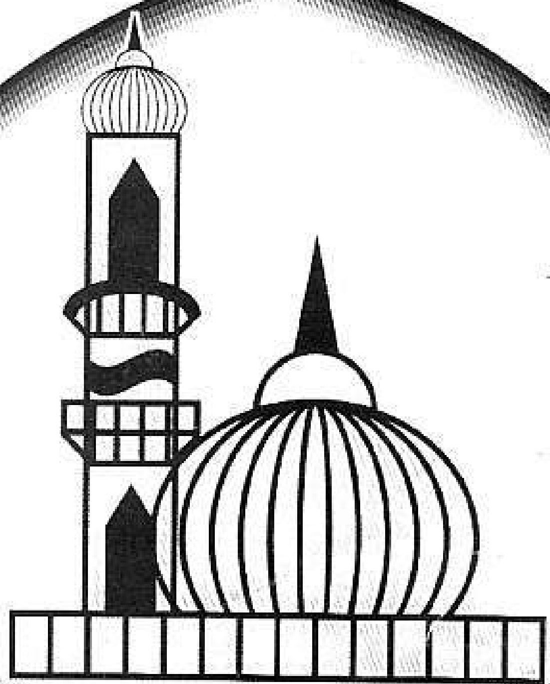

নায়েবে রাসূল ও মুজাদ্দিদে আ'যম হযরত

মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব (রহঃ)

www.islamicharf.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইজহারে হক ৭ম খন্ড

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বিশেষতঃ তাছাওউফ শিক্ষার মাদ্রাসা ও কেন্দ্রসমূহে প্রচারক, শিক্ষক, খলীফা এবং শিক্ষার্থী মুরীদান গং সকলের জন্য এই মহামূল্যবান কিতাবখানা মরহুম নায়েবে রাসূল মুজাদ্দিদে আ'যম (রহঃ) কর্তৃক নির্ধারিত বাধ্যতামূলক অন্যতম জরুরী পাঠ্য। চিরস্থায়ী জগত আখেরাতের মহামুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছোট-বড় সর্বপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং লক্ষ লক্ষ পীরানা দরবারসমূহে কিতাবখানা অপরিহার্য মহাজরুরী পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করাও একান্ত প্রয়োজন।

----প্রকাশক।

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থানের ঠিকানা

মাওলানা শাহ্ মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ

[কামিল হাদীছ ও কামিল তাফছির, উর্দু ভাষায় ডিপ্লোমা ও মরহুম নায়েবে রাসূল মুজাদ্দিদে আ'যম হযরত মাওলানা মোঃ হাতেম আলী (রহঃ) এর নিকট থেকে তাছাওউফ শিক্ষাপ্রাপ্ত খলীফা।]

ডাকঘরঃ দুধল মাদ্রাসা, বরিশাল।

মোবাইল ঃ ০১৭১১৩০৫৮৯৩

মাওলানা শাহ্ মোঃ আবদুশ শাকুর

[চার গ্রুপে টাইটেল- (কামিল হাদীছ, কামিল ফিক্বাহ, কামিল তাফছীর ও কামিল আরবী আদব বিভাগ) এবং মরহুম নায়েবে রাসূল মুজাদ্দিদে আ'যম হযরত মাওলানা মোঃ হাতেম আলী (রহঃ) এর নিকট থেকে তাছাওউফ শিক্ষাপ্রাপ্ত খলীফা। দুধল মাদ্রাসা, বরিশাল।

বর্তমান ঠিকানা ঃ মির্জাপুর তাছাওউফ মাদ্রাসা

ডাকঘর ঃ নামাপাড়া, থানা ঃ নিকলী, জেলা ঃ কিশোরগঞ্জ।

মোবাইল ঃ ০১৭১২-১৫৮৪৯৬

৫ম প্রকাশ - ফেব্রুয়ারী - ২০১৩ ইংরেজি।

পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের বিশ্ব অভিযানকল্পে প্রতিটি কিতাবের বিনিময় বা মূল্য স্বরূপ দ্বীনি সাহায্য - ১৫/- টাকা

নায়েবে রাসূল ও মুজাদ্দিদে আ'যম হযরত

মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী ছাহেব

(রহমাতুল্লাহি আলাইহে)

কর্তৃক প্রণীত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সাবধান বাণী

মাস্‌য়ালা পরিবর্তনকারী আলেমদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি-তাহারা অতি সত্ত্বর যেন যে সমস্ত মাস্‌য়ালা গোপন করিয়াছে উহা সংশোধন করিয়া বিজ্ঞাপন দ্বারা সমাজকে জানাইয়া দিতে বাধ্য হন এবং আমাকে শত্রু ধারণা না করেন। আমি তাহাদের হাশরের বন্ধু। কারণ মাস্‌য়ালা গোপন ও পরিবর্তনকারীগণ শয়তানের হাতের পুতুল সাজিয়া সমাজকে গমরাহ করিতেছে। আমি তাহাদিগকে শয়তানের হাত হইতে উদ্ধার করার জন্য তুমুল যুদ্ধে (অর্থাৎ কলম ও বাকযুদ্ধে) লিপ্ত আছি।

আমি অত্র কিতাবে প্রত্যেকটি মাস্‌য়ালার গ্রহণযোগ্য দলীল পেশ করিয়াছি। আশা করি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে ভূল ধারণা চিরতরে দূরীভূত হইবে।

আর কেহ যদি জেদের বশীভূত হইয়া প্রতিবাদ পুস্তক বাহির করিতে ইচ্ছা করেন, বাহির করিতে পারেন। আমি ভাল কায়দায় প্রস্তুত রহিলাম। মাস্‌য়ালা গোপন ও পরিবর্তনকারীদের আরও মাস্‌য়ালা যাহা তাহারা গোপন ও পরিবর্তন করিয়াছে তাহাও বিস্তারীতভাবে বর্ণনা করা হইবে।

লিখক

মোঃ হাতেম আলী

সাং+পোঃ দুধল মাদ্রাসা, বরিশাল

বাংলাদেশ।

www.islamicharf.org

১। প্রশ্ন ঃ- ইল্‌মে দ্বীন বা ইল্‌মে শরীয়াত শিক্ষা করা কি ?

উত্তর ঃ- ইল্‌মে দ্বীন বা ইল্‌মে শরীয়াত শিক্ষা করা ফরজ। যথা-

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ و مُسْلِمَةٍ ـ

অর্থ ঃ- হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন,ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের (পুরুষ এবং মেয়েলোকের) উপর ফরজ।

২। প্রশ্ন ঃ- শরীয়াতের মাস্‌য়ালা (ঈমানের পরে) দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ দেহ সম্বন্ধীয় মাস্‌য়ালা-যাহাকে ফিক্বাহ্‌ বলে। দ্বিতীয় ভাগ আত্মা সম্বন্ধীয় মাস্‌য়ালা যাহাকে ইল্‌মে তাছাওউফ বা ইল্‌মে ক্বলব বলে। এক্ষণে উভয় ভাগ শিক্ষা করা ফরজ কিনা ?

উত্তর ঃ- শরীয়াতের মাস্‌য়ালা ফিক্বাহ এবং ইল্‌মে তাছাওউফ– উভয় ভাগ শিক্ষা করা ফরজ। **যথা ঃ- দোর্‌রোল মোখতার এবং উহার শরাহ শামী কিতাবের (পুরান ছাপার) প্রথম খন্ডের চল্লিশ পৃষ্ঠায় লিখা আছে ঃ-**

اِعْلَمْ اَنَّ تَعَلُّمَ الْعِلْمِ يَكُوْنُ فَرْضَ عَيْنٍ وَهُوَ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ لِدِيْنِهِ وَفَرْضَ كِفَايَةٍ وَهُوَ مَازَادَ عَلَيْهِ لِنَفْعِ غَيْرِهِ وَمَنْدُوْبًا وَهُوَ التَّبَحُّرُ فِى الْفِقْهِ وَعِلْمِ الْقَلْبِ ـ

মূল অর্থ ঃ- দোর্‌রোল মোখতার কিতাবে লিখা আছে, ফিক্বাহের ইল্‌ম শিক্ষা করা যেরূপ আবশ্যক পরিমাণ ফরজে আইন, তদ্রূপ তাছাওউফের ইলমও শিক্ষা করা আবশ্যক পরিমাণ ফরজে আইন। ফিক্বাহের ইল্‌ম আবশ্যকের বেশি অপরের ফায়দার জন্য শিক্ষা করা যেরূপ ফরজে কেফায়া, তদ্রূপ

তাছাওউফের ইলেমও আবশ্যকের বেশি অপরের ফায়দার জন্য শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া। ফিক্বাহের ইল্‌মে বিদ্যার সাগর হওয়া যেরূপ মুস্তাহাব, তদ্রূপ তাছাওউফের ইল্‌মেও বিদ্যার সাগর হওয়া মুস্তাহাব।

যাহারা আবশ্যক পরিমাণ তাছাওউফের ইলম শিক্ষা করা ফরজ স্বীকার করে না বরং বিপরীতভাবে মুস্তাহাব বলিয়া প্রচার করিতেছে, তাহারা ভূল বলিতেছে ও শরীয়তের মাস্‌য়ালা পরিবর্তন করিতেছে। অতএব তাহাদের কথায় কর্ণপাত করা উচিৎ নহে।

যাহারা তাছাওউফকে ফরজ স্বীকার করে না তাহারা পথভ্রষ্ট আলেম এবং মুসলমান সমাজের শত্রু। এই শ্রেণীর মাস্‌য়ালা পরিবর্তনকারী নাকেছ্‌ আলেমদের কারণে সমাজ থেকে ইসলাম ধ্বংস হইয়া যাইতেছে।

৩। প্রশ্ন ঃ- শরীয়াতের ইল্‌ম কামেল হউক আর নাকেছ হউক এইরূপ সমস্ত আলেমের কাছে শিক্ষা করা জায়েজ কিনা ?

উত্তর ঃ- শরীয়াতের ইল্‌ম খাঁটি ও অখাঁটি এইরূপ যে কোনো আলেমের কাছে শিক্ষা করা জায়েজ নহে। কারণ আলেম সমাজ প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, যাহারা ফিক্বাহ, তাছাওউফ উভয় ইল্‌ম শিক্ষা করিয়াছে তাহারা শরীয়ত মোতাবেক আলেম। তাহাদের কাছে শরীয়াতের ইল্‌ম শিক্ষা করা জায়েজ। আর যাহারা শুধু ফিক্বাহ শিক্ষা করিয়াছে তাছাওউফ শিক্ষা করে নাই তাহারা শরীয়াত মোতাবেক খাঁটি বা কামেল আলেম নহে। তাহাদিগকে আখেরাতের পথ প্রদর্শক বা পীর মোর্শেদ হিসাবে গ্রহণ করতঃ তাহাদের কাছে শরীয়াতের ইল্‌ম শিক্ষা করা জায়েজ নহে, শিক্ষা করিলে উভয়ে পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। **যথাঃ- বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে –**

www.islamicharf.org

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا ـ

মূল অর্থ ঃ- হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত (ছঃ). বলিয়াছেন- নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মানুষের থেকে ইল্‌ম ছিনাইয়া নিয়া যাইবেন না যেরূপ একজন অপর একজনের থেকে কোনো জিনিস ছিনাইয়া নিয়া যায়; বরং আলেমদেরকে মৃত্যু দান করিয়া ইল্‌ম নিয়া যাইবেন। এমনকি এক পর্যায়ে যখন আলেম বাকী থাকিবেনা তখন মানুষে তাহাদের জাহেল সরদারদের কাছে মাস্‌য়ালা জিজ্ঞাসা করিবে। উক্ত জাহেল লোকেরা বিনা ইলমে মাস্‌য়ালা বর্ণনা করিবে। ইহাতে উভয়ে পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।

প্রকাশ থাকে যে, একজন লোক ফিক্বাহ শিক্ষা করিয়াছে তাছাওউফ শিক্ষা করে নাই, সেই লোকটি যদি দাওরা বা টাইটেল পাশ করিয়া কাজী ছাহেব বা মুফতী ছাহেব বা পীর ছাহেব উপাধি লাভ করিয়া থাকে তবুও তাহাকে ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা না করার কারণে কিতাবে জাহেল বলা হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা বর্ণিত হাদীছের শরাহ্‌ মেশকাত শরীফের হাশিয়াতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

বর্ণিত বিবরণে পরিষ্কার বুঝা যায়- কোনো লোকে কাজী ছাহেব বা মুফতী ছাহেব বা পীর ছাহেব সাজিলেই তাহাকে শরীয়ত মোতাবেক আলেম ধারণা করা ভুল হইবে। **অর্থাৎ-** উক্ত কাজী ছাহেব বা মুফতী ছাহেব বা পীর ছাহেব যদি আল্লাহ্‌র

পূর্ণাংগ দ্বীনের শুধুমাত্র এক অংশ শরীয়াতে জাহেরা ফিক্বাহ শিক্ষা করিয়া থাকে আর ইল্‌মে ক্বলব (ইলমে তাছাওউফ) শিক্ষা করিয়া না থাকে তবে কিতাবের বিধান মোতাবেক তাহাকে ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া পর্যায়ের আলেম বলা যাইবেনা। তবে তাহাকে ফিকাহের আলেম বলা যাইবে।

৪। প্রশ্ন ঃ- বর্তমানে মুসলমান সমাজের অনেকেরই ধারণা সমাজে যত কেছেমের আলেম আছে সকলেই ভাল। তাই তাহারা সকল আলেমের খেদমত করিয়া যাইবে, সকলের কাছে শিক্ষা লাভ করিবে এবং সর্ব কেছেমের আলেমদের ওয়াজ শ্রবন করিবে এই ধারণা কিরূপ ?

উত্তর ঃ- সমাজে যত আলেম সবই ভাল, এই ধারণা ভুল। কারণ কতক আলেম ভাল আর কতক আলেম মন্দ। কতকের শিক্ষায় বেহেশ্‌তের পথ পরিষ্কার হয় আর কতকের শিক্ষায় দোজখের পথ পরিষ্কার হয়। **যথা ঃ- মেশকাত শরীফে আছে -**

اَلَا اِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ ـ وَاِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ

মূল অর্থ ঃ- সাবধান নিশ্চয় সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক হইতেছে আলেমের মধ্যে যাহারা মন্দ তাহারা এবং নিশ্চয় সর্বাপেক্ষা ভাল হইতেছে আলেমদের মধ্যে যাহারা ভাল তাহারা।

কারণ আলেমদের দ্বারা মানুষ যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর কাহারো দ্বারা ততটুকু ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। আবার নিশ্চয় আলেমদের দ্বারা মানুষ যতটুকু উপকৃত হয় অন্য কাহারো দ্বারা ততটুকু উপকৃত হয় না। **অর্থাৎ-** মূল কথা হইল আলেমের শিক্ষায় মানুষ বেহেশ্‌তের মানুষ তৈয়ার হয়; আবার আলেমের শিক্ষায় **অর্থাৎ-** নাকেছ ও মাস্‌য়ালা পরিবর্তনকারী আলেমের শিক্ষায় মানুষ দোজখের মানুষ তৈয়ার হয়।

www.islamicharf.org

❑ মুসলিম শরীফ ও মেশকাতের হাদীছে বর্ণিত আছে-

إِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ (م)

মূল অর্থ ঃ- নিশ্চয় ইলমই হইয়াছে দ্বীন। কাজেই তোমরা কাহার কাছে দ্বীন শিক্ষা করিতেছ তাহাকে তদন্ত করিয়া দেখ সে কামেল না নাকেছ ?

যদি কামেল হয়, তবে তোমার ধর্ম শিক্ষা হইবে, আর যদি নাকেছ হয়, তবে তোমার ধর্ম শিক্ষা হইবে না।

❑ **জগত বিখ্যাত মাওলানা রুমী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন –**

دست ناقص دست شیطان ست دیو + زانکه اندر دام

تلبیس ست رایو ۔

মূল অর্থ ঃ- নাকেছ পীর আলেমদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করা যেমন শয়তানের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করা।

নররূপী শয়তান বহু দুনিয়াতে আছে * হাত নাহি দাও যার তার কাছে। [প্রকাশক]।

৫। প্রশ্ন ঃ- বর্তমানে ফিক্বাহ, তাছাওউফ দ্বারা আলেম স্থির করা যায় না, কারণ যাহারা তাছাওউফ শিক্ষা করা মোস্তাহাব প্রচার করিতেছে তাহারাও বলে আমরা তাছাওউফের ইল্‌ম জানি, এক্ষণে আলেম চিনিবার উপায় কি ?

উত্তর ঃ- যাহারা তাছাওউফ হাছিল করাকে ফরজ স্বীকার না করিয়া বরং মোস্তাহাব বলিয়া প্রচার করিতেছে তাহারা যে তাছাওউফের ইল্‌মে গন্ডমূর্খ তাহার কয়েকটি চিহ্ন আছে।

তন্মধ্যে প্রথম চিহ্ন হইল তাছাওউফ শিক্ষা করা মোস্তাহাব প্রচার করা। যতদিন পর্যন্ত তাহারা মোস্তাহাব প্রচার করিবে ততদিন পর্যন্ত ইল্‌মে তাছাওউফে গন্ডমূর্খ থাকিয়াই যাইবে।

যখন ফরজ বলিয়া প্রচার করিবে তখন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে কত প্রকার মাস্‌য়ালার সমষ্টির নাম ইল্‌মে তাছাওউফ। যতদিন পর্যন্ত সঠিক জওয়াব দিতে না পারিবে ততদিন পর্যন্ত ইল্‌মে তাছাওউফে মূর্খ থাকিয়াই যাইবে।

যখন সঠিক জওয়াব দিবে তখন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে রাজায়েল দূর করিতে কতটা মাস্‌য়ালা শিক্ষা করা ফরজ ? যতদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি রাজায়েলের তা'রীফ (সংজ্ঞা) ছবব (কারণ) আলামত (চিহ্ন) এলাজ (চিকিৎসা) সম্পর্কীয় চল্লিশ প্রকার ফরজ মাছয়ালা বলিতে না পারিবে ততদিন পর্যন্ত ইলমে তাছাওউফে মূর্খ থাকিয়াই যাইবে।

মোটকথা ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা না করিয়া ইলমে তাছাওউফ জানি বলিলে তাছাওউফের আলেম হওয়া যাইবে না।

তাছাওউফের ইলম শিক্ষার ফরজিয়াত আদায় করিতে চাহিলে ইল্‌মে তাছাওউফের অভিজ্ঞ আলেমের **অর্থাৎ-** কামেল পীরের কাছে গিয়া হাটু ভাঙ্গিয়া বা আদবের সহিত বসিয়া জরুরী মাস্‌য়ালাগুলি শিক্ষা করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও আমল গঠনের জন্য কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট কামেল পীরের ছোহবাত অবলম্বন ও রিয়াজাত মোজাহাদা করিতে হইবে।

৬। প্রশ্ন ঃ- ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা মোস্তাহাব প্রচার করাতে শরীয়তের কি ক্ষতি হইতেছে ? আর ফরজ প্রচার করাতে কি উপকার আছে ?

উত্তর ঃ- তাছাওউফ মোস্তাহাব প্রচার করাতে শরীয়তের অর্ধেক আমলী মাস্‌য়ালা **অর্থাৎ-** অর্ধেক শরীয়াত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আর ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা ফরজ প্রচার হইলে শরীয়ত পূর্ণ হইবে।

www.islamicharf.org

ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা ফরজ প্রচার হইলে সমস্ত মোসলমানের মধ্যে ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করার ধারণা এবং ফরজ আদায় করার চেষ্টা পয়দা হইবে।

মুসলমান সমাজ ইল্‌মে তাছাওউফ মোস্তাহাব ধারণা করিয়া তাছাওউফ শিক্ষা ত্যাগ করিয়া দিয়াছে। ইহাতে তাহারা ফাছেক শ্রেণীভূক্ত হইয়াছে এবং কুরআনের ঘোষণা মতে হিসাব অন্তে বেহেশ্‌ত ভবনে দাখিল হওয়া হইতে মাহরুম বা বঞ্চিত হওয়ার উপযোগী হইবে।

তাছাওউফ হাছিল করা মোস্তাহাব প্রচারকারীদের মাদ্রাসার ছাত্রেরা তাছাওউফ মোস্তাহাব ধারণা করিয়া তাছাওউফ শিক্ষা ত্যাগ করিয়া দিয়াছে; আর তাহাতে তাহারা শরীয়ত মোতাবেক আলেম শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিল না।

তাহারা ইল্‌মে তাছাওউফে জাহেল শ্রেণী ভুক্ত রহিল। এই ইল্‌মে তাছাওউফে জাহেল ছাত্রেরা ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া পর্যায়ের আলেম সাজিয়া দাজ্জালে কাজ্জাব শ্রেণীভুক্ত হইয়া ইসলাম ধর্ম **অর্থাৎ-** পূর্ণাংগ দ্বীনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইলমে কৃলব বা ইল্‌মে তাছাওউফ ধ্বংস করার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইল্‌মে তাছাওউফে অজ্ঞ বা জাহেল ছাত্রেরা ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া পর্যায়ের খাঁটি হক্কানী আলেম শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহিলে ইল্‌মে তাছাওউফ ফরজ ধারণা করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

যতদিন পর্যন্ত মাদ্রাসার উক্ত ছাত্ররা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ ধারণা না করিবে এবং শিক্ষাগ্রহণ না করিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা ইসলাম ধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ ফরজে আইন অংশ ইল্‌মে কৃলব ধ্বংসকারী দলভুক্ত থাকিবে। আল্লাহ উক্ত ফরজ অস্বীকারকারীদের হাত হইতে সমাজকে উদ্ধার করুক এবং উক্ত ছাত্রদেরকে ও অন্যান্য সকলকেই ফিক্বাহের ইলমের সাথে তাছাওউফের ইল্‌ম শিক্ষা গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন।

৭। প্রশ্ন ঃ- শরীয়াতের ইলম শিক্ষা করিতে শিক্ষকের দরকার হইবে কিনা ? কতকের ধারণা ভাষা জ্ঞান থাকিলে শিক্ষকের অর্থাৎ কামেল মোর্শেদের কোন দরকার হয় না? এই ধারণা ছহীহ্ কিনা ?

উত্তর ঃ- আখেরাতের কামেল শিক্ষক অর্থাৎ- কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট খাঁটি মোর্শেদের শিক্ষা ছাড়া শরীয়তের পূর্ণাংগ ইল্‌ম সঠিকভাবে শিক্ষা হইতে পারেনা। ভাষা জ্ঞান থাকিলে শিক্ষকের দরকার হয়না এই ধারণা ভুল। ধর্ম জ্ঞান শিক্ষাদান করার জন্য যতখানা আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে প্রত্যেক কিতাব শিক্ষা দান করার জন্য রাসূল নিযুক্ত ছিলেন। তাওরাত কিতাব খানা হযরত মুছা (আঃ) শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনির পরে উক্ত তাওরাত কিতাব খানা শিক্ষা দান করার জন্য অসংখ্য নবী পয়গাম্বর নিযুক্ত ছিলেন।

আমাদের বিশ্বনবী কুরআন মজীদ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। উক্ত কুরআন শিক্ষা দান করার জন্য অসংখ্য নায়েবে রাসূল নিযুক্ত আছেন।

আখেরাতের শিক্ষক ছাড়া শরীয়াতের বা পূর্ণাংগ দ্বীনের ইল্‌ম শিক্ষা হইলে প্রত্যেক আসমানী কিতাবের সাথে রাসূল বা নায়েবে রাসূল নিযুক্ত হইতেন না। আরবের ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল। ভাষা জ্ঞান থাকিলে শিক্ষকের দরকার হয়না। এই ধারণা ছহীহ্ হইলে বিশ্বনবীর কোন দরকার ছিল না। আরব ভাষা ভাষীরা কুরআন দেখিয়া শিক্ষা করিয়া লইত।

৮। প্রশ্ন ঃ- কতকের ধারণা-নাহু, ছরফ, মানতেক ও বালাগাত ইত্যাদির ইলম যাহাদের আছে তাহারাই পূর্ণাংগ শরীয়াতের ইল্‌ম শিক্ষা দান করিতে পারেন। কাজেই পূর্ণাংগ দ্বীনের ইল্‌ম শিক্ষা দান করার জন্য নায়েবে রাসূলের কোন দরকার হয় না এই ধারণা ছহীহ্ কিনা ?

www.islamicharf.org

উত্তর ঃ- এই ধারণা ছহীহ্ নহে, যেহেতু যাহাদের নাহু, ছরফ, মানতেক, বালাগাত ইত্যাদির ইল্ম আছে তাহারা বর্ণিত ইলম শিক্ষা দান করিতে পারেন কিন্তু পূর্ণাংগ শরীয়াত বা পূর্ণাংগ দ্বীন শিক্ষা দান করিতে পারে না। কারণ ইল্মে দ্বীন বা পূর্ণাংগ শরীয়ত শিক্ষা দান করিতে ফিক্বাহ ও তাছাওউফ উভয়ে ইল্মে পরিপক্ক আলেম হইতে হইবে।

ইল্মে দ্বীন বা পূর্ণাংগ শরীয়াত শিক্ষাদান করিতে যে সমস্ত নবী পয়গাম্বরগণ আসিয়াছিলেন প্রত্যেকেরই তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। বর্তমানে যাহারা ইল্মে দ্বীন বা পূর্ণাংগ শরীয়াত শিক্ষা দান করিতে ইচ্ছা করেন তাহাদেরও তুমুল যুদ্ধে অর্থাৎ- বাকযুদ্ধ ও কলম যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে। বিশ্ব নবী (ছঃ)- কে ইসলাম প্রচারে বাধা দান করিয়াছিল ইয়াহুদী ও নাছারা সম্প্রদায়ের আলেমরা। আর নায়েবে রাসূলদেরকে ইসলাম প্রচারে বাধা দান করিবে মোহম্মদী আলেমদের মধ্যে যাহারা তাছাওউফবিহীন নাকেছ ও মাস্য়ালা পরিবর্তনকারী আলেম তাহারা।

৯। প্রশ্ন ঃ- কতকের ধারণা ফিক্বাহের ইল্ম শিক্ষা করিতে শিক্ষকের দরকার হয় কিন্তু তাছাওউফের ইল্ম শিক্ষা করিতে শিক্ষকের অর্থাৎ কামেল মোর্শেদের দরকার হয়না নিজে নিজে কিতাব দেখিয়া লইলেই যথেষ্ট হয় এই ধারণা ছহীহ্ কিনা ?

উত্তর ঃ- এই ধারণা ছহীহ্ নহে কারণ ফিক্বাহের ইলম অপেক্ষা তাছাওউফের ইল্ম বহুগুণে কঠিন। এক্ষণে ফিক্বাহের ইল্মই যখন শিক্ষক ছাড়া হাছিল হয় না, তখন তাছাওউফের ইল্ম কামেল শিক্ষক অর্থাৎ কামেল পীর মোর্শেদ ছাড়া হাছিল হইবে কেমন করে ?

নিজে নিজে কিতাব দেখিয়া তাছাওউফের ইলম হাছিল করার মেছাল **যেমন** - এক ব্যাক্তি সারা রাত্রি ইউছুফ জোলায়খার পুস্তক শুনিয়া ভোরে জিজ্ঞাসা করে এদের মধ্যে মেয়ে কোন জন ? তদ্রুপ নিজে নিজে তাছাওউফের কিতাব দেখিয়া বলিতে থাকে ইলমে তাছাওউফ কিতাবস্থ ইল্ম নহে, ইহা ছিনায় ছিনায় আসিয়াছে বা লতিফার ধ্যানে হাছিল বা কাশফ্ দ্বারা হাছিল হয়। অথচ ইহা কিতাবের খেলাফ চরম ভ্রান্ত ধারণা।

১০। প্রশ্ন ঃ- কতকের ধারণা ফিক্বাহের ইল্ম শিক্ষা দান করিয়া টাকা লওয়া জায়েজ কিন্তু তাছাওউফের ইল্ম শিক্ষা দান করিয়া টাকা লওয়া জায়েজ নহে। এমনকি টাকা লওয়ার কল্পনা করাও জায়েজ নহে এই ধারণা ছহীহ্ কিনা ?

উত্তর ঃ- ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা দান করিয়া টাকা লওয়া জায়েজ নহে এই ধারণা ছহীহ্ নহে বরং ফিক্বাহের ইল্ম শিক্ষা দান করিয়া টাকা যাহা লওয়া হয়, তদাপেক্ষা তাছাওউফের ইলম শিক্ষা দান করিয়া দশ/বিশগুণ টাকা বেশি লওয়াও জায়েজ। কারণ ফিক্বাহের ইল্ম শিক্ষা করিয়া ফেক্বাহ শিক্ষা দেওয়া যায়; কিন্তু তাছাওউফের ইলম শিক্ষা দেওয়া যায় না। তাছাওউফের ইল্ম শিক্ষা দিতে হইলে ফিক্বাহ, তাছাওউফ উভয় ইল্মে পরিপক্ক আলেম হইতে হয় ও অন্যান্য কিতাবী শর্ত সমূহ অর্জন করিতে হয় এবং তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। **অর্থাৎ**- মাস্য়ালা পরিবর্তনকারী নাকেছ পীর, নাকেছ আলেম ও নাকেছ বক্তাগং ধর্মের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে কলম ও বাকযুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়।

১১। প্রশ্ন ঃ- কতকের ধারণা পূর্ণাংগ শরীয়তের ইলম ফিক্বাহ হউক বা ইল্মে তাছাওউফ হউক শিক্ষা দান করিয়া টাকা লওয়া জায়েজ নহে, এই ধারণা ছহীহ্ কিনা ?

www.islamicharf.org

উত্তর ঃ- শরীয়াতের জাহেরী ইল্‌ম অথবা ক্বলবী ইল্‌ম শিক্ষা দান করিয়া টাকা লওয়া জায়েজ নহে, এই ধারণা ভুল। অর্থাৎ শরীয়াতের খেলাফ। যথা ঃ- পাক-ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল হযরত মাওলানা মোঃ আশ্রাফ আলী থানভী (রহঃ) ছাহেবের দাওয়াতে আবদিয়াত কিতাবের ৮ম খন্ডের ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে-

اور پڑھانے پر تنخواہ لینابھی جائز ھے یہ غلطیی ھے
کہ تعلیم پر تنخواہ لینا جائز نھی اور یہ جواز حنفیہ کے
اصول پر بھی ھے کیونکہ جو شخص کسی کے کام میں
محبوس ھوتاھے اس کانفقہ اس کے زمۃ واجب ھوتاھے ۔

অর্থাৎ- ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা দান করিয়া টাকা লওয়া জায়েজ। টাকা লওয়া জায়েজ নহে, ইহা গলত। এই জায়েজ হানাফি মাজহাবের উছুল মোতাবেক। কেননা কোন ব্যক্তির যদি /কাহারও কাজের জন্য তাহার ব্যবসা বন্ধ হইয়া যায়, তবে যাহার কাজের জন্য বন্ধ হইবে তাহার উপর খরচ বহন করা ওয়াজিব।

আল্লাহর দ্বীন শিক্ষার্থী ছাত্রদেরকে শিক্ষা দান করার কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে শিক্ষকের ব্যবসা বা উপার্জন বন্ধ হইয়া যাইতেছে। কাজেই ছাত্রদের উপর শিক্ষকের খরচ বহন করা ওয়াজিব।

এক্ষণে যে ছাত্রেরা আখেরাতের হাদী বা শিক্ষকের খরচ বহন করিতেছে না তাহারা ওয়াজিব তরকের গুণাহে পতিত হইতেছে।

যাহারা ইলমে দ্বীন বা ইলমে শরীয়ত অর্থাৎ আকায়েদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ শিক্ষা দান করিয়া টাকা লওয়া না জায়েজ বলে প্রচার করিতেছে তাহারা শরীয়াতের মাস্‌য়ালা পরিবর্তন করিয়া পথভ্রষ্ট বা গমরাহ হইয়া যাইতেছে এবং সমাজকে গমরাহ্ করিতেছে।

এই শ্রেণীর আলেমরা ইসলামের ও মুসলমান সমাজের শত্রু। এই মাস্‌য়ালা পরিবর্তনকারীদের সাথে সহযোগিতা বর্জন করার জন্য বিশ্বনবীর আদেশ রহিয়াছে।

১২। প্রশ্ন ঃ- কতকের ধারণা সমাজে যাহারা আলেম লোক তাহারা পথভ্রষ্ট হইতে পারে না। এই ধারণা ছহীহ্ কিনা ?

উত্তর ঃ- সমাজে যাহারা আলেম লোক তাহারা পথভ্রষ্ট হইতে পারেনা এই ধারণা ছহীহ্ নহে। আলেম লোক তাহারাও পথভ্রষ্ট হইতে পারে । **যথা-**

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُوْنَ
الضَّلَالَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَاءِ كُمْ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا
يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ـ الاٰيَةُ ـ

সংক্ষেপে মূল অর্থ ঃ- কুরআন মাজীদের পঞ্চম পারায় আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন- হে মুহাম্মদ (ছঃ) তুমি কি দেখ নাই কতক আলেম আসমানী কিতাব পাঠ করিয়া পথভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে। যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহাদের ইচ্ছা সমাজকে পথভ্রষ্ট করিবে। একদল ইয়াহুদী ইহারা মাস্‌য়ালা তাহ্‌রীফ করিতেছে। **অর্থাৎ-** মাস্‌য়ালা পরিবর্তন করিতেছে। ইহারা তোমাদের দুশমন। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ভাল রকম অবগত আছেন। তোমাদের পৃষ্টপোষকতা ও সাহায্যের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

এই আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায়- যাহারা শরীয়াতের মাস্‌য়ালা পরিবর্তন করিতেছে তাহারা মুসলমান সমাজের দুশমন। এই শ্রেণীর আলেমরা মাস্‌য়ালা পরিবর্তন করিয়া

www.islamicharf.org

সমাজকে গমরাহ্ করিতেছে। যেমন ঃ- হানাফী মাজহাবের জগৎ বিখ্যাত মহামান্য কিতাব "শামী" উহার প্রথম খন্ডের পুরান ছাপার চল্লিশ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, ইল্‌মে ক্বলব বা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ এবং মেয়েলোকের উপর ফরজে আইন।

এই মাস্‌য়ালা পরিবর্তন করিয়া যাহারা মোস্তাহাব প্রচার করিতেছে তাহারা শরীয়াতের অর্ধেক মাস্‌য়ালা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমাজকে গমরাহ করিতেছে। ইহারা মুসলমান সমাজের দুশমন সাজিয়াছে। এই শ্রেণীর মাস্‌য়ালা পরিবর্তনকারী আলেমদের লক্বব ছুরা নাছে মানব শয়তান দিয়াছে এবং এদের ক্ষতি হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহ শিক্ষা দিয়াছেন।

১৩। প্রশ্ন ঃ- যাহারা শরীয়ত মোতাবেক আলেম নহে তাহারা যদি আলেম সাজিয়া বা পীর সাজিয়া ওয়াজ করে তবে তাহাদের ওয়াজ শ্রবণ করা জায়েজ কিনা ?

উত্তর ঃ- যাহারা শরীয়াত মোতাবেক আলেম নহে, তাহারা আলেম সাজিয়া বা পীর সাজিয়া ওয়াজ করিলে তাহাদের ওয়াজ শ্রবণ করা জায়েজ নহে। কারণ তাহারা দাজ্জালে কাজ্জাব। তাহাদের সাথে সহযোগিতা বর্জন করার জন্য বিশ্ব নবীর আদেশ রহিয়াছে। **যথা - মেশকাত শরীফের হাদীছে আছে -**

يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَأْتُوْنَكُمْ مِّنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَائُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ ۔

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও মূল অর্থ- শেষ জামানাতে দাজ্জালে কাজ্জাবগণ বাহির হইবে তাহারা এরূপ হাদীছসমূহ (অর্থাৎ মাস্‌য়ালা) প্রচার করিবে যাহা তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা শ্রবণ করে নাই (অর্থাৎ এরূপ মাস্‌য়ালা প্রচার করিবে

যাহা কুরআন এবং হাদীছের খেলাফ তথা মাজহাবের ফতোয়ার কিতাবের খেলাফ।) তোমরা তাহাদের কাছে যাইওনা এবং তাহাদেরকে তোমাদের কাছে আসতে দিওনা। অন্যথায় তাহারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করিয়া ফেলিবে।

এই হাদীছের শরাহ মাজাহেরে হক কিতাবে লিখা আছে- মূলকথা-যাহারা শরীয়াত মোতাবেক আলেম না হইয়া আলেম সাজিয়া বা পীর সাজিয়া বাহির হইবে (তথা- মিথ্যা ঘোষণা দিবে) তাহারা দাজ্জালে কাজ্জাব।

বর্ণিত বিবরণে পরিষ্কার বুঝা গেল- যাহারা টাইটেল বা দাওরা পাশ করিয়াছে কিন্তু ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করে নাই অথচ ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া পর্যায়ের কামেল আলেম ও পীর সাজিয়াছে তাহারাও দাজ্জালে কাজ্জাব। বর্ণিত হাদীছের মর্ম সমাজ অবগত থাকিলে (তাছাওউফ বিহীন ও মাস্‌য়ালা পরিবর্তনকারী) জাল আলেম, জাল পীরেরা ও জাল বক্তারা সমাজকে এতদুর গোমরাহ করিতে পারিত না।

প্রকাশ থাকে যে- যাহারা টাইটেল-দাওরা পাশ করিয়াছে, তাহারা শরীয়াতে জাহেরা ফিক্বাহের আলেম। কাজেই শরীয়াতে জাহেরা ফিক্বাহের আলেম ঘোষণা দিলে তাহা সম্পূর্ণরূপেই সঠিক হইবে। কিন্তু ইলমে তরীকৃত বা ইলমে তাছাওউফ হাছিল না করা পর্যন্ত ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া পর্যায়ের কামেল আলেম হইবে না। কাজেই ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া পর্যায়ের কামেল মোহাক্কেক আলেম ও পীর মোর্শেদ হওয়ার জন্য দাওরা-টাইটেল পাশ করার পরেও কিতাবী শর্ত বিশিষ্ট কামেল পীর বা কামেল নায়েবে রাসুলের কাছে বা'য়াত গ্রহণ করত ইল্‌মে তাছাওউফ ও হৃদয় শুদ্ধি অর্জন করিতে হইবে। প্রকাশ থাকে যে, ইল্‌মে ক্বলব বা ইল্‌মে তাছাওউফের ভিতরে মৌলিকভাবে কুড়ি প্রকারের ফরজে আইন বিষয় এবং দ্বিতীয় স্তরে আশি প্রকারের ফরজ

www.islamicharf.org

ওয়াজিব মাস্‌য়ালা রহিয়াছে। মহান আল্লাহ্‌ সকলকে সঠিক পথ ছিরাতে মুস্তাকীম দান করুন । [প্রকাশক]

১৫। প্রশ্ন ঃ- যে সমস্ত মাওলানা ছাহেবানরা মাস্‌য়ালা পরিবর্তন করিতেছে যেমন ফরজকে মোস্তাহাব ও হালালকে হারাম প্রচার করিতেছে এবং ইল্‌মে ক্বলব-ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা না করিয়াই ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া পর্যায়ের কামেল আলেম সাজিয়াছে, তাহারা ওয়াজের সভায় ওয়াজ করার জন্য সময় চাহিলে তাহাদিগকে সময় দেওয়া যাইবে কিনা ? এবং তাহাদিগকে ওয়ায়েজ হিসাবে বসিবার জন্য চেয়ার দেওয়া যাইবে কিনা ?

উত্তর ঃ- যাহারা মাস্‌য়ালা পরিবর্তন করিতেছে বা আলেম না হইয়া আলেম সাজিয়াছে তাহারা ওয়াজের সভায় আসিয়া ওয়াজ করার জন্য সময় চাহিলে তাহাদেরকে সময় দেওয়া জায়েজ নহে। তবে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ওয়াজ শুনার জন্য চেয়ারে বসার সুযোগ প্রদান করা জায়েজ হইবে। কিন্তু ওয়ায়েজ বা আলেম হিসাবে বসিবার জন্য চেয়ার দেওয়া জায়েজ নহে। কারণ ইহাদিগকে (অর্থাৎ মাস্‌য়ালা পরিবর্তনকারীকে) বিশ্ব নবীর হাদীছে দাজ্জালে কাজ্জাব বলিয়াছে এবং ইহাদিগকে সমাজে আলেম হিসাবে স্থান দিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও কুরআন মাজীদের পঞ্চম পারায় আছে-

সংক্ষেপে মূল কথা- যাহারা মাস্‌য়ালা পরিবর্তন করিয়া প্রচার করিতেছে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সমাজকেও তাহারা পথভ্রষ্ট করিতেছে। ইহারা শরীয়াতের মাস্‌য়ালা পরিবর্তন করিয়া মানব শয়তান এবং ধর্মের দুশমন, আল্লাহর দুশমন, নবীর দুশমন, মোসলমান সমাজের দুশমন সাজিয়াছে; কাজেই তাহাদিগকে আলেম হিসাবে স্থান দিতে নিষেধ রহিয়াছে।

তাহাদিগকে আলেম হিসাবে স্থান দিলে এবং তাহাদের ওয়াজ শ্রবণ করিলে ইসলাম ধর্ম ধ্বংস করার গুনাহে পতিত হইতে হইবে।

১৫। প্রশ্ন ঃ- যে সমস্ত আলেমেরা মাস্‌য়ালা পরিবর্তন করিয়া মোসলমান সমাজকে গোমরাহ্‌ করিতেছে, তাহাদিগকে বাধা দেওয়া যাইবে কিনা ?

উত্তর ঃ- যে সমস্ত আলেমরা শরীয়তের মাস্‌য়ালা পরিবর্তন করিতেছে এবং সমাজকে গোমরাহ্‌ করিতেছে, তাহাদেরকে বাধা দান করার জন্য আল্লাহ এবং বিশ্বনবীর আদেশ রহিয়াছে। ঈমান রক্ষার উদ্দেশ্যে বাধা দিতেই হইবে। **যথা- মুসলিম শরীফে আছে –**

مَنْ رَاى مِنْكُمْ مُّنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ
فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ ذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ (م)

অর্থাৎ ঃ- হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের মধ্যে কেহ যদি শরীয়াত বিরোধী কাজ দেখ তবে তুমি হস্ত দ্বারা পরিবর্তন কর অর্থাৎ বাহু শক্তি দ্বারা বাধা দান কর, আর যদি হস্তের ক্ষমতা না থাকে তবে জিহ্বা দ্বারা বাধা দান কর, আর যদি জিহ্বার ক্ষমতা না থাকে তবে অন্তর দ্বারা বাধা দন কর। অন্তর দ্বারা বাধা দান করা দুর্বল ঈমানের লক্ষণ।

বর্ণিত হাদীছের সারমর্ম মহল্লা বা গ্রামের ছরদার লোকেরা (আধুনিক শিক্ষিত হউক, ধর্মীয় শিক্ষিত হউক অথবা মুর্খ হউক) বাহু শক্তি দ্বারা বাধা দান করিবে। ঐ সমস্ত আলেম লোকেরা যাহারা শক্তির দ্বারা বাধা দান করিতে সক্ষম নহে তাহারা জিহ্বা দ্বারা বাধা দান করিবে। আর আম সমাজের ঐ সমস্ত লোক যাহারা উপরোক্ত দুই শক্তির কোনো শক্তিই রাখে না তাহারা সহযোগিতা বর্জন করিয়া বাধা দান করিবে।

www.islamicharf.org

১৬। প্রশ্ন ঃ- শরীয়াতের মাস্‌য়ালা তাহ্‌রীফ করিলে অর্থাৎ পরিবর্তন করিয়া প্রচার করিলে যদি সমাজ থেকে ইসলাম ধ্বংস হইয়া যায়, তবে এ যাবৎ ইসলামের কতপ্রকার মাস্‌য়ালা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং কত প্রকার ছিল ?

উত্তর ঃ- হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) ছাহেবের এহইয়াউ উলুমিদ্দীন কিতাবের মর্মে পরিষ্কার বুঝা যায় ইসলাম ধর্মের মাস্‌য়ালা ঈমানের পরে প্রথমত দুইভাগে বিভক্ত- ফিক্বাহ ও ইলমে তাছাওউফ। ফিক্বাহ দুই ভাগে বিভক্ত- এবাদাত, মোয়ামালাত। ইলমে তাছাওউফও দুইভাগে বিভক্ত - মুহ্‌লিকাত, মুনজিয়াত। প্রত্যেক ভাগে দশ প্রকার করে মৌলিকভাবে ৪০ প্রকারের মাস্‌য়ালা লিখা আছে। এক্ষণে মুসলমান সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় বেশীরভাগ এলাকায় পাঁচ প্রকার আছে, আর বাকী মাস্‌য়ালাসমূহ তাহ্‌রীফ অর্থাৎ গোপন বা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। বিশেষ করে ইলমে ক্বলব বা ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা যে প্রত্যেক মুস্‌লমানের উপর ফরজ। এই মাস্‌য়ালা এবং ইলমে তাছাওউফের ভিতরগত বহু সংখ্যক জরুরী মাস্‌য়ালা সমাজ থেকে গোপন হইয়া গিয়াছে।

১৭। প্রশ্ন ঃ- মাস্‌য়ালা তাহ্‌রীফ বা পরিবর্তন হওয়া সম্বন্ধে বিশ্বনবীর কোন ভবিষ্যতবাণী আছে কিনা ?

উত্তর ঃ- হযরত (ছঃ) এর ভবিষ্যত বাণীতে আছে-মেশকাত শরীফে আছে-

يُوْشِكُ اَنْ يَأْتِىَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايَبْقَى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّااِسْمُهٗ وَلَا يَبْقٰى مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهٗ مَسَاجِدُ هُمْ عَامِرَةٌ وَهِىَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدٰى عُلَمَاءُ هُمْ شَرٌّ مَنْ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِ هِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ -

অর্থাৎ- হযরত (ছঃ) বলিয়াছেন, মানুষের উপর এরূপ একটি জামানা উপস্থিত হইবে। ইসলাম ধর্ম থাকিবেনা শুধু ইসলাম ধর্মের নাম থাকিবে। কুরআন থাকিবেনা শুধু কুরআনের রছম বা প্রথা থাকিবে। মস্‌জিদগুলি বাহ্যিকভাবে আবাদ ও জাকজমকপূর্ণ হইবে অথচ হেদায়েত হিসাবে বিরাণ থাকিবে। উক্ত নামধারী মোসলমানদের আলেম সমাজ হইবে আসমানের নীচে বড় বদকার। তাদের দ্বারা সমাজ থেকে ইসলাম ধর্ম বিলুপ্ত বা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

১৮। প্রশ্ন ঃ- সে সমস্ত নাকেছ আলেমদের মাস্‌য়ালা তাহরীফের কারণে সমাজ থেকে ইসলাম ধর্ম ধ্বংস হইয়া যাইবে তাহারা কাহারা ?

উত্তর ঃ- সে সমস্ত নাকেছ আলেমেরা ইলমে তাছাওউফ বা ইল্‌মে ক্বলব শিক্ষা করা ফরজ স্বীকার না করিয়া বরং মোস্তাহাব বলে প্রচার করিতেছে,তাহাদের দ্বারা শরীয়তের অর্ধেক আমলী মাস্‌য়ালা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ইহারা আসমানের নীচে বড় বদকার।

১৯। প্রশ্ন ঃ- ইসলাম ধর্ম বর্তমান জামানায় সমাজ থেকে বিলুপ্ত বা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এই খবর কোন নায়েবে রাসূলের কিতাবে লিখা আছে কিনা ?

উত্তর ঃ- ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল জনাব মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) ছাহেবের দাওয়াতে আবদীয়াত কিতাবে লিখা আছে। বর্তমান জামানার মোসলমান সমাজ মাজহাবী মাস্‌য়ালার সার বাহির করিয়াছে। বর্তমানে নামাজ, রোজা ও তাছবীহের নাম ইসলাম ধর্ম বানাইয়াছে। আসল কথা ইসলাম ধর্মের সমস্ত মাস্‌য়ালা বাদ দিয়াছে, মাত্র কয়েক প্রকার রাখিয়াছে।

www.islamicharf.org

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্ম হইয়াছে আক্বায়েদ, এবাদাত, মোয়ামালাত, মোয়াশারাত, আখলাকে বাতেনী এই পাঁচ প্রকার মাস্‌য়ালার সমষ্টির নাম। বর্তমানে কেহ এবাদাত বাদ দিয়াছে। কেহ মোয়ামালাত, কেহ মোয়াশারাত, কেহ আখলাকে বাতেনী বাদ দিয়াছে। শেষোক্ত দুই প্রকার প্রায় সকলেই বাদ দিয়াছে।

[প্রকাশ থাকে যে, **এবাদাত, মোয়ামালাত, মুহলিকাত ও মুনজিয়াত** আর উপরোক্ত আকায়েদ, এবাদাত, মোয়ামালাত, মোয়াশারাত ও আখলাকে বাতেনী এই উভয় বর্ণনার মর্ম একই। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। প্রকাশক]

২০। প্রশ্ন ঃ- যে মাদ্রাসায় শুধু ফিক্বাহ শিক্ষা দিতেছে তাছাওউফ শিক্ষা দিতেছেনা এবং তাছাওউফ শিক্ষা মোস্তাহাব বলে প্রচার করিতেছে কিন্তু ছাত্র বিদায় করার সময় দেস্তার বন্দী করিতেছে ইহা কিরূপ ?

উত্তর ঃ- যে মাদ্রাসায় শুধু ফিক্বাহ্ শিক্ষা দিতেছে, তাছাওউফ শিক্ষা দিতেছেনা। তাহারা যদি বলে আমরা শরীয়াতের অর্ধেক মাস্‌য়ালা শিক্ষা দিয়া দেস্তারবন্দী করিয়া দিতেছি। বাকী অর্ধেক তাছাওউফ শিক্ষার ফরজ বাকী রহিয়াছে। তবে কোন দোষ হইবেনা। আর যদি প্রচার করে যে, শরীয়াতের সমস্ত মাস্‌য়ালা শিক্ষা দিয়া দেস্তার বন্দী করিয়া দিতেছি। তাহা হইলে দেস্তারবন্দী মিথ্যা প্রবঞ্চনা বা ধোকা হইবে এবং সমাজকে গোমরাহ্ করার ব্যবস্থা হইবে। এই মাস্‌য়ালা থানভী ছাহেবের ইছ্‌লাহর রুছুম কিতাবে বিস্তারিতভাবে লিখা আছে।

২১। প্রশ্ন ঃ- তাছাওউফ বিহীন কোনো মাওলানা ছাহেব ওয়াজের সভায় আসিয়া স্বাধীনভাবে ওয়াজ করার জন্য সময় চাহিলে তাহাদিগকে সময় দেওয়া যাইবে কিনা ?

উত্তর ঃ- তাছাওউফ বিহীন কোনো মাওলানা ছাহেব স্বাধীনভাবে ওয়াজ করার জন্য সময় চাহিলে তাহাকে স্বাধীনভাবে ওয়াজ করার জন্য সময় দেওয়া জায়েজ নহে। কারণ তাহারা দাওরা বা টাইটেল পাশ করা হইলেও ইলমে তাছাওউফ বাকী থাকার কারণে শরীয়াতে তাহাদিগকে ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া পর্যায়ের কামেল আলেম বলে না। তাহারা যদি ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা ছাড়াই ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া পর্যায়ের কামেল আলেম বলে দাবী করে তবে তাহাদিগকে দাজ্জালে কাজ্জাব ধারণা করিতে হইবে। তবে তাহাদিগকে শরীয়াতে জাহেরা ফিক্বাহের আলেম বলা যাইবে এবং শরীয়াতে জাহেরা ফিক্বাহের আলেম বলিলে কোনো রকম দোষ হইবেনা; তবে যে বিষয়ে তাহারা জ্ঞান অর্জন করিয়াছে উক্ত নির্দিষ্ট বিষয়ের উলেখ না করিয়া সরাসরি আলেম বলা যাইবে না।

২২। প্রশ্ন ঃ- যে সমস্ত আলেমেরা তাছাওউফ শিক্ষা করা মোস্তাহাব প্রচার করিতেছে, তাহারা যদি মুস্তাহাব প্রচার ছাড়িয়া দিয়া তাওবাহ্ করে তবে তাহাদের তাওবাহ্ কবুল হইবে কিনা ?

উত্তর ঃ- যে সমস্ত আলেমেরা তাছাওউফ শিক্ষা মোস্তাহাব বলিয়া প্রচার করিয়াছে তাহারা শুধু (ব্যক্তিগতভাবে মৌখিক) তাওবাহ করিলে হইবেনা তাহারা যত লোককে মোস্তাহাব শুনাইয়াছে তাওবাহ করিয়া তাহাদিগকে ফরজ শুনাইতে হইবে বা বিজ্ঞাপন দ্বারা সমাজকে জানাইয়া দিতে হইবে যে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ। **যথা-**

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۔

www.islamicharf.org

সংক্ষেপে মূল কথা- কুরআন মাজীদের দ্বিতীয় পারায় আছে নিশ্চয়ই যাহারা শরীয়াতের মাস্‌য়ালা গোপন করিতেছে এরূপ মাস্‌য়ালা যাহা প্রচার করা ফরজ ছিল, তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত এবং আল্লাহর মাখলুকাতের লা'নত, যতদিন পর্যন্ত তাহারা তাওবাহ্ করিয়া উক্ত মাস্‌য়ালা সংশোধন করিয়া সমাজকে জানাইয়া না দিবে। **এই আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায় মাস্‌য়ালা গোপন করার চেয়ে বড় কঠিন গুনাহ আর নাই। যেহেতু তাহাদের তাওবাহ্ মহা কঠিন ও বিশেষ ঝামেলাপূর্ণ ।**

২৩। প্রশ্ন ঃ- মাস্‌য়ালা গোপনকারী মাওলানাদের হাশরের অবস্থা কিরূপ ?

উত্তর ঃ- হাদীছে আছে -

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهٗ ثُمَّ كَتَمَهٗ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ.

মূল অর্থ- যে আলেম মাস্‌য়ালা গোপন করিবে হাশরের মাঠে তাহার মুখে আগুনের লাগাম পরিধান করানো হইবে।

২৪। প্রশ্ন ঃ- মাস্‌য়ালা গোপন করিলে যে ইসলাম ধ্বংস হইয়া যায় তাহা সমাজে প্রচার নাই কেন ?

উত্তর ঃ- বর্তমানে যাহারা আলেম, পীর, বক্তা সাজিয়াছে তাহারা প্রায়ই আলীয়া ও দেওবন্দী রুলের মাদ্রাসার ছাত্র। ইহারা অতি অল্পসংখ্যক ব্যতিত বাকী অধিকাংশ পীর, আলেম ও বক্তারাই মাস্‌য়ালা গোপন করার দোষে দোষী। কাজেই বর্ণিত মাস্‌য়ালা প্রচার করিয়া নিজেদের গলায় রশি দেওয়াটা তাহাদের ভিতরের নফছে আম্মারায় পছন্দ করে না। কাজেই সমাজ অবগত না হওয়ার প্রধান কারণ ইহাই।

২৫। প্রশ্ন ঃ- জামানার নায়েবে রাসূলেরা উপরোল্লিখিত কুরআন এবং হাদীছ বর্ণনা করিয়া সমাজকে জানাইয়া দিতেছেন না কি জন্য ?

উত্তর ঃ- সমাজ যাহাদিগকে নায়েবে রাসূল ধারণা করিতেছে তাহারা প্রকৃত পক্ষে নায়েবে রাসূল নহে। যাহারা প্রকৃত পক্ষে নায়েবে রাসূল তাহারা প্রত্যেকেই শরীয়াতের মাস্‌য়ালা গোপনকারী গোমরাহ্ আলেমদিগকে চিনাইয়া দিয়াছেন। যেমন- হযরত ইমাম গাজ্জালী ছাহেব (রহঃ) এহইয়াউউলুমিদ্দীন কিতাবের তৃতীয় খন্ডে গোমরাহ আলেম, গোমরাহ পীর, গোমরাহ বক্তা দিগকে ভাল রকম চিনাইয়া দিয়াছেন এবং মোজাদ্দিদে আলফেছানী ছাহেব (রহঃ) তাঁহার মকতুবাত শরীফে ভাল রকম চিনাইয়া দিয়াছেন এবং বাংলা-ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল জনাব মাওলানা মোঃ কারামত আলী (রহঃ) ছাহেব তাঁহার জখিরায় কারামত কিতাবে এবং হাকীমুল উম্মাত মাওলানা মোঃ আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) ছাহেব তাঁহার তাকাশ্‌শুফ কিতাবে এবং দাওয়াতে আবদিয়াত কিতাবে পরিষ্কার ভাষায় চিনাইয়া দিয়াছেন।

২৬। প্রশ্নঃ- যাহারা মাস্‌য়ালা গোপনকারী মাওলানা তাহারা যদি কোন এক তরীকার অজীফা জিকির দিবারাত্রি করিতে থাকে, তবে তাহারা অলী দরজায়ে পৌঁছিতে পারিবে কিনা ?

উত্তর ঃ- মাস্‌য়ালা গোপনকারী মাওলানারা যতদিন পর্যন্ত তাওবাহ্ করিয়া মাস্‌য়ালা সংশোধন করিয়া সমাজকে জানাইয়া না দিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা অলী দরজায়ে পৌঁছিতে পারিবে না। কারণ তাহারা আল্লাহর দুশমন, বিশ্বনবীর দুশমন এবং মোসলমান সমাজের দুশমন।

www.islamicharf.org

২৭। প্রশ্ন ঃ- ইলমে কৃলব বা ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা শুধু শামী কিতাবে ফরজ লিখা আছে ? না অন্য কোন কিতাবেও লিখা আছে ?

উত্তর ঃ- ইলমে কৃলব বা ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ বলে বহু কিতাবে লিখা আছে তন্মধ্যে মাত্র কয়েকখানা কিতাবের নাম নিম্নে দেওয়া হইল -

❑ দোর্‌রোল মোখতার ❑ শামী ❑ গায়েতোল আওতার ❑ হাশিয়ায়ে তাহতাবী ❑ তাফসীরে মাজহারি ❑ তাফছিরে রুহুল বয়ান ❑ জামেউল উছুল ❑ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ❑ তাকাশশুফ ❑ তালিমুদ্দীন ❑ কছদুছছাবীল। **আরও বহু কিতাবে লিখা আছে-**

২৮। প্রশ্ন ঃ- যাহারা ইল্‌মে কৃলব বা ইলমে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ অস্বীকার করিতেছে ও মোস্তাহাব বলে প্রচার করিতেছে তাহাদের পক্ষে কোন দলিল আছে কিনা ?

উত্তর ঃ- যাহারা আবশ্যক পরিমাণ ইল্‌মে কৃলব বা ইল্‌মে তাছাওউফ শিক্ষা করা ফরজ স্বীকার না করিয়া বরং মোস্তাহাব বলে প্রচার করিতেছে, তাহাদের পক্ষে এখন পর্যন্ত কোন কিতাব ছাপা হয় নাই এবং কেয়ামত পর্যন্ত ছাপান হইবে না।

www.islamicharf.org